ভাঙ্গন কূল

*   *   *

পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক

*   *   *

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

কথাসাহিত্যসম্রাট্‌ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, আই, সি, এস্ (বর্ত্তমানে আলিপুরের জেলা ও দায়রা জজ) মহাশয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। নাটকখানি যে পরম উপাদেয় এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত হইতেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"পরম কল্যাণীয়েষু,

শৈলেন্দ্রবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি, কিন্তু যথাসময়ে জবাব দিয়ে উঠতে পারিনি। খাতা দুটো খুব মন দিয়ে পড়েচি ; আমার মত অধীর প্রকৃতির মানুষে যে' সমস্তটা একদিনেই পড়ে শেষ করতে পেরেচি, এ লেখার গুণে।......খাতার......মধ্যে আমার লেখা একখানা কাগজও পাবেন যাতে ছোট ছোট দুএকটা suggestion দেওয়া আছে।........আমার বিশ্বাস এখানি ভাল রচনাই হবে।.......

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল

আঃ

(স্বাঃ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শরৎচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে গ্রন্থকার নাটকখানিকে যথাসাধ্য পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই।

এই নাটকখানি বহুদিন অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল ; ইদানীং আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ইহা প্রকাশিত হইল। আশা করি পাঠকগণ ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

প্রকাশক

ভূমিকা

জীবনে ভাঙ্গা-গড়া উভয়েরই প্রকৃত উৎস মানুষের মনে; আত্মাশক্তির এই দুই যমজ সন্তানের নৃত্যচ্ছন্দে মানুষের অন্তরাত্মা নিরন্তর দোলায়মান। এ দুইটির ক্রিয়া যুগপৎ চলিলেও কখনও সৃষ্টি কখনও প্রলয় মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান যুগ সেই হিসাবে মুখ্যতঃ ভাঙ্গনের যুগ; এ ভাঙ্গনের খরস্রোতে দিকে দিকে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জ্জাতিক জীবনে যে বিপর্য্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অন্তরালে নিগূঢ়ভাবে গড়াও চলিয়াছে; কিন্তু তাহা যেন আজ একান্তই গৌণ। সৃষ্টির কথা আজ যতই সাজাইয়া গুছাইয়া বলি না কেন, তাহা যেন কেবলই মৌখিক; মানুষের চিত্ত আজ সমাচ্ছন্ন ভাঙ্গার নেশায়; কোন আদর্শই যেন সেখানে শিকড় গাড়িতে পারিতেছে না; অথচ উপর্য্যুপরি বিপ্লবের ভূকম্পে পুরাতন আদর্শের ভিত্তি ক্ষীয়মাণ হইয়া ক্রমশঃ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। গড়িতে গিয়াও মানুষ আজ কেবলই যেন ভাঙ্গিতেছে। এ অবস্থা সাময়িক হইলেও তুচ্ছ নয়। মহাকালের জটায় যুগযুগ ব্যাপিয়া গ্রন্থির পর যে গ্রন্থি পড়িয়াছে, কল্পান্তের নীহারিকালোকে তাহার উন্মোচন হইতেছে এবং এই গ্রন্থিমোচনের মধ্যেই রহিয়াছে নব নব গ্রন্থিবন্ধের সূচনা, নব সৃষ্টির বীজ। সে বীজ আজ লোকচক্ষুর অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে নরনারীর মর্ম্মবেদনায়; কতকালে যে ঐ ব্যথার সত্যকার ফসল ফলিবে, একমাত্র জানেন মানবের ভাগ্যবিধাতা।

বিজনকুমার মিত্র এই অবস্থান্তর কালের জীব; নূতন তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহার চিত্ত-সমুদ্রে ঢেউ তোলে, কিন্তু গভীরতম প্রদেশে পৌছিয়া সেখানে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পুরাতনের যাহা কিছু কদর্য্য, তাহা সে ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণাও যেন সাময়িক উত্তেজনার নামান্তরমাত্র।

তাহার চঞ্চল চিত্ত-বৃত্তি ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় পাইয়াছিল নিজেরই সৃষ্ট একটা মিথ্যার মধ্যে। কালের ধারা তাই তাহার জীবনের তীরভূমি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া একদিকে তাহাকে যেমন যথার্থই কৃপার পাত্র, অপরদিকে আরতির আদর্শনিষ্ঠাকে তেমনি আঘাত দিতে দিতে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। যমুনার ভাঙ্গন এ দুইটি জীবনের ভাঙ্গনের প্রতীক। কালের ভগিনী যমুনার সে ভাঙ্গনের স্রোতেই আমার এ কাগজের নৌকাখানি আজ ভাসাইয়া দিলাম।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে নাট্যকাররূপে পরিচিত হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা একসময়ে আমাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। তাহারই ফলে এ নাটকের সৃষ্টি; কিন্তু সৃষ্টি স্রষ্টার মনঃপূত হইল না; উপেক্ষিত হইয়া কোথায় পড়িয়া রহিল। নিজের আলস্যই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কয়েক বছর পরে পরম স্নেহভাজন অনুজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথের কথায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথা-সাহিত্য সম্রাট ৺শরচ্চন্দ্রকে উহার পাণ্ডুলিপি পড়িতে দিলাম। তাঁহারা অতি যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত পড়িয়া যে সব মূল্যবান উপদেশ দিলেন, তদনুযায়ী আবার লিখিলাম। এবারও ভাল লাগিল না, পড়িয়াই রহিল। বহুদিন পরে আবার চোখে পড়িতে নূতন করিয়া লিখিলাম। এবার বন্ধুপ্রবর ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীপরেশনাথ ঘোষ ও অনুজ ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন। এবারেও যে তাঁহাদের এবং আমার মনঃপূত হইয়াছে, তাহা নয়। দোষ-ত্রুটি এখনও অনেক রহিয়াছে; তাহার জন্য একা আমিই দায়ী। এ ত্রুটি-বহুল রচনার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের অমূল্য উপদেশের ঋণ অপরিশোধনীয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে এত দোষ থাকা সত্ত্বেও এ রচনা প্রকাশের আগ্রহ কেন? প্রকাশের আগ্রহ নিজের নাই, একথা বলিলে ঠিক সত্য বলা হইবে না; তবে আগ্রহ থাকিলেও এ দুঃসাহস কখনও হইত কিনা জানি না। আজ অনুজ শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র ও পরমপ্রিয় পুত্রকন্যাদের অনুরোধেই এ দুঃসাহস আমার হইয়াছে। আশা করি এ দুঃসাহসের অপরাধ পাঠকের কাছে মার্জ্জনা পাইবে।

ছাত্রজীবনে যাঁহাদের নিকট সাহিত্য চর্চ্চায় প্রেরণা পাইয়াছিলাম, তাঁহাদেরই অন্যতম ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ নাটকের পরিচিতি-পত্র লিখিয়া দিয়া শিক্ষকের নিকট ছাত্রের অপরিশোধনীয় ঋণ সহস্রগুণে বাড়াইয়াছেন। অন্তরের এ অসীম কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা আমার নাই।

৮, মে ফেয়ার
কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩৫৬

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

পরিচিতি-পত্র

বাংলা সাহিত্যে নাটকের পরিণতি ' অগ্রগতির ধারা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই—কোথায় যেন একটা অদৃশ্য প্রতিবন্ধক চরম সিদ্ধিলাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ একটি যুগে বিশেষ পরিস্থিতির প্রভাবে জাতীয় জীবনে একটা জোয়ারের উচ্ছ্বাস আসে—আমাদের মন তারবাঁধা যন্ত্রের ন্যায় উচুস্বরে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। এই ক্ষণস্থায়ী ভাবপ্লাবনের উপরে উৎক্ষিপ্ত মানস উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিস্বরূপ নাট্যসাহিত্যের একটা প্রবল প্রেরণা ফেনায়িত হয়। এই জোয়ারে এমন অনেক ভাববস্তু ভাসিয়া আসে যাহারা কোনদিনই চিরন্তন, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। পাঠকের রুচির প্রবল তাগিদেই এই অপরিশোধিত উপাদানসমূহ লেখকের মনোজগতে উদ্ভূত হয়, এবং প্রবল গতিবেগের প্রশ্রয়ে ইহারা সাহিত্য-সুষমার তটবেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় লাভ করে। তার পর দেশের আবহাওয়ায় এই উত্তেজনার স্ফীতি কমিয়া গেলে একদা জনপ্রিয় নাটকগুলিও নিষ্কাশিত-বাষ্প বেলুনের ন্যায় চুপসাইয়া যায় ও নাটক রচনার প্রবৃত্তিও আত্মসংহরণ করিয়া পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। এই বাহিরের উৎস-পুষ্ট অসম ও অনিয়মিত প্রবাহই বাংলা নাটকের জীবন-ধারার ইতিহাস।

আমার মনে হয় যে আমরা সমস্ত মন দিয়া নাটক লিখি না বলিয়াই আমাদের নাট্য-সাহিত্য এরূপ শীর্ণ ও অপরিপুষ্ট। যখন যুগপ্রভাবের আনুকূল্যে জাতির সমস্ত মানস শক্তি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাট, মহিমান্বিত কর্মোন্মাদনার সহযোগিতায় অনিবার্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তি খোঁজে তখনই সার্থক নাটকের জন্ম হয়। কাব্য, দর্শন, উন্নত আদর্শবাদের প্রেরণা, বাস্তবের রসানুভূতি, হাস্যকৌতুক, জাতীয় জীবনের জয়যাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ও আত্মপ্রত্যয়ের

উপলব্ধি—এই সমস্তই শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রথম শ্রেণীর নাটকে, প্রাণীদেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরার একান্ত মিলনের ন্যায়, এক অখণ্ড সংহতিতে মিশিয়া এক নূতন প্রাণশক্তির বিচিত্র বহিরবয়ব গঠন করিয়াছে। কিন্তু এই সর্বশক্তির একমুখীনতা জাতির জীবনে ও নাট্যকারের সৃষ্টি-প্রেরণায় স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই ; বিভিন্ন উপাদানগুলি আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কাজেই সচরাচর অতি সচেতন মন লইয়া, বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আমরা নাটক-রচনায় ব্রতী হই। কখনও সমালোচক, কখনও সমাজ-সংস্কারক, কখনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ও বিশিষ্ট ভাবধারার ধারক ও বাহকরূপে আমরা রঙ্গমঞ্চের অতুলনীয় প্রচারশক্তিকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করি। আমরা নাটকের পাত্র-পাত্রীর সহিত একাত্ম হইয়া যাই না ; সজ্ঞানে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করি ; দর্শকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী ভাব-বিন্যাস ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করি ; দেশপ্রেম, সমাজ-সংস্কার, গ্রামোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে রোমাঞ্চকর উক্তিপরম্পরার সন্নিবেশ করি ; রচনার সমস্ত একাগ্র তন্ময়তার মধ্যে দর্শকবৃন্দের প্রশংসাসূচক করতালি ধ্বনির প্রতি উৎকর্ণ হইয়া থাকি। ফলে দাঁড়ায়, আমাদের রচিত নাটক কোথাও ভাল, কোথাও মন্দ, এবং সর্বত্র পররুচির সমর্থন প্রত্যাশী ; খণ্ডাংশের সমষ্টি, ঠিক 'প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ সমাহার দ্বন্দ্বের' দৃষ্টান্ত নহে। আধুনিক নাটক বহুরূপী ও বহুধা-বিভক্ত মনের সৃষ্টি ও স্রষ্টার অন্তর্বিচ্ছিন্ন মানসলোকের সত্য প্রতিচ্ছবি।

অবশ্য প্রচারমূলক নাট্যসাহিত্যেও প্রচারের উদ্দেশ্য যে সার্থকতা লাভ করে নাই তাহা বলা যায় না। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া গিরিশচন্দ্রের সিরাজ-উদ্দৌলা-মীরকাসিমের যুগ হইতে অতি আধুনিক সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক নাটক দর্শকের মনে স্বাজাত্যবোধ ও বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইতে যে অশ্রান্ত প্রচার কার্য চালাইয়াছে, ফলশ্রুতিতেই তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রঙ্গমঞ্চের অবদান অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতা নীরব

হইলেও, বাগ্মী সম্প্রদায়ের পারম্পর্য কালপ্রভাবে বাঙ্গালা দেশে ক্ষুণ্ন হইলেও, সেই অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনার সুরটি রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ হইতে রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং প্রেক্ষাগৃহের সযত্নরচিত প্রতিবেশে, অভিনয়-কুশল নট-নটীর আবৃত্তিতে, পাদ-প্রদীপের ইন্দ্রজাল-সম্মোহনে ইহা যেন মন্ত্রের অমোঘ শক্তি লাভ করিয়াছে। এই একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের অনুসরণে আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যকে বরখাস্ত করিয়াছি, বাস্তববোধ ও সঙ্গতিজ্ঞানকে বিসর্জন দিয়াছি, চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ-গ্রন্থণের স্বাভাবিকতাকে উপেক্ষা করিয়াছি, বর্তমানের আপাত-সাফল্যের নিকট ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠাকে বলি দিয়াছি, কেবল সুর চড়াইয়াছি, নেশা জমাইয়াছি, রং ছড়াইয়াছি—কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। নাটকের সাহায্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ সমস্ত জাতির অন্তরের অস্থি-মজ্জায়, অণু-পরমাণুতে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। রাজনীতির সহচরীরূপে আমাদের নাট্যভারতী চিরন্তনতার স্থির শ্বেত শতদলের উপর তাঁহার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া জাতির প্রাণের জ্বলন্ত আবেগের তরঙ্গ-বিক্ষোভের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এই মুখবন্ধটি লেখা প্রয়োজন হইল স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের নাটক "ভাঙ্গন কূলেব" পরিচিতি-পত্রের প্রারম্ভস্বরূপ। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে ইংরেজী সাহিত্যের একজন রসগ্রাহী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পাঠক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচিত নাটকখানির মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় পাইয়া মোটেই বিস্মিত হই নাই। আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির মনে গ্রামোন্নতির যে পরিকল্পনাদ্ধ আদর্শ জাগিয়া আছে ও যে যে কারণে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে তাহাই নাটকের আলোচ্য বিষয়। বিজন ও আরতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর নিন্দ-কুৎসা উপেক্ষা করিয়া জনসেবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ঘটনার বিবর্তনে যখন বাহিরের বিক্ষোভ শান্ত হইয়া আসিল, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে নানা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-দুর্বলতা ফুটিয়া উঠিল। বিজনের চরিত্রে দেশহিতৈষিতার আবরণে যে মানস সংকীর্ণতা ও ভোগ-লালসা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এইবার

আত্মপ্রকাশ করিল আরতির জন্ম-ইতিহাসে যে কলঙ্ক ছিল বিজনের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া তাহার সমস্ত প্রগতিশীলতা ও আদর্শনিষ্ঠাকে বিপর্যস্ত করিল— সে সাধারণ ইতর-প্রকৃতি, সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর চরিত্রে আস্থা হারাইল, পরস্ত্রীতে আসক্ত হইল ও প্রচুর মদ্যপানে বিবেক-দংশনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল। যে বিপিন ও অমলাকে আশ্রয় দিয়া তাহারা সমাজের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের চরিত্রে দুর্নীতিপরায়ণতা, কৃতঘ্নতা ও ইতর রুচির পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমলা শেষ পর্যন্ত আরতির প্রতি ভালবাসা না হারাইয়া খানিকটা আত্মদোষ ক্ষালন করিয়াছে, কিন্তু বিপিনের সয়তানির অবিমিশ্র হীনতা কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সাধু উদ্দেশ্যের প্রেরণার দ্বারা লঘুতর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আরতি তাহার সমস্ত জীবনের আরব্ধ কার্য পরিত্যাগ করিয়া, তাহার আবেষ্টনের সমস্ত স্নেহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া জনসাধারণের হাহাকার ও অশ্রুজলের মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের প্রত্যেকটি সন্ধিক্ষণে, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের মুহূর্তে মানুষের বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত সমতালে যমুনার কূলধ্বংসী ভাঙ্গন প্রলয়-সূচনার ভয়াবহ ইঙ্গিতে বিকিরণ করিয়াছে। অন্তরে বাহিরে একই ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়াছে—মানুষের যত্নরচিত ব্যবস্থা তীক্ষ্ণ-ধার নদীস্রোতের ধারক তটভূমির ন্যায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত নাটকটিতে এক সাঙ্কেতিকতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সার্থক ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখানেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নাটকটির সংলাপবন্ধপ্রণালী ও প্রকাশভঙ্গী চরিত্রোপযোগী ও কাব্যধর্মী হইয়াছে ; বিশেষতঃ নাট্য ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত গানগুলির ভিতর প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় মিলে। নাটক পাঠের পর মন যে মানবজীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তার অনুভূতিতে বিষাদগম্ভীর কারুণ্য রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে ইহাই নাট্যকারের সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অবশ্য আমাদের সমস্ত নাট্য সাহিত্যে ব্যর্থতার যে একটি নিগূঢ় বীজ রহিয়া গিয়াছে তাহা হইতে বর্তমান নাটকও সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ, রস-পিপাসু মনে আদর্শ ও

বাস্তবের মধ্যে সার্থক সমন্বয় কোন দিনই গড়িয়া উঠে নাই, এবং তাহার সাহিত্যেও এই অনিশ্চিত মনোভাবের প্রতিফলন হইয়াছে। আমাদের বাস্তব জীবন আদর্শবাদের সুসম্বদ্ধ প্রেরণায় বলিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট রেখাঙ্কিত নহে—ইহা ব্যর্থ আদর্শানুসন্ধানের অপচয়শীল আবেগে দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ ও অশ্রুজলনিষিক্ত। এই ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে আর্দ্র জলাভূমিতে দৃঢ় পাদক্ষেপের অবসর নাই; এই স্বপ্নলোকের ছায়াচ্ছন্ন জীবনে আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলা আছে, অকম্পিত আলোকে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি নাই। মন আপনার সূক্ষ্মতত্ত্বরচিত জালে বন্দী হইয়া নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পায় না—হৃদয়-অরণ্যে মায়ামৃগ অনুসরণরত পথহারা পথিকের মত উদ্‌ভ্রান্ত। জীবনের এই উদ্‌ভ্রান্তি, এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, এই আত্মরতিবিলাস ঠিক নাটকরচনার অনুকূল প্রতিবেশ নহে। আলোচ্য নাটকের অবিসংবাদিত উৎকর্ষের সহিত এই যুগধর্মমূলক মানস অনিশ্চয়তা খানিকটা মিশ্রিত আছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে লেখকের উচ্চতম আদর্শের সহিত পরিচিত, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল, সুতরাং আত্মশক্তিতে খানিকটা অবিশ্বাসী মানস-প্রবণতা। বইখানি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছিলাম; এই সুদীর্ঘ কাল লেখক ইহাকে মার্জিত, সংশোধিত করিয়া আপন মানস আদর্শের উপযোগী রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে ইহার যথেষ্ট শিল্পোৎকর্ষবিধান হইয়াছে; কিন্তু কালপ্রবাহের অনিবার্য অগ্রগতি ইহার বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক আকর্ষণকে মন্দীভূত করিয়া ইহাকে খানিকটা অতীতধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। প্রবহমান কালস্রোতে জাল ফেলিতে ইতস্ততঃ করিলে বড় মাছগুলা কোনরকমে এই জাল-প্রক্ষেপকে এড়াইয়া যায়। নাটকে সমাজ-উৎপীড়নের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আর আধুনিক বাস্তব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। সমাজরক্ষণে অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সংলাপ যেন বিলীয়মান অতীতের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়াই ঠেকে—জীবনের বিচিত্র কলরবের সহিত ইহার যোগসূত্র যেন অতিশয় ক্ষীণ; প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত সুবিধাবাদ (Opportunism) নাট্যকারের একটি প্রধান গুণ। চলমান জীবনধারার স্রোত-চাঞ্চল্যে তাঁহার রচনাকে

স্পন্দিত করা চাই। যিনি চিরন্তনত্বের প্রয়াসী তাঁহাকেও ক্ষণিকতার ক্ষুদ্র বুদ্বুদগুলিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।—তাজমহলেও আগ্রার রাজপথের বায়ুতাড়িত ধূলিকণা কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত আছে। শেক্স্পিয়ার সমসাময়িক ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ও স্থূল রক্তপিপাসাকে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার ভিতর দিয়া অমরত্ব দান করিয়াছেন। এই ধরণের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নাটকটিতে লক্ষ্য করা যায় ইহা সত্যানুরোধে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তথাপি নাটকটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। আমি সর্বান্তঃকরণে ইহার জনপ্রিয়তা ও অভিনয়-সাফল্য কামনা করি। স্নেহাস্পদ গ্রন্থকারকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই ও আশা করি তাঁহার শক্তির যথোপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধুনিক নাট্য-সাহিত্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আসন অধিকার করিতে পারিবেন।

৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ,
কলিকাতা
২২শে মে, ১৯৪৯

ইতি—
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

বিজন, বিপুল — দুই ভাই, ৺গুরুদাস মিত্রের পুত্রদ্বয়
যোগমায়া — ঐ মা
আরতি — বিজনের স্ত্রী
ভবতারণ — নন্দীগ্রামের তালুকদার
নিস্তারিণী — ঐ বিধবা ভগ্নী
সুলতা — ঐ কন্যা
স্মৃতিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যার্ণব — গ্রাম্য পণ্ডিত
নিরঞ্জন — গাঁয়ের জনৈক ভদ্রলোক
বিপিন হালদার — আরতি দেবীর সদর নায়েব
অমলা — ঐ স্ত্রী
মাণিক মোড়ল, মামুদ সর্দ্দার — গাঁয়ের চাষী
উমাশঙ্কর রায় — জমিদার

ভাঙ্গন কূল

পূর্ব্ব রঙ্গ—[যমুনার প্রধান শাখা বহু প্রাচীন পল্লীর তটভূমি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তুমুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বহিয়া চলিয়াছে। তীরে বহু কুটির ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। পল্লীর গৃহহীন নরনারী রাত্রিশেষে তাহাদের অকিঞ্চিৎকর যথাসর্ব্বস্বসহ নূতন দেশে যাত্রার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে। একখানি বৃহৎ খোলা জেলে ডিঙ্গি ও কিছুদূরে একখানি ছইওয়ালা নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। খোলা নৌকার সাম্‌নে বেশ ভিড় জমিয়াছে; ছোট নৌকার কাছে জনকয়েক মাত্র ভদ্র বেশধারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা খোলা নৌকার সম্মুখে অশান্ত জনতার ঠেলাঠেলি দেখিয়া যেন আমোদ অনুভব করিতেছে। সে জনতার মধ্যে সকলেই একে অন্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের নিজের মালপত্র সহ নৌকায় উঠিতে ব্যস্ত; ফলে কেহ কেহ জলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। সহসা সেখানে গ্রামের মণ্ডল উপস্থিত হইল; মাথায় বাব্‌ড়ি, প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে কয়েকটি জ্বলন্ত মশাল ও হারিকেন ল্যাণ্টার্ণ জোনাকির মত মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। দৃশ্যটির স্বপ্নময় পরিবেশ সুস্পষ্ট]।

মণ্ডল—মাঝি! ও মাঝি!—

মাঝি—এই যে, মোড়ল!—

মণ্ডল—সব লোক নায়ে ধ'র্‌বে তো?

মাঝি—কেমন ক'রে ধ'র্‌বে, মোড়ল? এই দেখ না, এত লট্‌বহর গেলে আর লোক ধ'র্‌বে কোন্‌ খানে?

মণ্ডল—লট্‌বহর? কিসের লট্‌বহর? ফেলে দে ফেলে দে সব গাঙ্গে, এ নায়ে শুধু মানুষ যাবে, জ্যান্ত মানুষ! [জনতার মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; কয়েকটি বৃদ্ধা উঠিয়া জিনিষপত্র সহ দ্বিতীয় নৌকার নিকট গেল]

বলি, ওদিকে যাওয়া হ'চ্ছে কেন? . ও নৌকায় যাবেন ভদ্রলোক, বামুন! তাঁরা তোদের ঠাঁই দেবেন কেন? কোন দিন দিয়েছেন কি? আর দেখ্‌ছিস্ না নায়ের শ্রী? ঐ ভাঙ্গা নায়ে পাড়ি না ধ'র্‌লে পণ্ডিত মশায়দের যমুনা-যাত্রা সার্থক হ'বে কেমন ক'রে? হা-হা-হা! তা যা,— যার যেতে হয়, গিয়ে দেখ্‌না হোথায় কেমন ঠাঁই মেলে! মাঝি, ও মাঝি, এ নায়ে শুধু মানুষ যাবে,-জ্যান্ত— মানুষ!

মাঝি—ও নায়ে তবে মড়া চল্‌'লো নাকি মোড়ল?

মণ্ডল—তা' ছাড়া আর কি? ওরা কি আমাদের চাষাভূষোর মত মাটি কাম্‌ড়ে বেঁচে থাকেন? বিদ্যের কবরখানায় বুদ্ধিকে গোর দিয়ে ওঁরা আছেন ওঁদেরই স্বর্গে; না চলেন আগে, না যান্ পিছে; আছেন দাঁড়িয়ে ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গমর্ত্ত্যের মাঝামাঝি একটা কিম্ভূতকিমাকার দেশে! [যাহারা মালামাল সহ ছোট নৌকার কাছে গিয়াছিল, তাহারা খালি হাতে ফিরিয়া আসিল] কেমন? ঠাঁই হ'ল না ঐ নায়ে? গেলিনে হতভাগারা?

[যাহারা ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, "মাল সব দিয়ে দিয়েছি তো।"]

মণ্ডল—তা' বেশ ক'রেছিস্! এখন খালি হাত পায়ে গিয়ে নায়ে ওঠ্‌না! এ' নায়ে শুধু মানুষ যাবে, জ্যান্ত মানুষ! [যাহারা এখনো নিজেদের মালপত্র সহ নৌকায় উঠিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল]

বৃদ্ধা—কেবল জ্যান্ত মানুষ, জ্যান্ত মানুষ ক'র্‌ছ যে মোড়ল! খালি হাত পায়ে নয়া গাঁয়ে গিয়ে তোমার জ্যান্ত মানুষ ক'দিন জ্যান্ত থাক্‌বে? খাবে কি, রাঁধ্‌বে কিসে?

বৃদ্ধ—ঠিক্, ঠিক্! ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার! গাঙে না হয় ঘরবাড়ীই ভেঙ্গে গেল, হাঁড়ি কুঁড়ি যা' বাঁচ্‌ল, তা' কেন ফেলে রেখে যা'ব! বিনে পয়সায় হ'য়েছে যে—আবার পয়সা খরচ ক'রে ঐ জিনিষই ক'র্‌তে যা'ব?

মণ্ডল—তবে তোদের হাঁড়ি কুঁড়িই যাক্, নিজেরা প'ড়ে থাক্ এ ভাঙ্গন কূলে ? আমার কি ?

বৃদ্ধা—তা' কেমন ক'রে হয় ?

মণ্ডল—তবে বেছে নাও, নিজেরা যা'বে, না হাঁড়ি কুঁড়ি যা'বে ?

বৃদ্ধা—দু-ই যা'বে ; পাটাতনের তলায় সব হাঁড়ি কুঁড়ি রেখে দাও !

মণ্ডল—তা' রাখো, আর নায়ে যে বোঝা ধ'রবে তা'র একশো গুণ চাপিয়ে সবাই মিলে মাঝ নদীতে ডুবে মর। কেমন ? রাজি আছ সবাই ? —এ'বার সবাই চুপ্ কেনরে ? ম'রতে কেউ চাস না ? সবাই বেঁচে থাক্‌তে চাস্ ? নয় কি ?

জনতা—ম'র্‌বো কেন ?

বৃদ্ধা—ম'র্‌তেই যদি হয়, তবে আর কষ্ট ক'রে নয়া গাঁয়ে যাব কেন ? এখানেই তো তার পাকাপাকি ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

মণ্ডল—ঠিক্, মর্‌বি কেন ? অবস্থার সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচ্‌তে হবে ! কিন্তু নিজেরা যদি বেঁচে থাক্‌তে চাস্, হাঁড়ি কুঁড়ি বাঁচান চ'ল্‌বেনা। তাই বেছে নিতে হবে, নিজেরাই বাঁচ্‌বি, না হাঁড় কুঁড়িই বাঁচাবি ?—ওরে হাবার দল, এই হাঁড়ি কুঁড়ি একদিন তোরাই তৈরী ক'রেছিলি বেঁচে থাক্‌লে আবার নূতন ক'রে তৈরী ক'র্‌তে পার্‌বি ; ওর চেয়ে ঢের ভাল ক'রেও ক'র্‌তে পার্‌বি ! নয়া গাঁয়ে চ'লেছিস্, অনেক কালের ঝাড় জঙ্গল সাফ্ ক'রে নয়া চাষ বাস বসাবি, নয়া কুঁড়ে বেঁধে নয়া ঘরকন্নার পত্তন করবি ; কেন এ পুরান হাঁড়ি কুঁড়ির মায়া ছাড়্‌তে পার্‌ছিস্ না ? এম্নি ক'রেই না বারবার তোরা নিজের তৈরী বোঝার চাপে ম'রেছিস্ ; আবারও মর্‌বি ! তা' ম'র্‌তে হয়, মর্ ! দুনিয়ার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই রে, কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই !

[ঝুপ ঝাপ্ শব্দে তীর হইতে সমস্ত মালপত্র নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ; ক্রমশঃ সমস্ত জনতা নৌকায় উঠিতে লাগিল ; এবার আর ঠেলাঠেলি

নাই! মণ্ডলের প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল একটা দূরাগত আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত—
সে সকলের শেষে নৌকায় উঠিল।]

মণ্ডল—মাঝি, ও মাঝি! সবাই উঠেছে! এ নায়ে শুধু মানুষ, জ্যান্ত মানুষ!
এবার সব ঠিক! এখন আয়, নোঙ্গর তুল্‌তে হ'বে; সবাই মিলে গান ধর্‌।

গান

এবার চল্‌রে সবাই চল্‌!
উজান পানে যে জন টানে সেই যে মোদের বল!
যাত্রা মোদের অচিন্‌ পথে, অগম অন্ধকারে,
জানিনে কবে প্রভাত হবে, কোন্‌ পাথারের পারে;
শুনি আলোর অভয়বাণী রাত পোহাবে জানি জানি,
পথের ধারে সারে সারে জ্ব'ল্‌বে হোমানল!
বেঁধে বাসা নদীর কূলে ভেবেছিনু মনের ভুলে,
এ ঘর মোদের চিরদিনের রইব তারি ছায়ে,
বানের টানে ভাঙ্গ্‌লো মাটি ভাঙ্গ্‌ল পুরান বাসাবাটি,
অকূলে তাই তরী ভাসাই, কূল পেতে তাঁর পায়ে
ভাঙ্গা গড়ার অন্তরে যে চির অচঞ্চল!

[স্বপ্নের মত দৃশ্য পরিবর্ত্তন, উমাশঙ্করের শয়ন কক্ষে প্রত্যূষের আলো প্রবেশ করিয়াছে; ম্যাণ্টেল্‌পিসের উপরে একটি সুদৃশ্য ঘড়িতে ৬টা বাজিয়াছে। উমাশঙ্কর স্বপ্নাবিষ্টের মত চক্ষু মুদিয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিলেন]

"অকূলে তাই তরী ভাসাই কূল পেতে তাঁর পায়ে,
ভাঙ্গা গড়ার অন্তরে যে চির অচঞ্চল!"

[আরতি এককক্ষেই ভিন্ন শয্যায় শুইয়াছিল; হঠাৎ উমাশঙ্করের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া শয্যা হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে]

আরতি—একি বল্‌ছ বাবা ?

উমা—সদ্য স্বপ্নে শোনা একটা গানের কলি। থেকে থেকে মন যেন গেয়ে উঠ্‌ছে!—বাণীচিত্রের মত চোখের উপর জীবন্ত হয়ে উঠেছিল একটা ভাঙ্গন কূলের হাজার হাজার ঘরছাড়া নরনারীর নূতন কূলে যাত্রার দৃশ্য; কানে ভেসে আস্‌ছিল তাদেরই কথার স্বর, তাদেরই অভিযান সঙ্গীতের সুর।—এ যে আমার নন্দীগ্রামের পার্শ্বচারিণী যমুনারই সংহারিণী মূর্ত্তি!—কেন দেখ্‌লাম এ ছবি?—কেন শুন্‌লাম এ গান? —কে শোনাল?—কি এর মানে!

আরতি—স্বপ্নের যেন আবার মানে থাকে! তুমি আর কথা বলোনা বাবা। ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছ যে!

উমা—প্রায় পঁচিশ বছর আগে নন্দীগ্রামের জমিদারি যখন কিনেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল একটা আদর্শ পল্লী গ'ড়ে তুল্‌ব, যেখানে তুচ্ছতম মানুষও পাবে মানুষের মত বেঁচে থাকার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার! অপ্রত্যাশিত একটা ঘূর্ণিবাত্যায় সে স্বপ্ন আমার ওলট্‌পালট্ হ'য়ে গেল; নিজেকে নিয়েই এতটা ব্যাপৃত হ'য়ে পড়্‌লাম যে, তাকে আর রূপ দেওয়ার অবকাশ ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না;—তোরা দু'জন আমার সে স্বপ্ন বাস্তব করে তুল্‌বি, এ আশা নিয়েই আমি পৃথিবীর কাছে বিদায় নেব! —কিন্তু, আজ একি দেখ্‌লাম, কি শুন্‌লাম!—(হঠাৎ বুকে হাত দিয়া) উঃ-উঃ-উঃ! আরতি—মা—ডাক্তার! শিগ্‌গির! [আরতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া উমাশঙ্করের পাশে বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। উমাশঙ্কর একান্ত দৃষ্টিতে আরতির মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অতিকষ্টে শেষ কয়েকটি কথা বলিলেন]—মা —চল্‌লাম! কাঁদিস্‌নে—তোকে অনেক কথা—বলার ছিল; পারলুম না আর!—বিজন—শীলমোহর—খাতা!—উঃ-উঃ-উঃ—(চোখ বুঁজিয়া) যাই মা। [হঠাৎ বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল; চোখের তারকা স্থির হইয়া

গেল ; আরতি বুঝিতে পারিয়াই বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ডাকিল "বাবা !—বাবা !" নীচে মোটর গাড়ীর শব্দ ; বিজন ও ডাক্তারের প্রবেশ ; আরতি সরিয়া বসিল। ডাক্তার নাড়ী ধরিয়া আরতির অশ্রু-ভারাক্রান্ত জিজ্ঞাসু চক্ষুর দিকে একবার চাহিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বিজনকে বলিলেন।]

ডাক্তার—Too late, my boy, too late. Exactly what I feared. Thrombosis in the heart. Look well after the girl."

[বিজন ও ডাক্তার চলিয়া গেল ; আরতি উমাশঙ্করের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুরুদাস মিত্রের ভদ্রাসন ; আঙ্গিনার এককোণে তুলসীমঞ্চের নীচে মিট মিট্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। দাওয়ায় বসিয়া যোগমায়া মালা জপ করিতেছেন। নীচে আঙ্গিনায় মাণিক মোড়ল ও মামুদ সর্দ্দার।

মাণিক—খাজ্‌নাটা এবার কাকে দেব, ঠাকুমা, বড় বাবুকে, না ছোট বাবুকে!

যোগমায়া—(কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া) দেখ মোড়ল, বিজুর আমার ভগবানের দয়ায় কোন অভাব নেই ; খাজ্‌নাটা তোমরা বিপুলকেই দিও।

মামুদ—মা জননীও ঠিক ঐ কথাই ব'ল্‌লেন!

যোগমায়া—কি ব'লেছেন, মামুদ!

মামুদ—বল্‌লেন ছোটবাবুকে খাজ্‌না দিলে বড়বাবু রাগ করবেন না, করলেও আমরা যেন ভয় না পাই!

যোগমায়া—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তবে বিপুলকেই খাজ্‌নাটা দিও। দেখ্‌ছই তো কেমন ক'রে তার দিন গুজ্‌রান হ'চ্ছে।

মাণিক—বেয়াদবি মাপ করলে কয়েকটা কথা বল্‌তে চাই, ঠাকুমা। তোমার ছেলের বৌ সাক্ষাৎ ভগবতী; যেমন তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য। নিজের চোখেই দেখেছ দু'বছর আগেও কি ছিল এ গাঁয়ে। ৺উমাশঙ্কর রায়ের জমিদারিতে কয়েকটা ডাকিনী যোগিনী গরীব চাষীর রক্ত শুষে বেড়াত ; খেতে না পেয়ে, রোগের জ্বালায় লোক মরত ঘরে ঘরে। কোনদিন কারো প্রাণ এ অভাগাদের জন্য কেঁদে উঠেছে, দেখেছ? লেখাপড়ার বালাই ভদ্রলোকদেরই প্রায় ছিল না ; আমাদের ছোট-লোকদের তো কথাই নেই! আর আজ? নন্দীগ্রামের কি নেই আজ,

ঠাকুমা ? বল্‌তে বুকটা ফুলে ওঠে ! না খেয়ে আজ একটি লোকও এ অঞ্চলে ম'রছে বলে শুনিনা ; হাঁসপাতালে বিনা খরচায় রোগের চিকিৎসা হ'চ্ছে সবারই ; বিনা বেতনে গরীব দুঃখীর ছেলে মেয়েরাও লেখাপড়া শিখ্‌ছে ; নিতান্ত দুঃখীর ঘরের ছেলেটিও জন্মাচ্ছে মাতৃসদনে, লালিত হ'চ্ছে শিশুসদনে। এ গাঁয়ের চেহারা যে এমন বেমালুম বদলে গেল, সে কার দয়ায় ঠাকুমা ? তোমার ছেলের বৌ (দুই হাত যোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিল) ঠাকুমা, সে তোমার ছেলের বৌ—যাকে তুমি ঘরেও নিলে না ! এ যে তোমার কত বড় অন্যায়, তোমাকে বুঝাই কি করে ঠাকুমা ?

যোগমায়া—(চাপা দীর্ঘশ্বাসে শরীর কাঁপিয়া উঠিল, দু'চোখে অশ্রু ঝরিতে লাগিল) সবই আমার পোড়াকপাল ; ছেলে-বৌ নিয়ে সুখী হওয়া সকলের অদৃষ্টে ঘটে না মোড়ল।

মামুদ—মা জননীর আমার দয়ার শেষ নাই ; কিন্তু তাঁর সদর নায়েবটি—ঐ যে কি হালদার না, খেমটাওলীর মেয়ে সাদি ক'রেছে বলে—জাননা মোড়ল—আরে ঐ যে বিপিন হালদার—ঐ লোকটি বড় সুবিধের নয়। শুনেছ না যে, সদর নায়েবি পেয়ে সে এতদিনে বৌ নিয়ে এল দেশে, আর তাই নিয়ে ভদ্রসমাজে বেশ সোরগোল সুরু হ'য়েছে !

মাণিক—শুন্‌বনা কেন সর্দ্দার ! সবই কানে আসে। লোকটি যে সুবিধের নয়, অনেকেই বলে। কিন্তু তার যে নায়েবি হ'ল, তাও তো মায়েরই দয়া—কি দুরবস্থা ছিল দেখেছ তো ? কাজে কর্ম্মে ভাল অথচ অবস্থা খারাপ, এই দেখেই না মা তাকে কাজ দিলেন ! আর দেশের লোক যখন তার পেছনে লাগ্‌ল খেম্‌টাওলীর মেয়ে বিয়ে করেছে ব'লে, মা নিজেই না তাকে অভয় দিয়েছেন ; আর তাঁরই অভয় পেয়ে না সে বৌ এনেছে গাঁয়ে ! দু'বছর আগেও তার এতটা দুঃসাহস এ গাঁয়ে হ'তে পারত না।

মামুদ—কে জানে এতটা সাহস ভাল কি মন্দ ! ভাব্‌ছি, মা শেষটায় দুধ খাইয়ে সাপের বিষ বাড়িয়ে তুল্‌বেন না তো !

মাণিক—মায়ের সঙ্গে নিমকহারামি ক'রলে ওর মাথায় বাজ পড়বেনা, সর্দ্দার ?

মামুদ—সব সময় পড়ে কই মোড়ল ? খোদার মর্জ্জি, খোদার ফজল !

মাণিক—কি-ই বা সে আর করবে ? না হয় দু'চারটা টাকা চুরি করবে, এই তো ? কিন্তু মায়ের আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ; দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন, আবার তা ভরে উঠ্ছে। ঠাকুমা, এমন বৌকে তুমি পর করে রাখ্লে !

[সদর দরজা খোলার শব্দ হইল ; বিজনের প্রবেশ]

বিজন—মা !

যোগমায়া—কে ? কে ? —বিজু ? —বাবা ! [বিজন আসিয়া মায়ের পদধূলি লইয়া কোল ঘেঁসিয়া বসিতেই অজস্রধারে যোগমায়ার অশ্রু ঝরিতে লাগিল ; তিনি বিজনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিজনের চোখও অশ্রু-সজল। মামুদ মাঝে মাঝে "ইয়া আল্লা", "ইয়া আল্লা" বলিতে বলিতে চোখ মুছিতে লাগিল ; মাণিকের মুখে হাসি, চোখে জল]

মাণিক—ঠাকুমা,—ও ঠাকুমা, এবার ঘরের ছেলে ঘরে নাও ; বৌকেও আনো, আমরা দেখে চোখ জুড়াই ! আহা-হা ! এমন ছেলে, এমন বৌ ?

মামুদ—সেলাম বাবু, সেলাম ! এবার চল যাই, মোড়ল ! সেলাম, ঠাকুমা।

মাণিক—(গড় হইয়া প্রণাম) চল মামুদ। (উভয়ের প্রস্থান ; তাহারা যাইতেই বিজন উঠিয়া গিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া আবার মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।)

বিজন—একদিন তোমায় যা বলেছিলাম মা, সবই ভুল। তা' সপ্রমাণ হ'য়ে গেছে।

যোগমায়া—(সানন্দে বিজনের হাত ধরিয়া) সত্যি, বিজু ? সত্যি ?

বিজন—বিচারে যা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, তা আবার মিছে হবে কেমন করে ?

যোগমায়া—তাও তো বটে ! —(হঠাৎ মুখে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল) —কিন্তু বাবা, একটা কথা যে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনা—৺উমাশঙ্কর রায় তোকে এমন একটা মিছে কথা বল্তে

গেলেন কেন, যাতে তোকে ছুটে আস্‌তে হ'ল আমাকে সে কথা জানিয়ে বিয়ের অনুমতি নেওয়ার জন্য ?

বিজন—একমাত্র যিনি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন, তিনি আজ বেঁচে নেই ! আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে হয় আমি তাঁর কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি, নয়তো তিনি যার হাতে মেয়েকে দিতে সঙ্কল্প করেছিলেন, তা'কে ও তার আত্মীয়স্বজনকে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন।

যোগমায়া—এমন পরীক্ষাও কেউ করে না কি আবার ? আর তুই এমনতরো একটা ভুল বুঝে আমার কাছে ছুটে আস্‌বি, এও যে আমার মন মান্‌তে চায় না।

বিজন—মন সবই মানে, মানাতে চাইলে। একবার যদি স্থির করে ফেলতে পারো ছেলে-বৌ নইলে তোমার চল্‌বেনা, সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সব সন্দেহ মুছে যাবে। মা, কেবল একটি কথা ছাড়া আজ সব ভুলে যাও ; আমি তোমার ছেলে, আরতি তোমার ছেলের বৌ। বল মা, তুমি আমাদের নেবে ? ভাব্‌ছ বিপুলের কথা, ভাব্‌ছ সমাজের কথা ?

যোগমায়া—আর কারও কথা ভাব্‌ছিনে বাবা, ভাব্‌ছি শুধু তাঁর কথা, যিনি শেষ পর্য্যন্ত মুখ বুজে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন শুধু এই আশা বুকে নিয়ে ছেলেরা তাঁর লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে— (বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন)।

বিজন—(সজল চোখে) হতভাগ্য আমি, তাঁর সে আশা পূর্ণ ক'রতে পারিনি, কিন্তু বিপুলকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তুল্‌ব, তুমি তো জান মা, সে স্বপ্ন কেমন করে আমায় অনুপ্রাণিত করেছে।—কিন্তু বিপুল যেদিন আমার দেওয়া টাকা কয়টা ঘৃণায় ফিরিয়ে দিলে, একবারও ভেবে দেখ্‌লেনা দাদার প্রাণে কি শেল বিঁধল, সেদিন থেকে জীবনের একটা দিক যেন আলোহীন হ'য়ে পড়ল ; বুঝ্‌লাম ভাইকে হারালাম।—কিন্তু মা, মা কি কখনও অধম সন্তানকেও পরিত্যাগ করেন ? তোমাকে আমার

চাই-ই—চল মা ! [মায়ের হাত ধরিয়া উঠাইয়া সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল ; যোগমায়া যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইল ; বিপুল খিড়কি দরজা দিয়া বিজনের কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে ছিল ; এবার কাছে আসিল ।]

বিপুল—(ছলছল চোখে) যেতে চাও, যাও মা ! বেছে নেওয়া তো শক্ত নয় । একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে সম্পদ্ ! এক ছেলে বড় মানুষ, তোমায় সুখে রাখ্‌তে পারবে । আর একটা তোমার এমনি হতভাগা যে মায়ের জন্য মোটা চাল, মোটা কাপড়ও যোগাতে পারছে না ! বর্ষার জলে ত'র ঘরে ঢেউ খেলে যায়, অভাব তার নিত্য সাথী ! যাবে, যাও মা !

[বিপুল দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রস্থান করিল]

যোগমায়া—(কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি যে আর পারছিনে, বাবা ! আমায় ঘরে রেখে আয়, আমায় একটু ভাব্‌তে দে ।

বিজন—বুঝেছি মা ! বিপুলেরই আজ জয় হ'ল । ছোট ভাই, ঈর্ষ্যা ক'রবনা মা, তোমার বোঝা আর ভারী করে তুল্‌ব না । কিন্তু, এ অভাগাও তোমার ছেলে, সেও তোমার পায়ের ধূলোর অধিকারী ; সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করোনা । [যোগমায়াকে ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া দিয়া পদধূলি লইল ; দু'জনেরই দু'চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে । বিজন সদর দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল ; কিছুক্ষণ পরে বিপুল আসিয়া মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিল ।]

বিপুল—রাগ করেছ, মা ?

যোগমায়া—ঘা খেয়ে খেয়ে প্রাণ আমার এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে আজ যে বুঝ্‌তেই পারছিনে আমার কি হল ! তোরা দু'ভাই আমার চোখের তারা, কোন একটিকেও ছেড়ে আমি থাকতে পারি না । দু'বছর হল আরতি দেশে এসেছে ; আজ বিজুও এল । এতদিন

না হয় পাষাণ হ'য়েছিলাম! আর যে পারিনে বিপুল! আমি মা, বিজু আমার ছেলে, আরতি আমার ছেলের বৌ। একথাটাই যে আমার কাছে চরম সত্য। অন্য কথা আমি ভাব্‌বনা, ভাব্‌তে পারবনা।

বিপুল—কিন্তু মা, বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ শত অভাব অনটনের মধ্যেও যে বংশ-মর্য্যাদা অটুট রেখে এসেছিলেন, দাদা যে এক মুহূর্ত্তে তা' ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন, কেমন ক'রে তা' ভুলে যাব? সে মর্য্যাদা যে আমাদের নিঃসম্বল সংসারটির একমাত্র সম্বল ছিল, যার জোরে দশের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার ক্ষমতা সেদিনও আমাদের ছিল। আর আজ?

যোগমায়া—বিজু বল্‌ছিল, তার আগেকার সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল, আদালতে তার প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে।

বিপুল—সত্যি!—কিন্তু তা কি হয়!—তা হ'লে কোথাও একটা গোঁজামিল নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছে।

যোগমায়া—সে একটা নিছক সন্দেহ মাত্র। হয়তো তা সম্পূর্ণই অমূলক। তার জন্যে দাদা বৌদিকে অস্বীকার করবি?

বিপুল—মা, তোমার প্রাণ যা' চাইছে, তার সমর্থনে যুক্তির সৃষ্টিও সেখানে আপনা আপনি হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখো মা, তোমার এ যুক্তির মধ্যে কোথাও কোন ফাঁকি আছে কি না। যদি থাকে, কদিন মনকে চোখ ঠেরে রাখ্‌তে পারবে?

যোগমায়া—তুই তবে কি করতে বলিস্? তুই কি বলিস্ বিজুকে, বিজুর বৌকে এম্নি করেই দূরে সরিয়ে রাখব চিরকাল?

বিপুল—আমি কি এমনিই স্বার্থপর মা যে, তোমায় তাই বলব? তোমার প্রাণ যা চায়, যে ভাবে যেখানে থেকে তুমি শান্তি পাও, তোমার বিপুল তার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে, এ কথা তুমি কল্পনাও করতে পার মা? শুধু এইটুকু তোমায় বোঝাতে চাইছিলাম যে যদি আজ কোনরকমে নিজেকে প্রতারণা করে দাদা ও তাঁর স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে এসো, যে দিন সে ফাঁকি

নিজের কাছে ধরা পড়বে, সেদিন যে তাসের ঘরের মতই তোমার এ সাজানো বাড়ী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে! সেদিনকার আঘাত তুমি আর সইতে পারবে না; তাতে তুমি আর বাঁচবে না।

যোগমায়া—এরকম বেঁচে থাকার সার্থকতা কি, বাবা? মলেই যে সব জ্বালা জুড়োত রে! ওরে আমি যে আর কিছুতেই সইতে পারছিনে, বাবা,—ওরে আমি যে আর কিছুতেই সইতে পারছিনে—[হঠাৎ দাওয়ায় শুইয়া পড়িলেন; বিপুল তাঁহার মাথা কোলে লইয়া ডাকিল, "মা, মা"! যোগমায়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভবতারণ রায়ের বৈঠকখানা; ভবতারণ, স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব। বিদ্যাবিনোদ ও নিরঞ্জন গভীর আলোচনায় রত। ভৃত্য শম্ভুচরণ একধারে বসিয়া তামাক সাজিতেছে। কাব্যার্ণবের হাতে নস্যির কৌটা; সে মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্রে নস্যি দিতেছে]

স্মৃতিরত্ন—আরে রেখে দাও তোমার 'তবে কিনা'; জমিদার বাড়ীর গত বছরের পূজো ছিল নিজের পূজো; এবার তা' হ'য়ে দাঁড়াল হাড়ি, বাগ্দী, চামার, চাঁড়াল সকলের পূজো। সে বাড়ীর মন্দির হ'ল ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তন, সেখানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রেরই পূজার অধিকার আছে। তাও না হয় স'য়ে গেলাম; কিন্তু একটা খেম্‌টাওলীর মেয়ে বিয়ে ক'রে বিপিন হালদার গাঁয়ে এসে জাঁকিয়ে বস্‌বে শুধু জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায়, এও হজম করতে হবে? জমিদারণী, বিজনের স্ত্রী যে এ লোকটাকে এমনি ভাবে আশ্রয় দেবে, এ যে কোনওদিনই ভাবিনি। এর পরেও তুমি ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তনের পুরোহিত হতে যাবে?

ভবতারণ—৺গুরুদাস মিত্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন, আপনারা সবাই জানেন। বিজনের সঙ্গে সুলতার—[ভবতারণের চোখ দিয়া এক বিন্দু জল গড়াইয়া

পড়িল ; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল] জান্‌তাম গুরুদাস আমার ধার পরিশোধ কখনই করতে পারবে না ; তবু পাঁচশো টাকার ভদ্রাসন খানা রেহান রেখে দুহাজার টাকা কর্জ্জ দিয়েছিলাম। ছেলে দুটি মানুষ হয়ে উঠছিল ; সাধ ছিল বড়টির সঙ্গে স্নলতার বিয়ে দেব। ৺গুরুদাসের অকালমৃত্যুতে সে আশা আমার ভস্মসাৎ হ'ল ; মেয়েটার বিয়ে দিলাম অন্যত্র ; কিন্তু—[আর এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল] আপনাদের অজানা কিছুই নেই। বিজন গাঁয়ের জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে দেশে ফিরে এল। সুখীই হয়েছিলাম ; তার বৌয়ের সহুরে হালচাল চোখে লাগ্‌লেও যতদিন তা' ম্লেচ্ছাচার, অনাচার হয়ে দাঁড়ায় নি, ততদিন আমাদের বলার কিছুই ছিল না। এখন মনে হচ্ছে যে সে যেন উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের চিরন্তন সমাজবিধি ভেঙ্গে ফেল্‌তে ; সনাতন ধর্ম্মের উৎখাত ক'রতে। এ ধর্ম্মদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতা কোন প্রকারেই আমরা সইব না ; অপরাধী যতই বলবান্ হোক্ না কেন, তার উচ্ছেদ করতেই হবে, যে কোন উপায়ে হোক্।

স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব, নিরঞ্জন— } —সাধু, সাধু !

বিদ্যাবিনোদ—তবে কিনা—[মালা জপিতে জপিতে নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী—হ্যাঁরে তারণ, তোর বাড়ীতে দিন দিন এসব কি হচ্ছে? বাড়ীতে ডেকে এনে বিপিন হালদারকে অপমান করার কি প্রয়োজনটা ছিল তোর? পণ্ডিত মশায়দেরও বলি, গাঁয়ে কি আর কোথাও ঠাঁই মেলে না যে এখানে এসে তারণের মাথাটি চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছেন।

স্মৃতিরত্ন—চটে যাও কেন, নিস্তারদিদি! গাঁয়ে কি-যে সব কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে জান না, তাই এ কথা বলছ। রায়দাদা যদি এসব বিষয়ে উদাসীন হন তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম গোল্লায় যাবে, সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।

নিস্তারিণী—যেতে হয় যাবে! তার জন্য আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন? আপনাদের পায়ে ধরে বলছি, তারণকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দিন। মেয়েটা বিধবা হওয়ার পর থেকেই ও যে ক্রমশই ভেঙ্গে পড়্‌ছে।

ভবতারণ—বিজনের স্ত্রীর কথা শোননি বুঝি দিদি!

নিস্তারিণী—শুন্‌বনা কেন! সবই শুনেছি!—ও, তাই বুঝি এ মন্ত্রণাসভা! দেখ্‌, এ সব নিয়ে নিজের বোঝা আর ভারী করে তুলিস্‌নে ভাই!

স্মৃতিরত্ন—তোমার মত বিদুষীর কাছে এ কথা আশা করিনি, নিস্তারদিদি! যার যা ইচ্ছে, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, তাই যদি সে বিনা বাধায় করতে পারে, তবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা আর থাকে কি করে? সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তবে রইল কি?

নিস্তারিণী—রইল ঠিক সেটুকু, যা সনাতন!—বিপিন হালদারের স্ত্রী ভদ্রসমাজে স্থান পাবার অযোগ্য হলে এমন একদিন আস্‌বেই যখন নিজে থেকেই তাকে এ সমাজ ছাড়তে হবে; কারণ সমাজের সমস্ত জীবন-প্রবাহ তখন তার প্রতিকূল হয়ে উঠ্‌বে। বেঁচে আছে যে সমাজ, তার হজম করার শক্তি অফরন্ত; কিন্তু সত্যিই যা তার কাছে বিজাতীয় জিনিষ, তা সে কখনই বরদাস্ত করতে পারে না: উগ্‌রে ফেল্‌তে হবেই। বিজুর স্ত্রী যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, তবে অন্যায়টা কি করেছে বলুন তো! আমার তো মনে হয় একমাত্র সেই এ ব্যাপারে মানুষের পরিচয় দিয়েছে।

কাব্যার্ণব—এতদ্ব্যতীত জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের কাছে স্বীয় দেবমন্দির অবারিত দ্বার করিয়া দিয়া সে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

নিস্তারিণী—হিন্দুসমাজের এ অবিচার দূর করার চেষ্টা সে মেয়েটি ক'রছে ব'লে তাকে আমি অভিনন্দন ক'রছি। অন্ধ যারা, বধির যারা, তারা হয়তো এ প্রচেষ্টার মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রতে সক্ষম নয়: তারণকে আমি তাদের দলে ভিড়্‌তে দেবোই-না, একথা মনে রাখ্‌বেন। আমার কথাটি

রাখিস্ ভাই, বিজুর সঙ্গে লাগ্‌তে যাস্‌নে, নিজেও দুঃখ পাবি। [নিস্তারিণী মালা জপিতে জপিতে চলিয়া গেল]

ভবতারণ—দিদি মনে করেন আমি এখনো তার মা-মরা দশ বচ্ছরের ভাইটিই রয়ে গেছি। [বিজনের প্রবেশ ; ভবতারণ ও পণ্ডিতদের পদধূলি লইয়া আসন গ্রহণ করিল] তোমার স্ত্রীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল।

বিজন—সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা, জ্যেঠামশায়! আমরা চাই দেশের লোক আমাদের প্রত্যেকটি কাজ তলিয়ে দেখে তার ভালমন্দ বিচার করুক ; যেখানে ভুল হবে, সে ভুল সংশোধন ক'রে দিক ; যেখানে ঠিক পথে চলেছি, সেখানে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে এ কল্যাণ-প্রচেষ্টা সার্থক ক'রে তুলুক, তার পরিধি দিন দিন প্রসারিত ক'রে দিক ! দেশে সত্যিকার মানুষ সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া তৈরী হোক্।

স্মৃতিরত্ন—দেশের লোকের কথা তা হ'লে শুনবে ?

বিজন—যুক্তি-সহ হ'লে শুনতেই হবে।

স্মৃতিরত্ন—তবে বিপিন হালদারকে সমাজে তুলবার চেষ্টা করোনা, আর নিজের দেবমন্দিরে ধুবী, বাগ্দী, বাউড়ী, এসব জাতের প্রবেশ নিষেধ ক'রে দাও।

বিজন—(হাসিয়া) ক্ষমা করবেন, পণ্ডিতমশায়, এর একটিও আমি ভুল ব'লে স্বীকার করতে পারিনে।

স্মৃতিরত্ন—ঐতো! ঐখানেই যত গোল !

ভবতারণ—সব জাত নিয়ে যে পূজার অভিনয়, তাতে বাহ্‌বা মিল্‌তে পারে, সত্যিকার পূজা হোক্ বা না হোক্। ওভাবে হাততালি সংগ্রহ ক'রতে যদি চাও, সমাজের বিশেষ কিছু ব'লবার নেই। কিন্তু একটা খেম্‌টাওলীর মেয়ে বিয়ে ক'রেও বিপিন হালদার সমাজেরই একজন থাক্‌বে, এ জিনিষটা তুমি নিতান্তই গায়ের জোরে চালাতে চাইছ, বিজন !

নিরঞ্জন—(গঞ্জিকা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ) গায়ের জোরে বা টাকার জোরে মা ভাইকেই মানাতে যে পারলে না, সে মানাবে সমাজকে?—হা—যত সব—

বিজন—(হাসিয়া) এতক্ষণ আপনাদের আলোচনার অর্থ বুঝলাম। মা-ভাই পৃথক রইলেন, এ আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। তার একমাত্র কারণ বিপুলের স্বাতন্ত্র্য-বোধ। প্রথমে মনে ক'রেছিলাম, আপনাদের কাছে অন্ততঃ সহানুভূতি পাব। এখন দেখছি স্রোতের প্রতিকূলেই চ'লেছি। উপায় নেই! ৺উমাশঙ্কর রায়ের কাছে আমি ও তাঁর কন্যা যে মন্ত্রে দীক্ষিত, এ অঞ্চলে তার প্রয়োগ তাঁরই নির্দ্দেশ। আমার স্ত্রীকে তিনি ব'লতেন, "পল্লীর সে হতভাগাদের মা হতে পারিস্, আমি যে তেম্নি করেই তোকে গ'ড়ে তুলেছি।—জানি, পথ হবে তোদের দীর্ঘ, কণ্টকাকীর্ণ, চল্‌তে চল্‌তে পদতল হ'য়ে যাবে ক্ষতবিক্ষত; তবু চল্‌তে হবে—চলাই জীবন। শুধু নিজে চ'ললেই হবে না; যারা পঙ্গু, পথের ধারে পড়ে আছে, হাত ধরে তাদের তুলে দিয়ে পথ চলবার যোগ্য করতে হবে, তবেই না দেশ চল্‌বে?" এই আমাদের আদর্শ। আমাদের কাছে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, সকলেই মানুষ; সকলকেই মানুষের মর্য্যাদা দেব, সে খেম্‌টাওলীর মেয়েই হোক্ বা রাজার ছেলেই হোক্। এ আদর্শ যদি আপনারা গ্রহণ না করেন, শুধু এ আশা কি ক'রতে পারিনে যে আপনাদের কাছে সক্রিয় বাধা অন্ততঃ পাব না?

ভবতারণ—এটা নিতান্তই দুরাশা! সমাজবিধি লঙ্ঘন করবে আর আশা করবে যে সমাজ তা শিরোধার্য্য ক'রবে?

স্মৃতিরত্ন—একি ম্লেচ্ছ নাস্তিকদের আড্ডা কল্‌কাতা যে, যার যা ইচ্ছা সে তাই করবে? পল্লীতে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি আজও অটুট।

[দুইজন মুসলমান প্রজার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে গঙ্গাচরণের প্রবেশ; প্রজা দু'টি সকলকে সেলাম করিল।]

গঙ্গাচরণ—কেবল ভাঙ্গতে সুরু করেছে !

প্রথম প্রজা—কি যে হ'বে, বলা যায় না !

দ্বিতীয় প্রজা—হবে আর কি, থাকবে না কিছুই। যেমন করেই হোক, বাকী খাজনাটা রেহাই না পেলে বাঁচবার আব কোন পথই থাকবে না।

[সেলাম করিয়া প্রজাদের প্রস্থান]

গঙ্গাচরণ—কি হে বিজন ? কবে এলে ? ভাল তো ?

বিজন—আজ্ঞে, হ্যাঁ ! (পদধূলি লইল)

স্মৃতিরত্ন—গাঁয়ে তিষ্ঠান দায় হয়ে উঠল যে ভট্‌চার্য্যি মশায় !

গঙ্গাচরণ—তোমারও দায় হয়ে উঠলো। আশ্চর্য্য !

স্মৃতিরত্ন—শোনেন নি বোধ হয়, বিপিন হালদারের স্ত্রী একটা খেমটাওলীর মেয়ে? গাঁয়ে সে স্ত্রী নিয়ে বসবাস করার সাহস তার কখনই হতনা, যদি গাঁয়ের জমিদারণী বিজনের সহধর্ম্মিণী তাদের অভয় না দিতেন। [গঙ্গাচরণ বিজনের দিকে চাহিল]

বিজন—অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য ! কিন্তু খেম্‌টাওলীর মেয়েও মানুষ, তারও মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার আছে।

গঙ্গাচরণ—বিপিন হালদার মেয়েটিকে ধর্ম্মমতে বিয়ে করেছে তো ?

বিজন—করেছে বলেই তো শুনেছি।

কাব্যার্ণব—সনাতন ধর্ম্মমতেই তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

গঙ্গাচরণ—তবে আর দোষটা কি ? স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি !

নিরঞ্জন—হ্যাঃ—খেম্‌টাওলীর মেয়ে হল রত্ন—যত সব অনাসৃষ্টি কথা।

গঙ্গাচরণ—রত্ন হওয়ার সুযোগ দিতে হয়, নিরঞ্জন !

বিজন—আমিও তাই বলি। অন্য সবারই মত ভাল হয়ে থাকবার সুযোগ সুবিধা পেয়েও যদি তারা ভাল না হয়, সমাজ-বিধানে যে দণ্ডের যোগ্য তারা হবে, সে দণ্ড তাদের দেবেন ; অযথা কোন অত্যাচার না হলে আমরা তাদের পক্ষাশ্রয় করব না।

স্মৃতিরত্ন—তুমি তাহলে এই বল্‌তে চাও যে, বিপিন হালদার বামুন হয়েও খেম্‌টাওলীর মেয়ে বিয়ে করে কোনই সামাজিক অপরাধ করে নি ?

ভবতারণ—অর্থাৎ তার জাতিধর্ম্ম সবই অক্ষুণ্ণ রয়েছে ?

কাব্যার্ণব—অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার যে পতিত. তাহা স্বীকার করিতে তুমি অনিচ্ছুক ?

ভবতারণ—যদি তাই হয়, বিজন, তাহলে আমাদের মতে বিপিন হালদার ও তুমি হিন্দু সমাজে থাক্‌বার উপযুক্ত নও।

বিজন—সমস্ত হিন্দু সমাজ যে আপনাদের মত কয়েকজনের মতামতেই চল্‌ছে বা চল্‌তে বাধ্য, এ তথ্যটা আজও ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি ; পার্‌লে হয়তো গাঁয়ে আসার স্পর্দ্ধা আমার হতো না।

ভবতারণ—তাহলে এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিপিন হালদার একটা খেমটাওলীর মেয়েকে নিয়ে ভদ্রসমাজে বাস কর্‌বেই, আর তোমরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌বেই।

বিজন—আজ্ঞে, হ্যাঁ !—ভদ্র সমাজে না হলেও অভদ্র সমাজে, অন্ততঃ আপনাদের সমাজের বাইরে থাক্‌ব, তাতেও আপত্তি আছে আপনাদের ? আর থাক্‌লেই আমরা যে তা শিরোধার্য্য করে নেব, তা-ই বা মনে কর্‌ছেন কেন ?

ভবতারণ—কেন কর্‌ছি যথাসময়ে টের পাবে !

বিজন—ভয় দেখাচ্ছেন ? বেশ ! পিসিমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই !

[শুধু গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল]

নিরঞ্জন—টাকার গরম—টাকার গরম—যত সব—

স্মৃতিরত্ন—ক'দিন থাকে দেখা যাক্ ! কি বেহায়াপনা-রে বাবা ! আরে, একটা খেম্‌টাওলীর মেয়ে এনে গাঁয়ে বসিয়ে তার প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌ছিস,

কেন করছিস্ তা কি আর কেউ বোঝে না? একটু লজ্জা-সরম নেই! আমি হলে তো লজ্জায় মরে যেতাম!

গঙ্গাচরণ—(হাসিয়া) লজ্জাদেবীর দাঁত এতটা ধারাল, আজও তার কোন পরিচয় এ গাঁয়ে পেলাম না!

ভবতারণ—বিজন-বিপুলের পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল, আপনি জানেন। কিন্তু সমাজের কল্যাণ ব্যক্তিগত স্নেহভালবাসার চেয়ে অনেক বড়। তাই এ অনাচার প্রতিরোধ করতেই হবে। উপায় প্রথমতঃ একঘরে করা—দ্বিতীয়তঃ পূজো বন্ধ করা! কোনটাই শক্ত নয়! বামুন না পেলেই পূজো বন্ধ হবে।

গঙ্গাচরণ—সে কি ভবতারণ? জাতের বিচার না করে সবাই মিলে মায়ের অর্চ্চনা করবে, তাঁকে ডাকবে, এই অপরাধেই টুঁটি চেপে তাদের সে ডাকা থামিয়ে দেবে? ছিঃ, এ যে মনে আনাও পাপ!

স্মৃতিরত্ন—মনে মনে যত ইচ্ছা ডাকুক না কেন, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু শাস্ত্রীয় পূজা? ও হতেই পারে না!

কাব্যার্ণব—ভবদীয় অভিমত কি এই, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যে বিপিন হালদারের মত মহাপাতকী ও বিজনের মত সেই মহাপাতকীর পৃষ্ঠপোষক আমাদেরই মত ভগবতীর অর্চ্চনা করিবে আর আমরা নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাই দর্শন করিব?

গঙ্গাচরণ—দাঁড়িয়ে দেখতে না হয়, চোখ বুঁজে বসে থেকো; সবাই ভাব্বে কাব্যার্ণব-মন্থন-পর্ব্ব আরম্ভ হল, কাব্যলক্ষ্মীর সুধা-নিস্যন্দিনী সম্মার্জ্জনীর প্রচণ্ড আলোড়ন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি!

কাব্যার্ণব—উপহাস? সমগ্র পল্লীর সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থিত, উপহাসে তাহার সমাধান হইবে?

গঙ্গাচরণ—সমস্যাও তোমাদের, সমাধানও তোমরাই করবে। কোন সমস্যার সমাধান করব, এ স্পর্দ্ধা আমার নেই; সমস্যাও তাই আমার কাছ দিয়ে ঘেঁসে না।

স্মৃতিরত্ন—রায়দাদা, অনেকদিন আগে চিড়িয়াখানায় এক জীব দেখেছিলাম, উট পাখী তার নাম। বিশেষত্ব তাঁর এই যে বালুতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সে মনে করে সে কাউকে দেখ্‌ছে না বলে তাকেও কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না!

গঙ্গাচরণ—উটপাখীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যা করলে, তার ভুল ধরব, চিড়িয়াখানার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার নেই। কিন্তু উটপাখী তুমি না আমি, স্মৃতিরত্ন?

স্মৃতিরত্ন—এ প্রশ্নের জবাব এঁরাই দিন। জেগে ঘুমায় যে মানুষ, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়!

গঙ্গাচরণ—আর ঘুমিয়ে যে মনে করে জেগে আছে, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার স্পর্দ্ধা দুনিয়ায় কারও নেই। আর কতদিন এ ফাঁকি চলবে, স্মৃতিরত্ন! যাদের উপরে চালিয়ে এসেছ, তারা যে জেগে উঠ্‌ছে, দেখছ না?

স্মৃতিরত্ন—আপনি যেখানে দেখছেন ফাঁকি, আমি সেখানে দেখছি ধর্ম্মের সনাতন নির্দ্দেশ। আপনাতে ও আমাতে পার্থক্য তাই মৌলিক। সমাজ রক্ষা করতে হলে দশের মতের কাছে ব্যক্তি বিশেষকে মাথা নোওয়াতেই হবে; আশা করি এ কথাটা অন্ততঃ অস্বীকার করবেন না।

গঙ্গাচরণ—স্বার্থাপেক্ষী যাদের সত্যাসত্য বিচার, তারা একথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু মিথ্যাকে সবাই মিলে সত্য বলে চেঁচালেই তা' সত্যে রূপান্তরিত হয় না, স্মৃতিরত্ন।

স্মৃতিরত্ন—সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতি হল মিথ্যা; আর এসব দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে সত্য নিহিত, এ জাতীয় মতবাদ কেবল আপনার কাছেই আশা করা যায়।

গঙ্গাচরণ—আর তোমার কাছেই কেবল আশা করা যায় যে কারও পূজো বন্ধ করা যথার্থ ধর্ম্ম!

স্মৃতিরত্ন—এতো আমার একার অভিমত নয়, গাঁয়ের প্রবীণ সবাই এখানে আছেন; জিজ্ঞাসা করুন তাঁরা কি চান। যদি তাঁরা চান যে বিপিন

হালদারের আশ্রয়দাতা বিজন মিত্রের সঙ্গে সর্ব্বেব সামাজিক সম্পর্ক বর্জ্জন করতে হবে, তাতে আপনার সমর্থন আছে কি না!

গঙ্গাচরণ—ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও, স্মৃতিরত্ন! এ দুর্ব্বল শতধা-বিচ্ছিন্ন সমাজকে আরও দুর্ব্বল করে দিও না।

ভবতারণ—সাপে কাউকে হাতে কামড়ালে মানুষটাকে বাঁচাবার জন্য সে হাতও কেটে ফেল্‌তে হয়।

গঙ্গাচরণ—কিন্তু তখনই, যখন হাত না কাটলে তাকে বাঁচানো অসম্ভব। হিন্দু-সমাজ সে অবস্থায় এসে পড়েছে, এ কথা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো? যদি না পারো, তবে এ ধারা অস্ত্রোপচার নিছক জবরদস্তি! মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে যাঁর আসন, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সর্ব্বভূতে যিনি বিরাজমান, তাঁর চিরন্তন বিদ্রোহ মানুষের এ জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যদি তাঁকে জাগাতে চাও, তাকে মানুষ হিসাবে দেখ্‌তে হবে, মানুষের অধিকার দিতে হবে। তবেই সমাজ কারাগার না হ'য়ে জীবন্ত পুষ্পোদ্যানে পরিণত হবে।

ভবতারণ—এ যে একান্তই কবিকল্পনা। শাসন ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। আমরা জান্‌তে চাই যদি এতদঞ্চলের যাবতীয় ভদ্রলোক বিজনকে পরিত্যাগ করেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ তার পৌরোহিত্য স্বীকার না করেন, আপনার সাহায্য সে পাবে কি না?

গঙ্গাচরণ—ভবতারণ, তুমি ধনী, বুদ্ধিমান্, ক্ষমতাশালী; ধনের, বুদ্ধির, ক্ষমতার অপব্যবহার করো না; বিধাতার দণ্ড অমোঘ।

ভবতারণ—ভয় দেখাচ্ছেন?

গঙ্গাচরণ—(হাসিয়া) ভয় দেখাব আমি? তোমাকে?—দীনহীন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শক্তি আমার কতটুকু?—তবু একথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই—সবাই মিলে একজনের উপর অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ ক'রলে,

তার পৌরোহিত্য স্বীকারই শুধু ক'রবনা, তাকে প্রাণপণ সাহায্য ক'রব।

ভবতারণ—আপনার মত ব্রাহ্মণ এ অশাস্ত্রীয় কাজে হাত দেবেন? জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত বিপিন হালদারের পক্ষ সমর্থন ক'রবেন?

গঙ্গাচরণ—স্মৃতিরত্নের মত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তারা পাবে কোথায়?

স্মৃতিরত্ন—পাবেই বা কেন? স্মৃতিরত্ন শাস্ত্র মানে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানে। কি বল হে, কাব্যার্ণব?

কাব্যার্ণব—যথার্থ, যথার্থ! স্মৃতিরত্ন হিন্দুধর্মের স্তম্ভবিশেষ!

গঙ্গাচরণ—স্ত্রীকে আর ছেলের বৌকে ঠেঙ্গালে যদি ধর্মের মর্য্যাদা রাখা হয়, দু'টাকার জায়গায় দশটাকা পেলেই ভ্রূণহত্যার জন্য পাতি দেওয়া যদি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক হয়, তবে একথা কোনও রকমেই অস্বীকার করা চলে না স্মৃতিরত্নের মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এদেশে বিরল। কিন্তু, ভাই, সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্ম নয়; উদারতা তার ভিত্তি। যেখানে তা নেই, সেখানে ধর্ম্ম নেই; আছে শুধু তার অভিনয়।

স্মৃতিরত্ন—ওহে বিদ্যাবিনোদ, কাব্যার্ণব, এবার মনু-পরাশর পুড়িয়ে ফেলো, গঙ্গাচরণ-স্মৃতিটাই এবার থেকে অভ্যাস করতে হল!

ভবতারণ—তা হ'লে বিপিন হালদারকে আপনি সমাজে তুলে নিচ্ছেন?

গঙ্গাচরণ—সে সমাজচ্যুত কবে হল? মনে করেছ তুমি, রায় মহাশয়, স্মৃতিরত্নপ্রমুখ কয়েকটি পণ্ডিত আর নিরঞ্জন সেনকে নিয়েই সমাজ? তা নয়। মুটে মজুরও আজ জানে অধিকার তার কতটা। কাকে আজ চেপে রাখবে? ভুলে যেও না, ভবতারণ, তুমি, আমি, স্মৃতিরত্ন সমাজের কোটি কোটি ধূলিকণার মধ্যে কয়েকটি মাত্র।

স্মৃতিরত্ন—কিন্তু সে কয়েকটিকেই যুগে যুগে সমাজরক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রতে হয়েছে। মনু-পরাশরের অনুশাসন যাঁরা অমান্য ক'রতে চান, সমাজে স্থান পাবেন তাঁরা কোন্ হিসেবে?

গঙ্গাচরণ—ঠিক সেই হিসেবে, যে হিসেবে পরস্বাপহারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের নেতা, আর যে হিসেবে স্ত্রী-পুত্র-বধূর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেও স্মৃতিরত্ন সমাজের বিধানদাতা!—একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখো তো, বিপিন হালদারের স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরপরাধ নয় কি? খেমটাওয়ালী মায়ের মেয়ে, এ পরিচয় ছাড়াও তার অন্য পরিচয়—সে মানুষ। মানুষ হিসেবে মানুষের সমাজের কাছে তার দাবী আছে—আলো-হাওয়ার দাবী, অবাধ পথ চলার অধিকার। সমাজ যদি তা মেনে না নেয়, তাতে সমাজের ক্ষতিও কিছু কম হবে না। তোমার আমার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান সহজেই চোখে পড়ে; বিপিন হালদার ও বিজনকে একঘরে ক'রে তাদের অনিষ্ট কি হবে না হবে, সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু কেউ কি একবারও ভেবে দেখেছ সমাজের গোড়ায়, লোকচক্ষুর আড়ালে যে ভাঙ্গন এতে ধরবে, তার শেষ কোথায়?

ভবতারণ—মানবতার অধিকার, কথাটা খুবই সুশ্রাব্য; আমি কিন্তু বলি, সে অধিকার তো যার যেখানে নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেখানে থেকেও পেতে পারে।

স্মৃতিরত্ন—মনু বলেন, "জাতি-জানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুল-ধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥"

কাব্যার্ণব—"স্বানি কর্ম্মানি কুর্ব্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥"

বিদ্যাবিনোদ—এ যুক্তি অকাট্য।

নিরঞ্জন—একেবারে অকাট্য। তাই তো বলি, রায় দাদা—যত সব—

গঙ্গাচরণ—নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছ, এ স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছে কে বা কা'রা? আর, একদিন যা নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত পরিবর্ত্তন, সমস্ত প্রয়োজন ছাপিয়ে তাই যে সনাতন হ'য়ে থাকবে, এতো প্রকৃতির বিধান হতে পারে না। ধর্ম্মের বিধান প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়।

কাব্যার্ণব—ত্রিকাল-দর্শী শাস্ত্রকারগণ ঈদৃশ যাবতীয় বিষয় প্রণিধান করিয়াই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

গঙ্গাচরণ—দেখো অর্ণব, নিজের চোখ থাকতেও পরের চোখ দিয়ে দেখতে যে অভ্যস্ত, তার প্রধান অসুবিধা এই যে, নিজে তো দেখ্‌তেই পায় না, কারণ চোখ যে আছে, তাই তার অজ্ঞাত; আর অন্যে যা দেখে তাও তার কাছে ঝাপ্‌সা হ'য়ে দেখা দেয়। এ জন্যই হয়তো এ জাতীয় লোকের মধ্যে সচরাচর নিজের বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা একটু অতিরিক্ত পরিমাণে দেখা যায়।

স্মৃতিরত্ন—সেটা হয় তো বুদ্ধির অতিরিক্ত বড়াইয়ের মত দূষণীয় নয়।

গঙ্গাচরণ—(হাসিয়া) বেশ বলেছ স্মৃতিরত্ন। এ অস্ত্র-প্রয়োগ অব্যর্থ! থাক্‌গে ও সব কথা!—তোমার কাছে এসেছিলাম ভবতারণ, তোমার হতভাগা চরের প্রজাগুলোর জন্য। বেচারাদের বাড়ী ঘর, জমি জেরাত সবই ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওরা বাকী খাজনাটা মাপ চায়।

ভবতারণ—বেশ তো! আপনিও আমার অনুরোধটি রাখুন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আমিও আপনার অনুরোধ রাখ্‌তে নিশ্চয় চেষ্টা ক'রব।

বিদ্যাবিনোদ—সাধু, সাধু, রায় দাদা!

কাব্যার্ণব—সমাজের কল্যাণকল্পে এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ ভবাদৃশ মহাপুরুষেই সম্ভবপর।

গঙ্গাচরণ—এ কপট স্তাবকতার প্রতিধ্বনি করতে পারলে হয়তো দুঃস্থ প্রজার জন্য তোমার সহানুভূতি অর্জ্জন ক'রতে পারতাম। কিন্তু তা পারব না। নিজের অন্তরাত্মা যা অন্যায় ব'লছে, তা ক'রতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব;—তোমার প্রজার দুঃখ তুমি যদি নাই বুঝ্‌তে চাও, দীনের বন্ধু যিনি, তিনিই তার একটা বিহিত ক'রবেন।

(প্রস্থানোদ্যত)

ভবতারণ—তা হ'লে আপনার ইচ্ছা যে একটা গণিকার কন্যাও সমাজে পাংক্তেয় হ'য়ে যাক্।

গঙ্গাচরণ—(হাসিয়া) লুকিয়ে লুকিয়ে ধনীর সমাজে গণিকা তো চিরকালই পাংক্তেয়। সমাজকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকের অর্থ ও সময়ের অধিকাংশই যদি গণিকার জন্য ব্যয়িত হ'তে পারে, তবে সমাজ থেকে তাকে বাদ দেবে কি ক'রে? প্রকাশ্যে যাকে অস্বীকা'র ক'রছ লজ্জায়, পরোক্ষে প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন তারই হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ, তখনই যে তাকে সমাজের একটা গোপন স্তরে স্থাপন করছ। আর যাকে তোমরা সমাজ বলছ, সেখানে কি গণিকা নেই? গণিকার মেয়ের কথা যদি বল, তার মাতৃপরিচয় যতই কদর্য্য হোক, পিতার দিক থেকে সে হয়তো তোমাদের মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কন্যা! তোমাদের সমাজে তার স্থান হবে না কেন?

ভবতারণ—তর্কে আপনাকে এঁটে উঠ্তে পারব না; কিন্তু—

গঙ্গাচরণ—এতে কোন কিন্তু নেই! সমাজ কি, কাকে নিয়ে? তোমাদের গণ্ডীর বাইরে অস্পৃশ্য করে রেখেও যাদের সংসর্গ থেকে দেওয়াল-টপ্কানো সমাজ-কর্ত্তাদের দূরে রাখ্তে পারছ না; যাদের শরীর মন সমাজেব পয়ঃপ্রণালীর মত ব্যবহার করে সামাজিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ্বে ভাব্ছ, তোমাদের মতে তারা সমাজের কেউ নয়, তবে তাদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে সব পুরুষ নিজেদের লালসা চরিতার্থ করে বেড়ায়, তারাই বা সমাজে স্থান পাবে কোন্ যুক্তিতে? সমাজ থেকে যদি এ সমস্ত কলুষিত-চরিত্র পুরুষকে নির্ব্বাসিত ক'রতে পারতে, সকলের আগে আমিই বল্তাম, নিছক প্রবৃত্তির দাস যারা, তাদের স্থান সত্যই সমাজের বাইরে।—আর এক দিক থেকেও কথাটা ভেবে দেখ্তে পার। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ থেকে পতিত, অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়দের বাদ দিলে তার আর রইল কি?

ভবতারণ—তা ব'লে একটা খেমটাওলীর মেয়ে বিয়ে করে বিপিন হালদার ভদ্রসমাজের মুখে চূণকালী মাখিয়ে দেবে, এ হতেই পারে না। আমি তা' হতে দেব না, যেই তার পেছনে থাকুনা কেন। যতদিন ভবতারণ রায় জীবিত, ততদিন অন্ততঃ এ অঞ্চলে অনাচার, স্বেচ্ছাচার যাতে কোন রকমে প্রশ্রয় না পায়, তার যথাসাধ্য চেষ্টা সে ক'রবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তাকে পিষে ফেল্‌বে, হোক্ না কেন সে গাঁয়ের জমিদার, হোক্ না কেন সে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ।

স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি—সাধু, সাধু!

স্মৃতিরত্ন—(ভবতারণের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) তুমি আছ রায় দাদা, তাই না আজও এ গাঁয়ে হিন্দুত্ব বজায় আছে, চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে, ডুব্‌ছে?

গঙ্গাচরণ—(যাইতে যাইতে) এ বুড়োকে পিষে ফেল্‌তে কোনই আয়াস তোমার পেতে হবে না ভবতারণ! ভগবান নিজেই যাকে মেরে রেখেছেন, তাকে নূতন করে আর কি নিপীড়ন ক'রবে? [প্রস্থান]

স্মৃতিরত্ন—ক'দিন থাকে এ অহঙ্কার দেখা যাবে।

ভবতারণ—ভাঙ্গবেন, তবু নুয়ে পড়বেন না।—এই তবে স্থির হ'ল যে আজ থেকে বিপিন হালদার ও বিজন মিত্র একঘরে, কেমন?

অন্য সকলে—(সমস্বরে)—নিশ্চয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবতারণের বাড়ীর নিভৃত উদ্যানপথে বিজন ও সুলতা]

বিজন—পিসিমার স্নিগ্ধ চোখে যে অভয় আশ্বাস পেলাম, তার পরে এ-বিশ্বাস আমার জন্মেছে লতা, তুমিও আমায় সমাজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে না।

সুলতা—ক'রলেই বা কি যায় আসে তোমার, বিজুদা? আমার অনুমোদন কি তোমার জীবনে এতই প্রয়োজনীয়?

বিজন—বিজুদার প্রতি অবিচার ক'রলে, লতা ? আর ক'রবেই বা না কেন ? যাকে তার মা-ভাই প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, তার পক্ষে তোমার সহানুভূতি একান্তই দুরাশা, আমার বোঝা উচিত ছিল।

সুলতা—(অশ্রু সজল চোখে) বিজুদা—(হাত ধরিল)

বিজন—সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ এমন একটা মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে পারে, আগে বুঝ্‌তে পারিনি। মানুষের সমষ্টিরূপ একটি হিংস্র কদর্য্যতায় ভরা, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি ; কিন্তু তবুও এ বিশ্বাস ছিল যে এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে চলেছে শত শত ফল্গুধারা যা একদিন এর মরুভূমির সবুজের স্বপ্নকে সজীব ক'রে তুল্‌বে। আজ দেখ্‌ছি যে আমি কাছে এলেই এ অন্তঃসলিলার প্রত্যেকটি উৎস যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। লতা,—লতা, এ হৃদয়হীনতাই কি মানুষের যথার্থ স্বরূপ ?

সুলতা—বৌদিকে পেয়েও এ সন্দেহ জাগ্‌ছে ? চোখের কাছে এমন একটি প্রদীপ থাক্‌তেও চারদিকের ছায়া দেখে বিচলিত হ'চ্ছ কেন ?

বিজন—বিচলিত হচ্ছি—কেন ? যাদের ভালবাসি, ভক্তি করি, একে একে তারা যখন দূর করে দেয়, মনে হয় প্রাণের গ্রন্থিগুলি ছিঁড়ে গেল, শরীর অসাড় হ'য়ে পড়ল, সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা যেন মুহূর্ত্তে কার হিমকরস্পর্শে অবসন্ন হ'য়ে রইল। এ অভিজ্ঞতা যার আছে, সেই শুধু জানে এর ব্যথা।

সুলতা—সবই বুঝি, বিজুদা ; কিন্তু কি করব বল !

বিজন—কিছুই তোমায় ক'রতে হবে না, লতা। শুধু এইটুকু আমায় বলে দাও, অন্য সবাই আমায় যা'ই মনে করুক, তুমি অন্ততঃ তোমার বিজুদাকে প্রাণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না।

সুলতা—ইচ্ছা করলেই দুর ক'রে দিতে পারি, এ খবরটাই বা কোথায় পেলে ? এ নিয়ে যে কত ঝগড়াই করেছ আমার সঙ্গে, সবই ভুলে গিয়েছ ?

বিজন—ভুলিনি,—ভুল্‌বার তা নয় ! কিন্তু কাল যা সত্যি ছিল তোমার আমার জীবনে, আজ যে তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা হ'য়ে যায়নি, তাই বা কে

জানে ? লতা, জীবনের প্রবাহ আমাদের ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে, যদিও একদিন মনে করেছিলাম—। যাক্ সে কথা। আজ তা' স্মরণ করার অধিকার তোমারও নেই, আমারও নেই ! তা বলে তোমার কাছেও যদি একান্তই পর হয়ে যাই, তাই বা কেমন করে সইব, স্লু ?

সুলতা—যে কাজ হাতে নিয়েছ, অনেক কিছু সইতে হবে, এ তো কিছুই নয়। আমার কথা কেন ভাব্ছ ? বাইরের সম্পর্ক দিয়ে আপন পর বিচার ক'রলেই কি সুবিচার হল ? আর সবই মিছে ?

বিজন—ঠিক এই আশাই ক'রেছিলাম, সুলু ! পিসিমা আর তুমি সমস্ত পল্লীর প্রত্যাখ্যাত এ ছু'টি প্রাণীকে আজও প্রাণে প্রাণে অস্বীকার ক'রতে পারছ না, এই দেখে এখনও মাঝে মাঝে ভাবি প্রাণের উৎসমুখে যে পাষাণ চাপান, একদিন-না-একদিন আকস্মিক ভূকম্পে তা গড়িয়ে পড়বে। হয়তো তার চাপে তোমার আমার জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। কিন্তু আমাদের আর্ত্তনাদ হবে প্রকৃতির বিজয়-ভেরী—এ শুধু স্বপ্ন নয়, লতা,—সত্য !

সুলতা—কেমন করে বুঝ্লে ?

বিজন—জানিনা। বর্ষার প্রথম আভাস কোথা দিয়ে কেমন করে নেমে আসে ডাহুকের চেতনায়, তা কি সে জানে ? হয় তো এও তেমনি।

সুলতা—(হাসিয়া) তোমার মত কথাই বটে ! মনে হয় বিগত দিনের কোন একটা কথার প্রতিধ্বনি শুন্ছি।

বিজন—কোন্ কথা সুলু ?

সুলতা—ভুলে গেছ ? সেই ভাল, বিজুদা, সেই ভাল।

বিজন—ভুলিনি, লতা। কিন্তু শৈশবের সে পুতুল খেলা তোমাকেও আজ ভুল্তে হবে, আর আমাকেও। ছু'জনায় মিলে বালুচরে বালুর প্রাসাদ রচনা করেছিলাম ; ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। মুছে ফেলে দাও সেদিনকার স্মৃতিটাকে !

সুলতা—বিজুদা !

বিজন—কেন লতা ?

সুলতা—ভাব্‌ছি, তুমি কি ঠিক সেই বিজুদাই আছ ?

বিজন—তোমার কি মনে হয় ?

সুলতা—তোমার একটা দিক মোটেই বদ্‌লায়নি। জেগে জেগে স্বপ্ন তখনও দেখ্‌তে, আজও দেখ্‌ছ ; স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সেদিনও যেমন মুষড়ে পড়তে, আজও ঠিক তেম্‌নি। কিন্তু এমন করে জীবনটা নিয়ে তোমার হৃদয়কে খেলতে দিলে চল্‌বে না তো। তোমায় শক্ত হতে হবে ; যে পথ বেছে নিয়েছ, সেটা সাধারণের চল্‌তি পথ নয়।

বিজন—পথের প্রারম্ভেই পদতল যার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তার চলার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হ'লে যে প্রেরণা চাই, তোমার কাছে অন্ততঃ তা পাব, এ আশা নিয়েই গাঁয়ের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে চলেছি ; দেখো যেন এতে বঞ্চিত না হই। [চলিয়া যাইতে উদ্যত—সুলতা হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল]

সুলতা—তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার, বিজুদা ?—মনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। কেন আজ সে ঘুম আমার এমনি করে ভেঙ্গে দিলে ? কেন—থাক, আমি এখন যাই—

[দ্রুত প্রস্থান]

বিজন—[একান্তে লতার দিকে চাহিয়া রহিল ; সে অদৃশ্য হইয়া গেলে যাইতে যাইতে] তুমি একাই মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখনি লতা ! তোমার বিজুদা জ্বালামুখীর কি যে দাহ বুকে চেপে রেখে ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে গেয়ে চলেছে, তুমি তা কেমন করে জান্‌বে ?

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

[একখানি ভাঙ্গা কুটীরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনা ; চারিদিকে বাঁশঝাড়, জঙ্গল, ডোবা দেখা যাইতেছে। আরতি ও কয়েকটি প্রায় ন্যাকড়া-পরা গাঁয়ের লোক। আরতির পরিধানে চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ী, সীঁথিতে ঝক্‌ঝকে সিন্দুরের ফোঁটা ; কুটীরের মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া মুমূর্ষু নারীর আর্ত্তনাদ ও ক্ষীণকণ্ঠ শিশুর কান্না শোনা যাইতেছিল]

১ম লোক—ও নোংরা কুঁড়ের মধ্যে কেমন করে যাবে মা ?

আরতি—ঠিক যেমন করে তোমরা—আমার ছেলেমেয়েরা—যাও !

[আরতি ভিতরে যাইতেছিল ; অমলা নাকে কাপড় দিয়া বাহির হইয়া আসিল]

অমলা—ইস্—কি দুর্গন্ধ। কি নোংরা। যেওনা দিদি, ভেতরে যেওনা !

আরতি—[অমলার দিকে কঠোর কটাক্ষপাত করিয়া] অমলা !—ছিঃ—এস আমার সঙ্গে [কুটীরের মধ্যে চলিয়া গেল]

২য় লোক—মেয়েটা বুঝি আর বাঁচল না ; ছেলেটাও বাঁচবে কিনা কে জানে ?

৩য় লোক—মা যখন এলেন, যমের মুখ থেকে হলেও ওদের কেড়ে আন্‌বেন ! আর ভয় নেই। [দ্রুতপদে চীৎকার করিতে করিতে লাঠি ভর করিয়া এক বুড়ীর প্রবেশ]

বুড়ী—ওরে আমার যাদু রে ! তোবে কেমন করে বাঁচাব রে ?

সকলে—কি হল—কি হল, বুড়ী মা ?

বুড়ী—কপালে যা' ছিল তাই হল রে—ওরে আমার যাদু রে ! কাল ব্যারামে ধরেছে রে—ওরে আমার যাদুরে ! [চীৎকার শুনিয়া আরতি একটি রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিল ; কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারও বাহির হইয়া আসিল]

আরতি—কাঁদ্‌ছ কেন, মা ?

বুড়ী—কাঁদ্‌বনা মা ? যাদুকে আমার বাঁচাও মা। দুটো নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে—অন্ধের নড়ি ; বাঁচাও মা।

আরতি—ভয় নেই মা, তুমি বাড়ী যাও। ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গেই যাবেন। আমি একটু পরে আস্‌ছি।

বুড়ী—বেঁচে থাকো মা—চির এয়োতি হও।—ওরে আমার যাদুরে !

[বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল]

আরতি—ডাক্তারবাবু, আপনি ওর বাড়ী যান। পাড়ায় কলেরা লেগেছে ; আরও লোকজন নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে কোথায় কি ব্যবস্থা করার দরকার দেখুন ; এ বিষ যেন কোন রকমেই না ছড়িয়ে পড়ে। [ডাক্তার চলিয়া গেল] বাছারা, ভয় নেই তোমাদের। সবাই বাড়ী যাও আর ডাক্তারের কথামত কাজ কর।

[একে একে সবাই চলিয়া গেল ; অমলা ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল]

বৃদ্ধ—আর ভয় নেই তো মা ?

অমলা—না বাবা, এ যাত্রা বোধ হয় তোমার মেয়ে বেঁচে গেল। [বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল]

বৃদ্ধ—তোমাদের দয়া, মা, তোমাদের দয়া ! মা-মরা মেয়েটা আমার ; কেনা হয়ে রইলাম মা।

আরতি—মেয়ের কাছে যাও বাবা। এ শিশু আজ থেকে শিশুসদনে লালিত হবে ; ওর জন্য তুমি ভেবোনা। যখন ইচ্ছে হয় দেখে আস্‌বে। যাও তবে, ঘরে যাও। [বৃদ্ধ পায়ের ধূলি লইতে গেল] ছিঃ, এ কি করছ ? আমি যে তোমার মেয়ে ! [বৃদ্ধ চলিয়া গেল] অমলা, দেখলি তো ? এই আমার দেশ, রোগে, শোকে, দৈন্যে জর্জ্জরিত, পদে পদে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ; আর এই যে আমার কোলে দেখ্‌ছিস (চুমো খাইয়া)—এই আমার দেশের

ভবিষ্যৎ—জমাট বাঁধা অন্ধকারে আলোকের ক্ষীণ রশ্মি! নোংরা পরিবেশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বলে এ আলোর টুক্‌রোকে ঘৃণা করলে চল্‌বে না; বুকে জড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে; মানুষ করে তুল্‌তে হবে, তবেই না দেশ আমার বাঁচবে! [উভয়ের প্রস্থান; নেপথ্যে কে সারেঙ্গী বাজাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে]

গান

ওমা শ্যামা সর্ব্বনাশী, আজ এত হাসি কেন গো মা,
সন্তান-শোণিতে আজো তৃষা কিলো মিটিল না?
তুই নাকি মা জগন্মাতা জগজ্জনপালিনী
তবে কেন ধ্বংসরূপা নরমুণ্ডমালিনী,
পদতলে শিবে দলি একি খেলা উন্মাদিনী,
এবার নব সৃষ্টি সাধনা কি শ্মশানে মা শবাসনা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভবতারণের বৈঠকখানা ; সন্ধ্যাকাল ; ভবতারণ ও নিরঞ্জন দুই জনে চিন্তাকুল ভাবে বসিয়া আছে ; ভবতারণ গুড়্‌গুড়ি টানিতেছে ; নিরঞ্জন থেলো হুকায় তামাক খাইতেছে। নিকটস্থ পথে লাউড্‌ স্পীকারে জন-কোলাহল শোনা যাইতেছে। সহসা ঐক্যতান বাজিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে ছেলেমেয়েরা গাহিতে লাগিল। ভবতারণ ও নিরঞ্জনের মুখে যুগপৎ বিরক্তি, ঘৃণা ও ক্রোধের সমাবেশ প্রকাশিত হইতে লাগিল]

(১)

আজি গাওরে গাওরে গাওরে সকলে নব সুরে নব গান,
এ জীর্ণ জীবন আবরণ ভেদি জাগাও নবীন প্রাণ।
হের পুরান দিনের চিতার উপরে প্রদীপ জ্বালিছে চন্দ্র,
শোন বসুধার হিয়া রহিয়া রহিয়া জপিছে কি মহামন্ত্র ;
শারদ সাঁঝের আলোকে আজিকে নবীনের অভিযান !
লক্ষ্য মোদের মাতৃপূজা, ধর্ম্ম সত্য উপাসনা,
সত্য মন্ত্র, সত্য তন্ত্র, সত্যই শুধু সাধনা।

নিরঞ্জন—সত্য !—সত্য ! যত সব ভণ্ড, ম্লেচ্ছাচারী !

(২)

আয়রে পতিত আয়রে কাঙাল, লভিবি মায়ের দান,
দ্বার হ'তে তার বারতা এসেছে, মিলিবে তোদের ত্রাণ ;
তোরাও মায়ের সন্তান ওরে, সেই অধিকারে উচ্চ,
সবারি সমান তোদের আসন, নহ দীন, নহ তুচ্ছ,
নহ বিশ্ব-সমাজে অশুচি তোমরা , তোমরা দেশের প্রাণ !
লক্ষ্য মোদের, ইত্যাদি।'

নিরঞ্জন—তা হাড়ী-বাগ্দী অশুচি হবে কেন? অশুচি সব বামুন কায়স্থ;—যত সব জাত-খোয়ানো ছোটলোক!

(৩)

অবগাহি আজ মুক্তি সলিলে গাহিয়া মুক্তি গান,
দাঁড়াবি আসিয়া জননীর কাছে মুক্তি-মন্ত্রে মহীয়ান;
বক্ষে যাদের পাষাণ চাপান, মুক্তি লভিবে তারা,
কোণে কোণে তাই জেগেছে সবাই, পড়েছে তাহারি সাড়া,
মন্দির-দ্বার খুলেছে এবার পূজারীরা পূজা আন্।
লক্ষ্য মোদের, ইত্যাদি।

বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্।

ভবতারণ—[গুড়গুড়িতে জোরে শেষ কয়েকটা টান দিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল] অসহ্য! অসহ্য এই অনাচার! ভবতারণ রায় এখনও জীবিত। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এ মন্দিরের অকালে দ্বারোদ্ঘাটন আর দশমীর নিশান্তে এ হঠকারিতার পরিসমাপ্তি। [সজোরে পায়চারি করিতে লাগিল; বাহির হইতে নিস্তারিণী ও স্বলতার প্রবেশ। তাহারা আসিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন "আসি তবে, রায়দাদা" বলিয়া প্রস্থান করিল]

স্বলতা—দেখ্লে না বাবা, কি চমৎকার সে দৃশ্য! কাতারে কাতারে লোক নিশান হাতে ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তনে মিলিত হয়ে এক স্বরে যখন গেয়ে উঠ্ল ইচ্ছে হয়েছিল তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাই। শুধু কি যেন কোথায় বাধ্ল, পারলাম না। গাইলে অন্যায় হ'ত, পিসিমণি?

নিস্তারিণী—কিছু না, কিছু অন্যায় হত না। গাইতে পারলিনে কেবল ঐ ভাবে গাইতে অভ্যস্ত হস্‌নি বলে।

ভবতারণ—দিদি, তোমারও শেষটায় মাথা খারাপ হল? স্থলু সহজ বুদ্ধিতে অন্যায় মনে করে যে কাজ করতে পারেনি, তাতে তাকে প্ররোচিত করছ? এ তোমার অন্যায়, নিতান্তই অন্যায়।

নিস্তারিণী—কেন অন্যায় আমায় একবার বুঝিয়ে দিবি, তারণ?

ভবতারণ—এ আবার বোঝাতে হয় নাকি? ঐ হাড়ি বাগ্দীগুলোর সঙ্গে ভবতারণ রায়ের কন্যা স্থলু গাইবে গান? তা হলে ভগবান ওকে এ ঘরে জন্ম না দিয়ে ওদের ঘরে জন্ম দিলেন না কেন? এদিকে প্রাক্তন প্রাক্তন কর আর ওদিকে ঐ ছোটলোকদের প্রাক্তন ব্যর্থ করার জন্য তাদেরই সঙ্গে উঠে পড়ে লেগেছ যে দিদি! এ তোমার হল কি?

নিস্তারিণী—মাটি থেকে গাছের শিকড়, আকাশ থেকে তার পাতা রস আহরণ ক'রছে বলেই দেবতার প্রসাদী ফুলও ফুটে উঠ্‌বার সুযোগ পায়; তুইও ভুলে যাচ্ছিস তোদের তথাকথিত ভদ্র-সমাজ গাছের ফুল বই আর কিছুই নয়, আর যাদের ছোটলোক বলিস, তারা গাছের শিকড় আর পাতা। বিজু, বিজুর বৌ, দুজনায় গাঁয়ে যে কাজ সুরু করেছে, তাতে বাধা দিতে যাস্‌নে, তারণ। তাদের এ কল্যাণ প্রচেষ্টায় বাধা দিলে অন্যায় হবে।

ভবতারণ—এ যদি অন্যায় দিদি, তবে অকল্যাণ হল আমাদের চৌদ্দ পুরুষের সংস্কার? আমি তা মেনে নিতে পারবনা, তুমি যাই ভাব। [দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান]

নিস্তারিণী—তোর বাপকে নিয়েই মুস্কিল। যে একরোখা মানুষ, কখন কি করে বস্‌বে! ওকে সাম্‌লাই কি করে?

স্থলতা—লোক সাম্‌লানই যে তোমার কাজ, পিসিমণি। [আঁচল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আরতি দেবীর বহির্বাটি ; সুসজ্জিত বৈঠকখানা দীপালোকে উদ্ভাসিত ; ৺উমাশঙ্কর রায়ের তৈলচিত্র ঘরে ঢুকিতেই চোখে পড়ে। বড় একটা দেওয়াল ঘড়িতে ১০টা বাজিয়াছে ; ফরাসে শ্রান্তভাবে বিজন একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া শুইয়া আছে। আরতি একটা কেদারায় বসিয়া আছে]

আরতি—লোকজন খাওয়ানো প্রায় শেষ ; এখন একবার মাকে দেখে এসো গিয়ে। রামসদয় বল্‌লে ঠাকুরপোকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি কেঁদে ফেল্‌লেন ; তাঁর নাকি কেবলই থেকে থেকে মূর্চ্ছা হচ্ছে ; আর জ্ঞান হলেই তোমাকে দেখতে চাইছেন।

বিজন—তুমিও যাবে আরতি ?

আরতি—কেন যাবো না ? আচ্ছা একটু দাঁড়াও, গা ধুয়ে আস্‌ছি।

[আরতি উঠিল ; রামসদয়ের প্রবেশ]

রামসদয়—ঠাকুরকে দিয়ে বিপুলবাবুর খাবার পাঠিয়ে দিলাম, দিদি ; বলে দিলাম জান্‌তে চাইলে যেন রায়বাড়ীর পিসিমার নাম করে।

আরতি—ঠিক করেছিস্ [আরতি ও রামসদয় অন্দরের দিকে চলিয়া গেল]

বিজন—[উঠিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে] মাকে আর বোধ হয় বাঁচাতে পারলুম না এবার। কিন্তু দায়ী কে ? বিপুল না আমি ?—[৺উমাশঙ্কর রায়ের তৈলচিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই] এ কি ? তোমার দু'চোখে আজ কি দেখছি ? আমায় ভৎ'সনা করছ ? করতেই পার। তুমি তো কাউকে প্রতারণা করনি ; তোমার সবচেয়ে আপন যারা, তারাই একদিন যখন তোমার জীবন মন্থন করে সর্ব্বনাশা বিষ তুলে এনেছিল, নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠ তা পান করেছ ; তবু তো কাউকে প্রতারণা করনি ; ব্যথা পেয়েছই, দাওনি।—আর আমি ?—কে ?

[পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল বিদ্যাবিনোদ গুটিগুটি আসিতেছে] অসীম সৌভাগ্য আমার, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে, আসুন। [পদধূলি গ্রহণ]

বিদ্যাবিনোদ—আস্তে, আস্তে বিজন! দীর্ঘায়ুরস্তু। এখানে এসেছি স্মৃতিরত্নের কাণে একথাটা কোনওরকমে পৌঁছলেই আমি গেছি। তোমার এ পূজার পৌরোহিত্যে প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ বেশী, তাই না এত সব কারসাজি? একি আর আমি বুঝিনে? কিন্তু বুঝেই বা ক'রছি কি?

বিজন—ওরে দুলাল, তামাক দে। বিদ্যাবিনোদ মশায় পায়ের ধূলো যখন একবার দিলেনই, একটু বস্‌তে হবে।

বিদ্যাবিনোদ—ওঁ হোঁ—বসা বিপজ্জনক।—তবে হ্যাঁ, প্রণামীর পরিমাণটা জান্‌তে পারলে—

বিজন—এ সমস্যা যে উঠ্‌বে, আগে তা ভাবিনি, কি পেলে আপনি খুসী হন?

বিদ্যাবিনোদ—অন্ততঃ বিশটি টাকার কমে কি তোমার যোগ্য প্রণামী হয়, বিজন!

বিজন—এবারকার পূজো সর্ব্বসাধারণের; যোগ্যতাও তাদেরই আমার নয়। তবে পূজো সমিতিকে বলে হয় তো ঐ প্রণামীর ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু আপনি কাল দিনের বেলায় একবার না এলে তো হবে না; সমিতি জান্‌তে চাইবে যে কোন্ কোন্ পণ্ডিতের পায়ের ধূলিতে এ পূজাপ্রাঙ্গণ ধন্য হল। [বিদ্যাবিনোদ নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন; অন্যদিক দিয়া স্মৃতিরত্নের প্রবেশ] স্মৃতিরত্ন মশাই, না? আসুন, আসুন! বড়ই সৌভাগ্য আমাদের। [পদধূলি গ্রহণ]

স্মৃতিরত্ন—দীর্ঘায়ুরস্তু! বিদ্যাবিনোদের মত একটি লোক এদিক দিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে চলে গেল না যেন? ঔৎসুক্য হল, জেনে আসি ব্যাপারখানা কি? সমাজের শৃঙ্খলা একবার দেখ্‌লে তো বাবা?

বিজন—শৃঙ্খলা থাক্ বা না থাক্, শৃঙ্খলের ঝনঝনানি যে কিছু কম আছে, তা তো মনে হয় না।

স্মৃতিরত্ন—ঐ ঝনঝনানিই সার; নইলে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী কে, লোকে তা বুঝ্‌তে পারত।

বিজন—বোঝাবার ভার যখন দয়া করে নিজেরা নিয়েছেন, তখন গাঁয়ের লোক যা বোঝে, তার অতিরিক্ত কিছু আশা আমি অন্ততঃ কখনও করিনি।

স্মৃতিরত্ন—আমাদের অবস্থা বড় কঠিন, বাবা, বড় কঠিন। তোমরা গাঁয়ে এসে বড় জোর ছ'মাস একবছর থাকবে; আর এঁরা, বুঝ্‌লে কি না, এই সুদখোর নাস্তিক ভবতারণ রায়, আর সেই গেঁজেল নিরঞ্জন সেন, এরা হল এখানকার চিরকেলে দেবতা! কি শক্তি আমাদের এদের বিমুখ করে গাঁয়ে বাস করব? তা তুমি কিছু ভেবোনা বাবা, ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আমি যখন আছি, তবে কাউকে যেন একথা বলে বসোনা। [যাইতে যাইতে] হ্যাঁ, আর একটা কথা! এখানে এখন অনেকেই আস্‌বে পয়সার লোভে; বিশ্বাস করো না সে সব কপট বন্ধুদের। তোমার ৺পিতৃদেব বুঝ্‌লে কি না, সে মহাপুরুষের নাম করলেও পুণ্যি হয়, আমার সঙ্গে তাঁর খুবই সৌহার্দ্দ ছিল। আমি এসেছি প্রাণের টানে। আজ তবে আসি, বাবা। (কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিল) দেখো, বিজন, তুমি যেন আবার মনে করো না, আমি এসেছি প্রণামীর লোভে। আর খবরদার, কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়!—বিদ্যাবিনোদ এসেছিল বুঝি?

বিজন—বল্‌তে নিষেধ! [স্মৃতিরত্ন চলিয়া গেল] দ্বাপরে অর্জ্জুন দেখেছিলেন ভগবানের বিশ্বরূপ, কলিতে আমি দেখ্‌লাম বাংলার বামুনের বহুরূপ।—[আরতির প্রবেশ] চল এবার। [সহসা কিছুদূরে ভীষণ কোলাহল শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; অগ্নিশিখা দেখা গেল] এ কি? আগুন?—আরতি, তুমি দাঁড়াও; মনে হ'চ্ছে যেন ঠাকুরমশায়ের বাড়ীর দিকে। দেখে আসি। (দ্রুত প্রস্থান) [আরতিও বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল; অন্যদিক দিয়া দ্রুতগতিতে বিপুলের প্রবেশ]

বিপুল—দাদা! দাদা! কৈ, দাদা এখানে নাই তো! [বাড়ীর মধ্যে যাইবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় আরতি ফিরিয়া আসিল]

আরতি—আপনি?—মা কেমন আছেন?

বিপুল—(দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু সম্বরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায়) মাকে আর বাঁচাতে পারলাম না। দাদা কোথায়? কেবলই তাঁকে দেখ্‌তে চাইছেন; পারলাম না বুঝি দেখাতে। দয়া করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন কি?

আরতি—তিনি যে ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছে মনে করে সেইদিকে গেলেন!

বিপুল—মায়ের কাছে পিসীমাকে বসিয়ে রেখে এসেছি; দয়া করে দাদাকে পাঠিয়ে দেবেন। শেষ-দেখা দেখ্‌তে হলে আর দেরী চল্‌বে না। [দ্রুত প্রস্থান; আরতি একান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; তাহার দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন—ধীরে ধীরে অগ্নিশিখার দিকে অগ্রসর হইল; কয়েকজন লোকের প্রবেশ; আরতি তাহাদের কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

১ম লোক—সইবে না ভাই, সইবে না! এমনতর শয়তানি সইবে না!

২য় লোক—গঙ্গাঠাকুরের নাত্‌নির গায়ে হাত?

৩য় লোক—তাঁর ঘরে আগুন?

৪র্থ লোক—তেরাত্রিও যাবে না, তোমরা দেখে নিও!

১ম লোক—মেয়ে নাতো যেন আগুনের টুক্‌রো; জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে, অমন মেয়ের গায়ে হাত যে দিয়েছে!

২য় লোক—মেয়েকে ধরে নেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ঘরে আগুন দিলে কেন?

৩য় লোক—তা আর বুঝ্‌লে না? ঠাকুরকে জব্দ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। রায় মশায় যে রকম দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেল্‌তে পারেন, দেখই না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

আরতি—ঠাকুরমশায়ের বাড়ীতে আগুন, নাত্‌নিকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাইকি ?

সকলে—হ্যাঁ, মা, তাই !

আরতি—বাঁচলো না কি কিছুই ?

১ম লোক—প্রায় সবই পুড়েছে, বাবু এখনো চারিদিকে ঠাকুরমশায়ের নাত্‌নির খোঁজ করাচ্ছেন। [লোকগুলি চলিয়া গেলে আরতি মন্দিরের দিকে যাইতেছিল ; গঙ্গাচরণের প্রবেশ ; চোখে ধ্যানের তন্ময়তা যেন লাগিয়া রহিয়াছে]

গঙ্গাচরণ—মানুষ যখন ভাবে আরতি, সংসারের বাঁধন ক্রমশঃই দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ছে, মুক্তির আশা দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে, অলক্ষিতে তখন স্নেহময়ী মা আমার একদিন সন্তানের হাতপায়ের শিকল খুলে দিয়ে কোলে তুলে নেন। আমার সে বহুদিনের পথ চাওয়া মুক্তিলগ্ন যেন এসেছে আজ !

আরতি—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল যে !

গঙ্গাচরণ—কি হয়েছে মা ? তিনি যে প্রায়ই আসেন সর্ব্বনাশের রূপ ধরে !

[দ্রুতপদে বিজনের প্রবেশ]

বিজন—আপনি এখনও এখানে ? ঘরবাড়ী যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল ; আর—

গঙ্গাচরণ—আর ?—আর কি ?—বল না বিজন !

বিজন—সরলাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

গঙ্গাচরণ—সরলাকে পাওয়া যাচ্ছে না ? আমার ঠাকুরঘর ? তাও পুড়েছে ?

বিজন—তাও বাঁচে নি।

গঙ্গাচরণ—আমার লক্ষ্মীনারায়ণ ?

বিজন—বোধ হয়, লক্ষ্মীনারায়ণও ভস্মসাৎ হয়েছেন !

গঙ্গাচরণ—মা দুর্গা,—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, ইচ্ছাময়ী ! [টলিতে টলিতে বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন ; বিজনও তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলে আরতি বলিল]

আরতি—ঠাকুরপো এসেছিলেন ; মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ ; চল তাঁকে একবার দেখে আসি।

বিজন—চল, আরতি ! থানায় খবর পাঠিয়েছি !—ফলাফল কি হবে কে জানে ? ভীষণ শয়তানি ! [উভয়ের প্রস্থান ; মাণিক মোড়ল ও মামুদ সর্দ্দারের প্রবেশ]

মাণিক—এমন মানুষের উপরেও এমন জুলুম ? ভগবান কখনই সইবেন না !

মামুদ—মোড়ল, ভাল না ! এত গলাবাজি ভাল না, কানে গেলে তুমি আমি রেহাই পাব ?

মাণিক—দাদঠাকুরের উপর এমন জুলুম ? কেমন করে চুপ করে থাকি, সর্দ্দার ?

মামুদ—কি করতে চাও, মোড়ল ? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে চাও, না চাও তোমার ঘরও পুড়ুক ?

মাণিক—দেশটা যে শেষে একেবারে অরাজক হয়ে উঠল !

মামুদ—কানে শুনি রাজা আছেন, যেমন খোদাতাল্লাও আছেন ; রাজাকে চোখে দেখি না, খোদাতাল্লাকেও না। খোদাতাল্লার পাহারাওয়ালা কেমন কড়া জানি না ; রাজার পাহারাওয়ালার চোখের দরজায় যে তালা লাগান, তা খুলতে চাই সোনার চাবি, মোড়ল সোনার চাবি ! তুমি আমি কোথায় পাব ?

মাণিক—তবে কি আমরা কিছুই করতে পারি না ?—আমরাও তো ঘরে আগুন দিতে পারি ; জুলুম-বাজি আমরাও জানি।

মামুদ—বুড়ো হ'য়েছি ; লাঠি ধরলে হাত কাঁপে। কি আর আমরা করতে পারি ? আল্লা ছাড়া কোন গতি নাই আমাদের মোড়ল, কোন গতি নাই !

মাণিক—ঐ যে দাদাঠাকুর আস্‌ছেন !—দেখ্‌লে ছাতি ফেটে যায়।—এমন লোকের উপর এমন জুলুম ? সইবে না, সর্দ্দার, সইবে না। [উভয়ের প্রস্থান ; টলিতে টলিতে দুই মুঠা ছাই হাতে গঙ্গাচরণের প্রবেশ]

গঙ্গাচরণ—পাষাণি, ইচ্ছা তো পূর্ণ হলো? তবে আর কেন মা, আর কেন ফেলে রেখেছিস্? সারাজীবন যার পূজা করে এলাম, তাঁর শেষ পরিচয় কি এই দু'মুঠো ছাই? [দুইহাতে ছাই উড়াইতে উড়াইতে] নেই—কেউ নেই। উঃ—প্রাণ যে যায়!—সরলা, দিদিমণি আমার, ফিরে আয়! আমার যে আর কেউ নেই রে। অন্ধের নড়ি আমার ফিরে আয়! —কেমন করে সে ফিরে আস্‌বে! পাষণ্ডেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, না জানি কি অসহ অত্যাচার করছে! এ কি করলি, মা? ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—দিদিকে আমার ফিরিয়ে দে! [দ্রুত মন্দিরের দিকে প্রস্থান; দু'একজন করিয়া পুলিশ কনষ্টেবল, জমাদার ও দারোগা প্রভৃতিতে বহির্বাটির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল; নেপথ্যে কে গাহিয়া চলিয়াছে। গান প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন সময় আরতি ও বিজন ফিরিয়া আসিল]

গান

আজি ঘন ঘোর আঁধিয়ার ঝটিকা হাঁকে,
দামিনী চমকি চলে মেঘের ফাঁকে।
দেয়া গরজনে গুরু শিশু হিয়া দুরু দুরু,
সভয়ে নয়ন মুদি মায়েরে ডাকে।
শুয়ে আছে মার কোলে, তরাসে গেছে তা ভুলে,
দু'হাতে জড়ায়ে গলা খুঁজিছে মাকে।

বিজন—এর মানে, দারোগা বাবু?

দারোগা—মাফ করবেন, বিজন বাবু। অপ্রিয় কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনার বাড়ী ঘেরাও করতে হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'লাম গঙ্গাঠাকুরের নাত্‌নি আপনার বাড়ীতেই লুকান আছে।

বিজন—অদ্ভুত সংবাদ নিশ্চয়ই। খুঁজে দেখুন। [ভবতারণ, স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ ও নিরঞ্জনের প্রবেশ; মন্দিরের দিক হইতে গঙ্গাচরণের প্রবেশ]

ভবতারণ—প্রণাম ভট্টাচার্য্যি মশায়। ব্রহ্মার গ্রাস থেকে কিছুই রক্ষা পেল না শুন্‌লাম। বড়ই আপশোষের কথা। আরও শুন্‌তে পাই সরলা নাকি আপনার প্রিয় শিষ্য বিজন মিত্রের বাগানেই—

গঙ্গাচারণ—কি বল্লে ভবতারণ? মিছে কথা অনেক বলেছ; কিন্তু সাবধান! বিধাতা কি সইবেন? [অমলা ও বিপিনের প্রবেশ]

ভবতারণ—বিধাতা কি সইবেন, কার্য্যতঃই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আর এতো আমার নিজের মন-গড়া কথা নয়! লোক-মুখে যা শুনেছি তাই বল্‌লাম। আমাকে বিশ্বাস না করেন, দারোগা বাবুকেই একবার প্রশ্ন করে দেখুন না কেন?

বিপিন—দারোগা বাবু? তিনি তো (পকেট দেখাইয়া) "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" [সহসা বাগানের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল; সকলেই সেদিকে যাইতে উদ্যত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সরলার সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া কয়েকজন কনষ্টেবল নিয়া আসিল; গঙ্গাচরণ ভিড় ঠেলিয়া "সরে যা, সরে যা—দিদি বেঁচে আছে তো?" বলিতে বলিতে তাহার মাথা কোলে নিয়া বসিল]

দারোগা—(তাহার নিকটে আসিয়া) অস্থির হবেন না, ঠাকুর মশায়!

গঙ্গাচরণ—লোকগুলি একটু সরিয়ে দিন্ না দারোগা বাবু! দিদি যেন আমার লজ্জায় মরে আছে।

নিরঞ্জন—বিজন মিত্রের বাগানে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল যে!

গঙ্গাচরণ—কে রে? কোন্ পাষণ্ড এ কথা বললে? মা দুর্গা, যদি ব্রাহ্মণ হই, আর তুই যদি সত্যিই থাকিস্, এ মিথ্যাবাদীর জিহ্বা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে খসে পড়ে।

সরলা—[চোখ মেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে] ছিঃ দাদু, মানুষকে এম্‌নি করে অভিসম্পাত করতে হয় ?

গঙ্গাচরণ—মানুষ ? মানুষ কোথায় দিদি ? এ কি মানুষের কথা ?

সরলা—আমায় ঘরে নিয়ে চল, দাদু। [উঠিতে চেষ্টা করিল ; আবার শুইয়া পড়িল ; আরতি ও অমলা খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল ; দু'জনে সরলার কাছে আসিল ; আরতি বলিল]

আরতি —আপনিই বুঝি দারোগা ? এ মেয়েটিকে এখানে এম্‌নি করে কতকগুলি নির্লজ্জ চোখের সাম্‌নে ফেলে রাখ্‌তে একটুও সঙ্কোচ হল না ? নিজের মা বোন নেই ?

দারোগা—মেয়েটির জবানবন্দী ক'রতে হবে।

আরতি—তা করতে হয়, পরে করবেন। মেয়ে আগে সুস্থ হোক্ তো। সরলা, আয় তো ! অমলা ! [সরলাকে সন্তর্পণে উঠাইল ; আরতি ও অমলার কাঁধে ভর করিয়া সরলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল ; বিজন এবং গঙ্গাচরণও তাহাদের অনুসরণ করিল]

দারোগা—[ভবতারণের কাছে আসিয়া] রায় মশায়, এক গুলিতে দুই বাঘ শিকার, আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

ভবতারণ—মানে ?

দারোগা—মানেটা অস্পষ্ট নয়। শুনুন ! [দুজনে এক পার্শ্বে সরিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল ; ভবতারণ হাসিতে হাসিতে আবার অন্য সকলের নিকটে আসিল ; দারোগাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল]

ভবতারণ—তদন্ত সুরু হ'লেই দেখ্‌বেন প্রমাণ আছে কি না। এটাতো ঠিক মেয়েটির উদ্ধার হ'ল বিজন মিত্রের বাগান থেকে। [বিজনের প্রবেশ]

বিজন—কাজেই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হ'ল বিজন মিত্রই অপরাধী ! কি চমৎকার অকাট্য যুক্তি !

দারোগা—(গম্ভীরভাবে) ব্যাপারটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, বিজন বাবু।

সন্দেহ ক্রমে আপনাকে আমার গ্রেপ্তার করতেই হবে। অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য—উপায় নেই!

বিজন—কোন প্রমাণ ছাড়াই গ্রেপ্তার? এমন কি সরলার উক্তিও না নিয়ে?

দারোগা—মেয়েটি আপনার কথা বলবেনা বোঝাই যাচ্ছে।

বিজন—জামিন পেতে পারি, আশা করি।

দারোগা—মাফ্ ক'রবেন। ওটা আমার ক্ষমতার বাইরে। [দুইজন কন্‌ষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা আসিয়া বিজনকে ধরিল] লজ্জার কোন কারণ নেই, বিজন বাবু; কংগ্রেসের কল্যাণে জেল-খানা তো ইদানীং তীর্থস্থান। [নিজের রহস্যপ্রিয়তায় নিজেই হাসিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে বিজন ছাড়া সবাই হাসিল; বিপুল দ্রুতগতিতে আসিতেছিল; বিজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

বিপুল—দাদা!—এ কি?

বিজন—কি আর হবে ভায়া? গাঁয়ের দেবতাদের কৃপায় হাতে লোহার বেড়ি পড়েছে। বেশী কিছু নয়। মায়ের অন্তিমশয্যায় তাঁকে এই সুখবরটা একবার দিয়ে আয় না!

বিপুল—[উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল] দাদা—মা!—মা যে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন!

বিজন—মা! মা চলে গেলেন? [দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল] তা যাবেন বৈ কি, বিপুল? যে সুখে তাঁকে রেখেছিলাম, তুই আর আমি—তাঁর যাওয়াটা বোধ হয় খুবই অসঙ্গত হয়েছে, না রে? দাদার কাছ থেকে মাকে কেড়েই নিলি,—রাখতে পারলি কৈ? [বিপুল বেত্রাহতের মত দুই হাতে মুখ ঢাকিল]—দারোগাবাবু একটু সময় দেবেন? মাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই!—না থাক্, আপনাদের মত জীবের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা? চল্‌বে না। [সহসা হাঁটু গাড়িয়া

বসিয়া মায়ের উদ্দেশে] অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মা!—বিপুল, তুই-ই তাঁর শেষ-কৃত্য করিস্: ভগবানের ইচ্ছাই তাই; আর তাতেই মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। (উঠিয়া) চলুন এবার, কোথায় যেতে হবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[রাস্তার পাশে ভিজা কাপড়ে মায়ের চিতার উপর তুলসী গাছে বিপুল জল দিতেছে; কাছেই নিস্তারিণী ও সুলতা; জল দেওয়া শেষ করিয়া বিপুল বলিল]

বিপুল—দ্যাখো পিসিমা, দুধ-ঘি খেয়ে এ শরীর গড়ে ওঠেনি যে দুধ-ঘি নইলে আমার চলবে না। তোমার পায়ে পড়ি আর ওসব আমায় পাঠিও না।

নিস্তারিণী—দূর পাগল! তা কি হয়? এ গুরুদশায় তবে খাবি কি? শরীর টিকবে কি করে!

বিপুল—খুব টিকবে, পিসিমা! ওসব সাম্নে দেখলেই মনে পড়ে মাকে কোনদিন দুধ-ঘি খাওয়াতে পারিনি; আজ নিজে তা' কেমন করে হজম করব? (চোখের জল মুছিয়া) দাদা সত্যিই ব'লে গেলেন, মাকে তাঁর কাছ থেকে স্বার্থপরের মত ছিনিয়েই নিলাম, রাখতে পারলাম না।

সুলতা—যা হয়ে গেছে, তার জন্যে অনুতাপ করে লাভ নেই, এবার কাপড়টা ছেড়ে এসো, বেলা যে চলে গেল।

বিপুল—(বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া) বেলা চলে গেল কি গেল না, কি আর তাতে এসে যায়? যার জন্য একথা একদিন ভাব্তে হতো, তিনি তো আর নেই?—মা!—[বসিয়া পড়িল] ভাব্ছি পিসিমা, কি করব! দাদার কথাগুলি কেবলই থেকে থেকে আমায় কশাঘাত করছে!

মনে হয়, শুধু মায়ের মৃত্যুই নয়; দাদার গ্রেপ্তারের জন্যও এ হতভাগা দায়ী!

নিস্তারিণী—দাদার গ্রেপ্তারের জন্য তুই দায়ী হতে যাবি কেন?

বিপুল—গাঁয়ের এ দলাদলিতে আমাদের দু' ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি কোন সাহায্যই করে নাই মনে কর? দাদাকে যে মিছে মাম্‌লায় জড়ান হয়েছে, আমার কোন সন্দেহ নেই। যদি কিছু না মনে কর, পিসিমা, এটাও আমি বল্‌ব যে জ্যেঠামশায় এ ষড়যন্ত্রের নায়ক। আমার দায়িত্ব এটুকু যে দাদার কাছ থেকে সরে না দাঁড়ালে এ বিপদে হয়তো তিনি পড়তেন না; পড়লেও তার কতকটা অংশ অন্ততঃ আমি নিতে পারতাম; আর দাদাও, মা বেঁচে থাক্‌লে, অথবা আমি পাশে দাঁড়ালে এমন করে হাজতে চলে যেতেন না।

সুলতা—বাবা বিজুদাকে মিছে মাম্‌লায় জড়িয়েছেন? না, না, বিপুল দা, এ তোমার কল্পনামাত্র।

বিপুল—তুমি কি তা হ'লে এই মনে কর সুলু যে দাদা নিজেই ঠাকুরমশায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাঁর নাত্‌নিকে নিজ বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন?

সুলতা—না, না, তা কেন মনে করতে যাব? সে যে একেবারেই অসম্ভব!

বিপুল—যদি তাই হয়, এ গাঁয়ে এমন কে আছে যে একাজ করতে যাবে? এ শুধু দুঃসাহসিকতা নয়, অমানুষিক অত্যাচার; এর প্রতিকার মানুষের হাতে না থাকলেও আছে সেই অদৃশ্য বিচারকের হাতে, চির-জাগ্রত যাঁর দৃষ্টি! (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিস্তারিণী ও সুলতা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল) পিসিমা, জ্যেঠামশায়ের দেওয়া এ দুধ-ঘি আমার সইবে না, তার চেয়ে যদি বিষ পাঠিয়ে দিতেন—

নিস্তারিণী—ওরে থাম্ থাম্! আর যে সইতে পারছিনে! সুলু, তুই এখন বাড়ী যা মা; আমি আস্‌ছি।

সুলতা—বাবা বিজুদাকে জেলে পাঠালেন ? সত্যি, পিসিমা ?

নিস্তারিণী—(রাগতঃ) তুই যা নারে এখন বাপু ! সত্যি মিথ্যে জানেন ভগবান, আর জানে যারা এ কাজ করেছে !

সুলতা—(যাইতে যাইতে) বাবা শেষটায় বিজুদাকে জেলে পাঠালেন ? (প্রস্থান)

নিস্তারিণী—তোর খাওয়ার জিনিষ তারণের বাড়ী থেকে আসছে না ; এ যে তোর নিজ ঘর থেকেই আস্ছে ! তোর বৌদি—

বিপুল—আমার বৌদি ? (মাথা নত করিল) তুমি সব কথা জাননা পিসিমা ; তাই বলছ !

নিস্তারিণী—এ আবার কি বলছিস্, বিপুল ? তবে কি আরতিকে বিজন বে' করেনি ?

বিপুল—পিসিমা, তুমিও দাদার উপর শেষটায় অবিচার করলে ? তিনি ওরকম নন্ !

নিস্তারিণী—তবে আবার কি করেছে সে যাতে তুই বৌদিকে বৌদি বলতে লজ্জায় মাথা নত করছিস্ !

বিপুল—সে কথা এখন থাক্ পিসিমা !

নিস্তারিণী—জানি না কি রহস্যের ইঙ্গিত তুই করছিস ! বড় ভাইয়ের বিবাহিতা পত্নী হিসাবে একবার নয়, একশোবার বলব সে তোর বৌদি এবং সে দাবীর জোরেই তোর খাওয়ার জিনিষ আরতি পাঠায়। নিজের নাম করে পাঠায় না, কারণ পাঠালে তোর ঘুমন্ত বিদ্রোহ আবার মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠতে পারে !

বিপুল—তাকে যে অপমান করেছি, পিসিমা, তার পরেও আমার কথা সে ভাব্ছে !

নিস্তারিণী—ভাব্ছে বৈ কি ? আর শুধু কি তোর কথাই ভাব্ছে ? এ অঞ্চলে দীন দুঃখী এমন কেই বা আছে যার কথা দিনরাত ঐ মেয়েটি ভাব্ছে না ?

বিপুল—কেউ কেউ এ কথাও বল্‌ছে নাকি যে বিপিন হালদারের স্ত্রীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে ; তাই নাকি তাকে সমাজে চালু করার চেষ্টা হয়েছে !

নিস্তারিণী—বলছেই তো ; আরও দশগুণ বাড়িয়ে হয় তো দুদিন পরে বল্‌বে। কিন্তু বল্‌লেই তাতে কান দিতে হবে না কি ! আর কান দিলেই তাতে বিশ্বাস করতে হবে নাকি ? প্যাঁচার চোখ দিয়ে দিনের আলো যাচাই করতে যাস্‌নে বিপুল !

বিপুল—নিন্দুকের কথায় কান নাই-বা দিলাম, পিসিমা কিন্তু এক নিমেষে কেমন করে ভুলে যাব বাবা দাদা চৌদ্দপুরুষের সংস্কার ?

নিস্তারিণী—ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর। পুরুষানুক্রমে যা চলে আস্‌তে আস্‌তে আমাদের রক্তধারায় মিশে গেল, ভুল্‌তে চাইলেই তা ভোলা যায় না ! তবে এমন সময় আসে যখন সংস্কারের যথাযথ সীমা নির্দ্ধারণ করে নিতে হয় বৈ কি। এর বাঁধান রাস্তা ধরে ততক্ষণই চলা যায় যতক্ষণ চলার প্রয়োজন খাওয়াপরার মতই নিত্য নৈমিত্তিক। রোজ যা ঘটে না, এমন অবস্থায় পড়লে হয় ভেতরকার তাগিদে, নয় বাইরের আঘাতে অভ্যস্ত পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথ কেটে চলতে হয় ; আর তা হয় বলেই মানুষের ইতিহাস এত বিচিত্র !

বিপুল—অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশে সংস্কার থেকে কোন আলোই কি পাইনে, পিসিমা ?

নিস্তারিণী—কেন পাব না, বাবা, যথেষ্ট পাই। কিন্তু ঐ জিনিষটিই আমাদের আঁধার ঘরের একমাত্র আলো নয়। ঝাড়বাতির একটি ছাড়া সব গুলি দীপ নিভিয়ে দিলেই কি নাটমন্দিরের সমগ্র রূপ চোখে পড়ে ?

বিপুল—সমাজের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবনের খণ্ড মূর্ত্তিটাই তো চোখে পড়ে ; সেখানে তার সমগ্র রূপ কেমন করে দেখ্‌ব ?

নিস্তারিণী—ঐ খণ্ড মূর্ত্তি যেখানে জীবনের সমগ্র রূপের প্রতিবিম্ব না হ'য়ে, হয়ে দাঁড়ায় তার বিকৃতি, মানুষের কাছ থেকে যখন সে ঐ সমগ্র রূপকে আড়াল করে রেখে দেয়, তখনই মানুষের সমাজে জীবনের পরাজয়। বিপুল, যেদিন থেকে হিন্দু সমাজ জীবনের এই বিকৃতিকেই সনাতন সত্য মনে করে

জয়মাল্য পরিয়ে দিল, সেদিন থেকেই সুরু হ'ল তার সমাজবিধির সঙ্গে মনুষ্যত্বের লড়াই। এই লড়াইয়ে মনুষ্যত্বের জয় অবশ্যম্ভাবী ; কারণ সে প্রাণবান্, নিজের প্রয়োজনানুসারে সমাজকে ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে নেবে।

বিপুল—পিসিমা, সত্যিই তবে ভুল করেছি ?

নিস্তারিণী—এ প্রশ্নের উত্তর তোর হয়ে আমি দিতে পারিনে, বাবা ! নিজ থেকে যতদিন এ উপলব্ধি তোর না হবে, ততদিন ভুল হলেও তাই তোর কাছে সত্য। যা বল্লাম, নিজের চিন্তাধারা তাতে সায় না দিলে, মেনে নিবি কেন ? আমিই বা মেনে নিতে বল্‌ব কেন ?

বিপুল—আর ভাবতে পারছি না ; মনের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। কেন এমন হল, কে আমায় বলে দেবে ?

নিস্তারিণী—কারও বলে দেবার প্রয়োজন হবে না। লেখাপড়া শিখেছিস্; চিন্তাশক্তিকে একবার সংস্কারমুক্ত করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে দেখিস, দেখতে পাবি মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে তার প্রাণটা অনেক বড় ; পোষাকের চেয়ে নিজের দাম অনেক বেশী। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এম্‌নি যে বিশ্বাসের মাপকাঠিতে তাকে যাচাই করে করে কেবলই খর্ব্ব করে তুলেছি। থামিয়ে দিয়েছি চীনামেয়ের পায়ের মত তার প্রসার এবং পরিণতি !—বিপুল, আমার একটা কথা রাখবি, বাবা ?

বিপুল—তোমার কোন্ কথা রাখিনি, পিসিমা ?

নিস্তারিণী—জোর করে তোকে স্বীকার করাতে চাইনে আরতি তোর বৌদি ! জানি এমন একদিন আস্‌বে যখন আপনা থেকেই তোকে তা স্বীকার করতে হবে। খাঁটি মানুষ প্রায় বড় একটা চোখে পড়ে না ; দৈবক্রমে একটি কাছে এসে পড়লেও, যারা তাকে চিন্‌তে না পেরে পায়ে ঠেলে ফেল্‌তে চায়, দুর্ভাগ্য তাদের অপরিমেয়।

বিপুল—আর যে পারছিনে, পিসিমা, ব্যথার বোঝা যে আর বইতে পারছিনে ! —মা !—(হঠাৎ শুইয়া পড়িল)

নিস্তারিণী—এই দ্যাখ পাগল ছেলের কাণ্ড; কাপড়খানা তো গায়েই শুকিয়ে গেল। এবার চল্ না!

বিপুল—তুমি যাও, পিসিমা। আমায় একটু একা থাক্‌তে দাও। [দুই চোখে অবিরল ধারে জল পড়িতে লাগিল]

নিস্তারিণী—কাঁদিস্‌নে বিপুল; কেঁদে তো আর তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবি নে, বাবা। আয় এখন; আর দেরী করিস্‌নে। আমায় যেন আবার আস্‌তে না হয়।

বিপুল—(অন্যমনস্কভাবে) তুমি যাও, পিসিমা; আমি আস্‌ছি। [নিস্তারিণীর প্রস্থান; বিপুল একমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল; দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা; পথ দিয়া একজন চাষা তামাক খাইতে খাইতে মাণিক মোড়লের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল]

চাষী—তুমি যাই কও না ক্যান্ সর্দ্দার, বিজন বাবুর বৌটিও ঠিক ঐ বিপিন হালদারের বৌ-এর মতই কোন খেমটাওলীর মেয়ে; নইলে বাবু, সেই মেয়েটারে সমাজে ঠাই দেও ক্যান্?

মাণিক—থ্যাখরে, ভাল হবে না বল্‌ছি, বারবার যদি মাকে আমার অমন নোংরা কথা বল্‌বি! ওরে কপাল পোড়ার দল, ক্ষিদের সময় দু'মুঠো ভাতও যখন জোটে না, তখন যিনি ভাত মুখে তুলে দেন্; যাঁর দয়ায় রোগে দাওয়াই মেলে, পরার কাপড় না থাক্‌লে হাত পাত্‌লেই যাঁর কাছে পাস্, তাঁরই এমন কিচ্ছে গাইতে জিভে যে একটুও বাধে না, এ একটা তাজ্জব ব্যাপার! নিমকহারামের জাত কিনা, মা চিন্‌লিনারে, মা চিন্‌লি না। চিন্‌বি তখন, যখন চাইলেও আর পাবি না। মাগো—কাঙ্গালের দয়াময়ী মা আমার—[হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম দুইজনেই চলিয়া গেল; বিপুল তাহাদের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর চলিতে চলিতে]

বিপুল—এত সহজ অথচ বুঝ্‌তে আমার এতদিন লাগ্‌ল? মাণিক তুমিই আমার দীক্ষাগুরু; তোমায় প্রণাম। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ভবতারণ রায়ের বৈঠকখানায় সভা বসিয়াছে ; স্মৃতিরত্ন সভাপতি ; মুণ্ডিতমস্তক বিপুল একদল ছাত্র সহ সভার এক কোণে বসিয়া আছে। ভবতারণ স্মৃতিরত্নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে]

ভবতারণ—আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন সমাজ, শত সহস্র বর্ষের শত সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্বীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রকারগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যবস্থার জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজ আজও সকলের নিকট,—এমন কি পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছ জাতির কাছে পর্য্যন্ত—

অনৈক ছাত্র—(উঠিয়া) যথা,—একজন বলে গেছেন, ভারত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও হাতীর জন্য বিখ্যাত।

দ্বিতীয় ছাত্র—যথা—"গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ"

স্মৃতিরত্ন—আরে চুপ্, চুপ্! আজকাল ছেলেগুলো হ'ল কি ?

কাব্যার্ণব—অমৃতং বালভাষিতম্!

ছাত্রগণ সকলে—Order—Order !

ভবতারণ—কি পর্য্যন্ত বলা হয়েছে ?

প্রথম ছাত্র—আজ্ঞে, 'পর্য্যন্ত' পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় ছাত্র—পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ জাতির কাছে পর্য্যন্ত !

ভবতারণ—হ্যাঁ, ঠিক্—পাশ্চাত্যের কাছে পর্য্যন্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা কি সেই সব সনাতন বিধান, রীতি, নীতি, আচার পদ্ধতি অটুট রাখ্‌তে চান ?

বিপুল ও ছাত্রগণ ব্যতীত সকলে—চাই, অবশ্যই চাই !

ভবতারণ—তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে—

নিরঞ্জন—সভাপতি মহাশয়, সভায় কিঞ্চিৎ তাম্রকূট পানের ব্যবস্থা হইতে পারে কি ?

কাব্যার্ণব—বিরত হও, নিরঞ্জন। (নস্যি গ্রহণ)

ভবতারণ—তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যারা সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, তাদের কি শাস্তি বিধেয় !

নিরঞ্জন—সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় বক্তা এবার সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছেন ; কিন্তু আপনি-ই একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি সভাস্থলে তাম্রকূটের ব্যবস্থা না হইলে ভাবিয়া দেখা কি সুকঠিন। আমার মতে বক্তার অম্বুরী তামাকটা আনাইবার আদেশ হইলে সকলেরই মস্তিষ্কের দরজা একটু তাড়াতাড়ি খুলিত। কি বলেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ?

বিদ্যাবিনোদ—নিরঞ্জন সেন যাহা বলিতেছেন, আমার মতে তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত !

স্মৃতিরত্ন—রায়দাদা, তামাকটা তাহলে আনান হোক !

ভবতারণ—ওরে শম্ভু ! [ডাকিতেই শম্ভুচরণ তামাক নিয়া হাজির হইল ; প্রথমেই স্মৃতিরত্ন হাত বাড়াইয়া হুঁকা নিয়া তাম্রকূট সেবনে রত হইলে সভাস্থলে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল]

প্রথম ছাত্র—নোট করে নে ত' রমেশ, একটা নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আবিষ্কার করেছি—তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকূপের দরজা খোলে !

দ্বিতীয় ছাত্র—কোন কোন স্থলে গাঁজার ধোঁয়ায় আরও তাড়াতাড়ি খোলে না ?

ভবতারণ—সমাজদ্রোহীর শাস্তি বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় ! নয় কি ?

বিপুল ও ছাত্রগণ ব্যতীত সকলে—নিশ্চয়, নিশ্চয় !

ভবতারণ—বর্ত্তমানে যাহাদের সম্বন্ধে এ আলোচনা, স্বয়ং ভগবান মানুষের হাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। একজনের যথাসর্ব্বস্ব অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে ; যাহার পৌরোহিত্য করিবার জন্য সে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়াছিল, ভদ্রমণ্ডলী, তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার বিধবা পৌত্রীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে !

বিপুল—(উত্তেজিতভাবে) মিথ্যা কথা; আমি জোর করে বল্‌তে পারি এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা এবং বক্তা নিজেই বিশেষভাবে তা জানেন।

স্মৃতিরত্ন—ওহে রায়দাদাকে বল্‌তে দাও না কেন! তোমার কথা পরে শোনা যাবে!

দ্বিতীয় ছাত্র—পরে কেন মশাই! এখনই মাষ্টারমশায় বল্‌বেন; বেশী গোল্‌মাল্ করলে স্থবিধা হবে না।

স্মৃতিরত্ন—(নিঃসহায়ভাবে) তবে বল হে, বিপুল, বল!

বিপুল—সমাজের মোহ এতদিন আমায় অন্ধ করে রেখেছিল; আজ চোখ ফুটেছে!

নিরঞ্জন—বৌদির রূপ দেখে ফুট্‌লো না তো!

বিপুল—মনে করেছিলাম এটা ভদ্রলোকের সভা; ভুল হয়েছে দেখ্‌ছি! তবে একটা গাঁজাখোর—

নিরঞ্জন—কি? এত সাহস? আমি গাঁজাখোর? গাঁজা তোর বাপ খায় শালা! হা—যত সব—

বিপুল—মা বাপ তুলে গালি চাষারাই দিয়ে থাকে।

ভবতারণ—তোমার সাহস বড্ড বেড়েছে, বিপুল! আমারই বাড়ী এসে আমারই আমন্ত্রিত ভদ্রলোককে গাঁজাখোর বল্‌ছ?

বিপুল—কথাটা বুঝি মিছে?

নিরঞ্জন—(বিপুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া) আমি গাঁজাখোর, আমি চাষা, না! বলি আর বল্‌বে?—যত সব—[বিপুলকে ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই সে ছাড়াইয়া লইল; নিরঞ্জন আসিয়া আবার জোরে ধাক্কা মারিতেই সভাক্ষেত্রে ভীষণ গোল্‌মালের সৃষ্টি হইল; উত্তেজিত ছাত্রগণ হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহাই নিয়া নিরঞ্জনের দিকে ধাবিত হইল। প্রায় সকলেই পলাইয়া গেল; নিরঞ্জনকে ঠেলিতে ঠেলিতে ও মারিতে

মারিতে ছাত্রগণ বাহিরে লইয়া গেল ; ভবতারণ "শম্ভু, শম্ভু" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে কাব্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ ও স্মৃতিরত্ন ফিরিয়া আসিল ; ভবতারণও আসিল]

ভবতারণ—ছোঁড়াটার এত সাহস !—পিঁপড়ের পাখা হয়েছে, মরবে, আমি কি করব ?—গুরুদাসের বিরুদ্ধে যে ডিক্রি আছে, জারি দিলেই তো ভদ্রাসনখানা যাবে ; স্কুলের মাষ্টারি, তাওতো আমারই হাতে ! তবু তোর এত সাহস ? এঁ্যা !

কাব্যার্ণব—বিদ্যামন্দিরে ঈদৃশ দুষ্টপ্রকৃতি শিক্ষকের অবস্থিতি আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

স্মৃতিরত্ন—ওখানকার চাকুরী গেলে চাঁদ কি করেন দেখা যাবে !

বিদ্যাবিনোদ—কি আর দেখা যাবে ? বিপুল শিক্ষক হিসাবে বেশ ভাল। বাইরের থেকে টাকা দিয়ে ওরা লোক আনছে ; বিপুলকে পেলে লুফে নেবে।

ভবতারণ—ও স্কুলে ছেলে পড়তে যাতে না যায়, তার ব্যবস্থা করব !

বিদ্যাবিনোদ—গাঁয়ের চাষাভূষো ওদিকে আগেই ভিড়ে পড়েছে ; বামুন ভদ্রলোকও যে গোপনে ভিড়বার চেষ্টায় না আছে তা নয়। বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখবে সেখানে, আমরা এ সুযোগ না দিতে পারলে ওখানে ছেলে সব সময়েই থাকবে।

স্মৃতিরত্ন—এ সমাজ তবে রাখবে কি করে রায়দাদা ? হায়, হায়, হায় ঋষিদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব এমনি গেল।

ভবতারণ—ভয় কি ? ভগবান আছেন ; তাই খাঁটি হিন্দু যারা তাদের কোন ভয় নেই ; হিন্দুর ভগবান হিন্দুকে রাখবেনই। [রুক্ষ কেশ মলিন বেশ গঙ্গাচরণের প্রবেশ]

গঙ্গাচরণ—তবে আর এত সভা-সমিতির প্রয়োজন কি ভবতারণ ? সেই হিন্দুর একচোখো ভগবানের উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না

কেন? আর যদি সেই ভগবানটির সঙ্গে কোন কালে সাক্ষাৎকার হয় তোমাদের, তাঁকে প্রশ্ন করে দেখো তো তোমাদের মত নেতার হাতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে বেশ আরামে ঘুম দিচ্ছেন, না ভাবছেন তোমাদের দিয়ে তাঁর কাজ সুবিধামত চল্‌ছে না বলে শীঘ্রই তোমাদের জবাব দেবেন?

স্মৃতিরত্ন—কথাটা যে ক্রমশঃই অবোধ্য হয়ে আসছে?

গঙ্গাচরণ—তা আর আসবে না ভায়া? যক্ষ্মারোগী কি কখনও বুঝতে পারে, না বুঝতে চায় তার দিন ফুরিয়ে এসেছে? তা যাই হোক্, আমাকে একঘরে করার জন্য যে সভা জমিয়েছ তার ফলাফলটা আমায় জানিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম।

ভবতারণ—এতদঞ্চলে আজ হতে আপনি একঘরে।

গঙ্গাচরণ—ঘরই যার নেই, তাকে একঘরে করার প্রাণপণ চেষ্টা যে তোমাদের ব্যর্থ হয়নি, শুনে সুখীই হ'লাম। [হঠাৎ দূরে নদীর ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল] শুন্‌লে? জমিদার, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সবাই শুন্‌লে তো? ঐ আস্‌ছে—কালের প্রবাহের মত যমুনা নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আস্‌ছে তোমাদেরও ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। একটা দীন দুঃখী ব্রাহ্মণের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে নিরাশ্রয় করে ভেবেছিলে ধর্ম্মের ধ্বজা উঁচিয়ে তুল্‌লে, সমাজের সনাতন প্রথা বজায় রেখে নিজেদের ঘরের ভিত্তি পাকা করে নিলে। আস্‌ছে, ভাই, ঐ ঘর ভাঙ্গানো ঘুম ভাঙ্গানো গান গেয়ে যমুনা আস্‌ছে,—পৃথিবীর পুরান মাটি ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে গৃহহারা নিরাশ্রয় ক'রে তার জীর্ণ সভ্যতা নূতন মাটিতে নূতন করে গড়ে তুল্‌তে রণরঙ্গিণী ঐ ধেয়ে আস্‌ছে। শুন্‌ছ না তার চরণ-ধ্বনি? ঐ-ঐ-ঐ! [অশ্রান্ত ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল : গঙ্গাচরণ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল]

ভবতারণ—উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ নাকি?

কাব্যার্ণব—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

স্মৃতিরত্ন—ধার্ম্মিক বলে যে দারুণ অভিমান ছিল, এতদিনে তা ভাঙ্গল।

[নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী—যারা তাঁর পায়ের ধূলিরও যোগ্য নয়, তাদের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। ওরে ভবতারণ, তোর বাড়ীতে যে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে আজকাল! কেন এসব বিটুলে বামুনদের আদর করে ডেকে আনিস? এরা যে তোর সর্ব্বনাশ করছে, বুঝতে পারিস না কেন?

ভবতারণ—তুমি যে কাকে কি বল দিদি? এখন বাড়ীর মধ্যে যাও, আমার কাজ আছে এদের সঙ্গে।

নিস্তারিণী—কাজ যে কি আমার অজানা নেই। বিজুকে তোরাই সবাই মিলে জেলে পাঠালি, একথা আজ বলছে না কে? আজ বিপুলকেও মেরে তাড়ালি। ৺গুরুদাস যে তোকে বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশী সম্মান করত; এমনি করে তার স্মৃতির অপমান করলি? ছিঃ, ভবতারণ, তুই হলি কি? পণ্ডিত মশাইদেরও বল্‌ছি, আপনাদের কি আর কোন কাজকর্ম্ম নেই? পরের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন; নিজেদেরটা দেখ্‌তে গেলে যে এক একখানা মহাভারত হয়ে ওঠে। আর যদিই বা এ অভাগা সমাজের জন্য ভেবে ভেবে আপনাদের ঘুম হয় না, এ বাড়ীতে কেন? আর কি কোথাও জায়গা মেলে না?

স্মৃতিরত্ন—এবার উঠতেই হ'ল রায়দাদা! নিস্তারদিদির যে রণচণ্ডী মূর্ত্তি! তুমি ডেকেছিলে বলেই না এসেছিলাম! চল হে চল, কাব্যার্ণব, বিদ্যা-বিনোদ! [স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব ও বিদ্যাবিনোদের প্রস্থান]

ভবতারণ—এম্‌নি ক'রে এঁদের অপমান ক'র্‌লে দিদি!

নিস্তারিণী—সত্যি কথা বল্‌লেই যদি অপমান করা হয়, বেশ ক'রেছি! এরা যে তোর ঘাড়ে শনি ঠাকুরের মত চেপে বসে আছে! আমি থাক্‌তে কিছুতেই আর এ বাড়ীতে এ সব হতে দিচ্ছিনে, মনে থ'কে যেন!

ভবতারণ—(ক্রুদ্ধভাবে) তুমি হতে দেওয়া না দেওয়ার কে? আমার বাড়ী, যাকে ইচ্ছা ডাক্‌ব, যা ইচ্ছা হয় কর্‌ব! তোমার তাতে কি? ভুলে যাচ্ছ দিদি, এ বাড়ী আমার! [নিস্তারিণী বজ্রাহতের মত একদৃষ্টিতে ভবতারণের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল; দেখিয়া ভবতারণ কথঞ্চিৎ নিম্নস্বরে বলিল] বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে; গাঁয়ের লোক আজ বল্‌বে কি? দেশে যা কিছু প্রতিপত্তি আছে, সবই শেষে তোমার জন্য বিসর্জ্জন দিতে হবে নাকি?

নিস্তারিণী—তা কেন দিবি, তারণ!—আমারই ভুল হয়েছে; মানুষের এম্‌নি ভোলা মন যে যা' তার নিজের নয়, তাকেই একদিন সে হঠাৎ সবচেয়ে পরম আপনার বলে আঁকড়ে ধরে! ভালই হল; আমার একটা মস্ত ভুল আজ ভাঙ্গলো! [আঁচল হইতে চাবি খুলিল]

ভবতারণ—রাগ ক'র্‌লে দিদি!

নিস্তারিণী—[ভবতারণের হাতে চাবি দিয়া] তোর উপর রাগ করার শক্তি ভগবান আমায় দিয়েছেন কৈ! এসব দেখাশোনার সময় সত্যিই এখন আমার কোথায়? একবার পরকালের কথাও ভাবতে হয় যে!

ভবতারণ—কিন্তু দিদি একবার ভেবে দেখো তো যাঁরা আমারই নিমন্ত্রণে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলি দিয়েছিলেন তাঁদের এম্‌নি করে তাড়িয়ে দেওয়াতে কি বদ্‌নাম আমার র'টে যাবে!

নিস্তারিণী—আমারই অন্যায় হয়েছে; ওদের গালমন্দ দিয়েছি ব'লে নয়; যা' ব'লেছি তার দশগুণ কটু ব'ল্‌লেও হত না। তবে অন্যায় আমার এ কথাটা ভুলে যাওয়া যে এ বাড়ী আমার নয়!

ভবতারণ—আমার হ'লেই যে তোমার দিদি!

নিস্তারিণী—তোমার হলেই আমার একদিন মনে ক'রতাম বটে! তখন ঐ ভুলটাকেই যদি জীবনে সব চেয়ে বড় সত্য বলে মেনে না নিতাম তো

বাপ-মা-হারা ভাইটিকে মানুষ ক'র্তাম কি ক'রে? বাঁচতাম কি নিয়ে? সে প্রয়োজন যে শেষ হয়ে গেছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে হয়তো কোনদিনও চোখে প'ড়ত না; এমনি অভ্যাস! তারণ, কাল আমি কাশী যাব।

ভবতারণ—তা দেখা যাবে এখন। তোমরা আর আমায় শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না। [প্রস্থান]

নিস্তারিণী—শান্তি! কেমন ক'রে পাবি ভাই? মনটাকে সে ভাবে গ'ড়ে তুলতে পার্‌লি কৈ। [প্রস্থানোদ্যত; ব্যস্তসমস্তভাবে সুলতার প্রবেশ]

সুলতা—পিসিমা!

নিস্তারিণী—কেন সুলু?

সুলতা—আড়াল থেকে সবই শুনেছি। তুমি নাকি কাশী যাবে?

নিস্তারিণী—অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল।

সুলতা—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

নিস্তারিণী—সে কি মা! তারণকে তবে কে দেখবে?

সুলতা—আমায় তবে তুমি কার কাছে রেখে যেতে চাও?

নিস্তারিণী—কেন? তারণ?

সুলতা—বেশ ভালই জান পিসিমা, বাবার কাছে আমায় রেখে যেতে পারলে অনেক আগেই কাশী চলে যেতে। যাওনি যে তার একমাত্র কারণ আমি—আমি—আমি আর কেউ নয়! মা নেই কোনদিন তা বুঝতে দাওনি। আজ আমায় এমন করে ফেলে চলে যাবে? পিসিমা, তুমি তো নিষ্ঠুর নও! (জড়াইয়া ধরিল)

নিস্তারিনী—[অশ্রুসিক্ত চোখে সুলতাকে কোলে টানিয়া] এম্‌নি করেই গেল আমার ইহকাল পরকাল!

সুলতা—যাবে না তোমার কোন কাল, পিসিমণি, ইহকালও নয় পরকালও নয়! তোমার কাছেই শুনেছিলাম মনকে যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্ববশে এনে

ভগবানে কেন্দ্রীভূত ক'রতে পারে, তখন তার ইহকাল পরকাল থাকে না ; কালের স্রোত তার কাছে এসে থেমে যায়। শিখিয়ে দাও পিসিমা, কেমন করে সে স্রোতটা আমার প্রাণের কাছে হার মেনে যাবে !

পঞ্চম দৃশ্য

[৺গুরুদাস মিত্রের ভদ্রাসন : বিপুল, ভবতারণ, নিরঞ্জন, আদালতের পেয়াদা]

নিরঞ্জন—কিহে বাপু, এখন যে বড় চুপ ! ওহে পিয়ন, ভাঙ্গ ঘর, মার লাথি। [ঘরের দরজায় লাথি মারিল]—যত সব—

বিপুল—লাথি দেবেন না বল্‌ছি। আপনার কাছে এ কুঁড়েখানা কাঠখড়ের সমষ্টি হলেও আমার বাপমায়ের স্মৃতি এতে জড়ান। তুমি একটু অপেক্ষা কর পিয়ন। বাবা ও মায়ের ছবি দু'খানা বের করে আনি ; তারপরে যা' ইচ্ছা হয় কর। [ঘরের মধ্যে প্রবেশ ; বামসদয়কে নিয়া আরতির প্রবেশ]

আরতি—এ বাড়ীর দখল দিচ্ছ কাকে ?

পিওন—আজ্ঞে এঁকে (ভবতারণকে দেখাইয়া দিল)

আরতি—অন্যের ভদ্রাসন আত্মসাৎ করে আপনার লাভ ? নিজ বাড়ীতে তো আপনার স্থানাভাব নেই !

ভবতারণ—এতে আমার লাভ কি লোকসান সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি : দখল নিতে এসেছি—দখল নেব।

নিরঞ্জন—আলবৎ নেব, একশোবার নেব।—যত সব—

আরতি—আদালতের নির্দ্দেশ আপনার অনুকূলে ; তাই আপনার কাছে এটুকু অনুগ্রহ চাইছি যে আপনার দাবীর অতিরিক্ত কিছু টাকা নিয়ে এ বাড়ীখানা মুক্ত করে দিন। আমার ৺শ্বশুর মহাশয়ের স্মৃতি হিসেবে

আমার কাছে এ ভদ্রাসন অমূল্য। আশা করি আমার এ অনুরোধ খুব অসঙ্গত নয়।

ভবতারণ—নিশ্চয়ই অসঙ্গত! চাঁদ, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেখব কোথায় গিয়ে দাঁড়াও।

আরতি—(স্মিত মুখে) যে ধরণের একগুঁয়ে লোক উনি কিছুটা শিক্ষা হওয়া ওর ভালই।

নিরঞ্জন—এবার ভাল রকমেই হবে। ঘর ভাঙ্গো না কেন?—যত সব—

আরতি—অপেক্ষা কর পিওন। এ ঘর তোমায় ভাঙ্গতে হবে না।

নিরঞ্জন—অপেক্ষা কিসের, কার জন্য? আদালতের পিওন তুমি, আদালতের হুকুম তামিল কর। কার ভয়ে থেমে আছ?—যত সব—

পিয়ন—আজ্ঞে, ভয় কারও নেই। তবে মা যা বলছেন, তা ভাল কথাই। তাই দেখছি।

নিরঞ্জন—ভালমন্দ ভাববার ভার তোমার উপর বর্ত্তায়নি, পিওন। মার লাথি! —যত সব—

আরতি—রামসদয়, ওকে থামাতো! ওর এ প্রচণ্ড লাথি এ কুঁড়েখানা সইবে কেন? [রামসদয় নিরঞ্জনকে আগুলিয়া দাঁড়াইল; বিপুল দুখানা মাঝারি রকমের ফটো ও একঝুড়ি বাসন প্রভৃতি নিয়া বাহির হইয়া আসিল;]

ভবতারণ—কি হে বিপুল, মতলবখানা কি? মা বেঁচে থাকতে তো ভাইকে ভাই-এর বৌকে পাত্তাই দিলে না, পৃথক করে রাখলে। ভাই জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদির সঙ্গে জুটলে।

বিপুল—যা তা ইঙ্গিত করবেন না, জ্যেঠামশায়। গুরুজন আপনি, কিন্তু জিহ্বা সংযত না করলে আপনার সম্মান রক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

নিরঞ্জন—রায়দাদাকে ভয় দেখাচ্ছ? এত সাহস? এ্যাঁ?—যতসব—

ভবতারণ—পিওন, দেরী করছ কেন? তোমার কাজ কর।

আরতি—আপনার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, আপনি অতিরিক্ত যদি কিছু চান, তাও দিচ্ছি; তবুও বাড়ীটি আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে।

ভবতারণ—ও সব আব্দার শোনবার সময় নেই। লেঠেলদের একবার খবর দাও তো নিরঞ্জন! এ ঘর ভেঙ্গে মাটি চষে সরষে বুনে দেওয়াব, তবেই না আমার নাম ভবতারণ রায়?

আরতি—সরষে বোনাটা না হয় আমার হাতেই ছেড়ে দিন; লোকজন আমার সঙ্গেও নিতান্ত কম নেই। আপাততঃ তারা লাঙ্গল নিয়ে আসেনি; লাঠি নিয়েই এসেছে; দরকার মত চালাতেও পারবে। রামসদয়, এ বাবুকে কোথাও যেতে দিসনে! আর ভীম সিংকে বল্ তার সব সাকরেদ নিয়ে কাছেই তৈরী হয়ে থাক্। [রামসদয় নিরঞ্জনকে ধরিয়া লইয়া চলিল; নিরঞ্জন হাত ছাড়াইতে না পারিয়া চেঁচাইতে লাগিল; স্বলতার প্রবেশ]

স্বলতা—বাবা!

ভবতারণ—এ কি? লতা! তুই এখানে কেন মা?

স্বলতা—তুমি নাকি এ বাড়ী থেকে বিপুলদাকে তাড়াতে চলেছ? লাঠিয়াল দিয়ে এর ভিটে মাটি চষে ফেলতে চাও?

ভবতারণ—এঁ্যা? না—কই? কে বল্লে তোকে?

স্বলতা—যেই বলুক না কেন, সত্যি?

ভবতারণ—বিপুল বড় বেড়ে উঠেছে মা, বাড়ী চড়াও করে আমায় অপমান করেছে; তার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

স্বলতা—তাই মিত্রকাকার বন্ধুত্বের স্মৃতি পায়ে দলে হালের ফলকে তাঁর চিতাটা চিরে দেখাতে হবে তাঁর শেষ অনুরোধ তুমি রেখেছ? বাবা, ভুলে গেলে নাকি যে এ বাড়ী আমার? আমায় তুমি দান করবে বলেছিলে?

ভবতারণ—তা আর হল কৈ মা?

সুলতা—যা হল না তার জন্যে তোমায় দায়ী কেউ করছে না ; কিন্তু যা হতে পারে সে প্রতিশ্রুতি তোমায় ভাঙতে দেব না কিছুতেই। বাবা তোমার সর্ব্বহারা অভাগিনী তোমার কাছে আজ সে পুরান দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে।

ভবতারণ—অদেয় তোকে কিছুই নেই, মা। দুঃখ রইল দেওয়ার মত কিছুই দিতে পারলুম না। থাক তবে, তোর কথাই থাক। পিওন, এ বাড়ীর দখল আমি চাই না। লিখে দাও আমার সমস্ত পাওনা বুঝে পেয়ে এ বাড়ী আমি ছেড়ে দিলাম।

পিওন—সাক্ষী ?

ভবতারণ—(অন্যমনস্কভাবে) সাক্ষী ? সাক্ষী ভগবান! লতা, আমি যাই! আমার পা কাঁপছে ; মাথা ঘুরছে, বুক দুরুদুরু করছে। মনে হয়, পৃথিবীটা পায়ের নীচে দুলছে। [টলিতে টলিতে প্রস্থান]

পিওন—আসি তবে মা ! [নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল]

বিপুল—ভাল করলে না, লতা। জ্যেঠামশায় এ আঘাত সইতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

সুলতা—পারবেন বিপুলদা! বাবা তো চিরদিন এমন ছিলেন না। পুরোন মানুষটি তার স্নেহের মধ্যে আজ জেগে উঠেছে : আমি তাঁকে প্রকাণ্ড একটা অধর্ম্মের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

বিপুল—আমায়ও যদি এমনি করেই কেউ বাঁচিয়ে দিত যখন রাস্তার মোড়ে ভুল পথটাই বেছে নিয়েছিলাম।

সুলতা—সে কি ? তুমিও আবার ভুল কর নাকি ? আর ভুল করলেও স্বীকার কর ?

বিপুল—সত্যি, একদিন নিজকে অভ্রান্ত বলে মনে করতাম। সে দিন আর নেই। অদৃষ্টের চাকাটার তলায় পড়ে দৃষ্টি যেন ফিরে পেয়েছি ; বুঝেছি, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব চেয়ে বড় মানুষের প্রাণ। তার পূর্ণ বিকাশ

যেখানে বাধা পেয়েছে, তাকে ইন্ধনের মত জ্বালিয়ে মানুষের সজ্ঞ শক্তি যেখানে কাজ করতে চেয়েছে, সেখানেই হয় তাপের অভাবে তার চলা বন্ধ হয়েছে, অথবা অতিরিক্ত উত্তাপেতে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

সুলতা—দার্শনিক চোখটা তো খুল্‌লো এতদিন; তবু খুড়িমা বেঁচে থাকতে খুল্‌লো না। ধর্ম্ম আর সমাজ নিয়ে কি মহামারী কাণ্ডটাই না করলে? এখন এস তবে বৌদিকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।

আরতি—কিসের ক্ষমা, বোন?

বিপুল—অপরাধ আমার অনেক।

আরতি—তার জবাবদিহি না হয় পরেই করবেন। বর্ত্তমানে আমারই একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।

বিপুল—সে কি?

আরতি—৺উমাচরণ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের কথা হয় তো শুনেছেন; তার সম্পূর্ণ ভার আপনাকে নিতে হবে।

বিপুল—শুধু এই? এ তো আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত লাভ! বেকার বসে আছি; ভাবছিলাম দেশ ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু, আপনি কেন আমার জন্য এতটা করছেন?

আরতি—বিদ্যাপীঠের জন্যই করছি; আপনার জন্য করতে যাব, এ স্পর্দ্ধা আমার আজও হয় নি।

বিপুল—একদিন আপনার কাছে যে অপরাধ করেছি, আজ তার ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

আরতি—অনুতাপ কেন, বিপুলবাবু! যারা মানুষ বলে কোথাও গণ্য হয় না, তাদের পক্ষ সমর্থন করার অপরাধে আমায় বৌদি বলে মেনে নিতে পারেননি, তাতে ব্যথা পাইনি বল্‌লে মিছে বলা হবে; তবে তা আমার ন্যায্য পাওনা নয় কি? অমলা জন্মেছিল এক নর্দ্দমায়, যেখান দিয়ে সমাজের আবর্জ্জনার স্তূপ অহরহ বেরিয়ে যাচ্ছে; সেখান থেকে

সমাজের মানুষ তার কাদামাখা পা দুখানি ধুয়ে সমাজে ফিরে আসে; পাঁকের জীব পাঁকেই পড়ে থাকে। তারপর সমাজের প্রকাণ্ড বিচার সভায় ধার্ম্মিকের দল সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে উচ্চকণ্ঠে তাদের বুঝিয়ে দেয়, দুর্ব্বল তারা, পাপী তারা, স্থান তাদের ঐ পূতিগন্ধ নরকেই। বাবার কাছে সে শিক্ষা পেয়েছি, তারই জোরে এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ!

স্থলতা—যারা অভাগীদের লজ্জার পঙ্কতিলক মুছিয়ে দিতে চায়, আর তোমারই মত শিক্ষিতও তাদের সহযোগিতা না করে নিপীড়ন করতে ছাড়ে না। এই তো সমাজ! পারো যদি একে চুরমার করে দাও; না পারো চুপ করে থাকো। মহৎ যারা, লোকমতের মুখাপেক্ষী না হয়ে যারা সোজা পথে চলে যায় তাদের সঙ্গে লাগ্‌তে যেও না।

বিপুল—সব তিরস্কার মাথা পেতে নিলাম, স্থলতা। বৌদি, তোমার এ দাম্ভিক ভাইটিকে ক্ষমা করো। আমি যে আজ একান্ত নিঃস্ব, পথের কাঙ্গাল।

স্থলতা—নিজের দোষে কাঙ্গাল হয়েছো; পল্লীর সবাই একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে দু'হাতে কুড়িয়ে রাজা হ'য়ে গেল যে? গাঁয়ের দিকে চেয়ে দেখেছ? কি ছিল আর কি হয়েছে?

বিপুল—ঘুমন্ত আজ জেগেছে।

আরতি—জাগেনি; জাগ্‌তে স্থরু করেছে মাত্র! এ জাগরণ সম্পূর্ণ করতে হলে অনেক কর্ম্মী চাই।

বিপুল—এ নিষ্কর্ম্মাকে দিয়ে যদি কোন কাজ হয় মনে কর, তবে ভর্ত্তি করে নাও কর্ম্মীর দলে।

আরতি—বাঁচালে আমায় ভাই!—বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম কেমন করে এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখি!

বিপুল—তা হ'লে আমায় ক্ষমা করেছ, বৌদি?

আরতি—আপাততঃ ওটা মুলতুবী রইল ; কাজ দেখে বোঝা যাবে এখন ! বিপিনবাবুকে দিয়ে এ বাড়ীটা আমাদের সকলের থাক্‌বার উপযোগী করে নাও যত শীগ্‌গির পার ; তোমার দাদার ইচ্ছা ঐ বাড়ীটা স্কুল প্রভৃতির জন্য একেবারে ছেড়ে দেন্‌।

বিপুল—বেশ তো ! দেখ্‌ছি কি করা যায় ! [প্রস্থান]

সুলতা—বৌদি, তোমার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছি ; দেবে ?

আরতি—(জড়াইয়া ধরিল) দীক্ষা ! আমার কাছে ?

সুলতা—হ্যাঁ, তোমারই কাছে, তোমারই ব্রতে।

আরতি—সত্যি ? এ যে স্বপ্নাতীত !—এতো আমারই পরম সৌভাগ্য বোন্‌ !

সুলতা—তোমার সৌভাগ্য কি না জানি না ; তোমার বিরাট কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিজের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করতে চাইছি নিজেরই জন্য !—তুমি দেবী, তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। গোড়ায় ভাব্‌লাম কাশী চলে যাব; পারলাম না, কোথায় যেন বাধ্‌ল। পিসিমা যেতে চাইলেন, তাঁকেও বাধা দিলাম নিজেরই জন্য। তাঁর সঙ্গ, তাঁর প্রাণঢালা স্নেহ আমার অমূল্য পাথেয়।

আরতি—জ্যেঠামশায় কি তোমায় এতে যোগ দিতে অনুমতি দিবেন ?

সুলতা—সে দায়িত্ব আমার। তুমি আমায় চালিয়ে নিও শুধু। কখনও যদি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি, আমায় স্মরণ করিয়ে দিও, আমার জীবনের একমাত্র ব্রত সেবা ; ভোগের প্রলোভন আমার জন্য নয়।

আরতি—তোমার দাদা—

সুলতা—বিজুদা ? তিনি সুখী হবেন বৈ কি ? তবে বৌদি, আমাদের দুজনকেই তুমি ঠিক পথে চালিয়ে নিও। যদি নাই পার, ক্ষতি তোমারই !

আরতি—(হাসিয়া) সে ভয় আমার নেই বোন্! এবার তবে চল, দুজনে মিলে পিসিমা আর জ্যেঠামশায়কে প্রণাম করে আসি। [হস্ত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম] আর প্রণাম করছি, তোমায়, বাবা! একদিন বলেছিলে সব সমাজেই মানুষ মাত্রেই পরস্পর এমনভাবে জড়িত যে কেউ পারে না নিজের ক্ষতি না করে অন্যের ক্ষতি করতে; কেউ পারে না নিজেকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও না তুলে। "যারা তোদের ছাড়্বে তাদের তোরা ছাড়িস্ নে; যে আস্বে শত্রুভাবে তাদের করে নিবি আপন।" এই ছিল তোমার নির্দ্দেশ! বাবা, আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার এ নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গঙ্গাচরণের বাড়ীর প্রাঙ্গণ ; গঙ্গাচরণ ও বিজন মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। গঙ্গাচরণের ভস্মীভূত কুটিরগুলির মধ্যে মাত্র ২খানা নূতন করিয়া তোলা হইয়াছে। যমুনার তটভূমি ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ কানে আসিতেছে]

বিজন—এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ যাই হোক্, আপনি এখন গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন কেন ? যারা একদিন আপনাকে একঘরে করে রেখেছিল, তারাই যে এখন আপনাকে গাঁয়ে রাখ্‌তে উৎসুক ! আর সরলা কি আপনাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে ?

গঙ্গাচরণ—ডাক এসেছে, বিজন, তাই চলেছি। আজ না হয় কাল, কাল না হয় দুদিন পরে যেতে তো হবেই ; সরলা তার স্নেহের জোরে ক'দিন আর বেঁধে রাখ্‌বে ? শিশু-সদনের কর্ম্মে সে নিজেকে যেভাবে উৎসর্গ ক'রেছে, তাতে এইটুকু বুঝেছি যে দয়াময় তার একটা অবলম্বন করে দিলেন। তোমরাই ওকে দেখ্‌বে। ওর সম্বন্ধে কোন ভাবনাই আর আমার রইল না। গাঁয়ের লোকের শত্রুতা ও মৈত্রীর কথা যে বল্‌ছ, আমার কাছে দুই-ই সমান। একঘরে করে রেখে ব্যথা দেবে মনে করেছিল ; জান্‌ত না যে ঘরের মধ্যে আত্মার কবর দিলে যে বিষের সঞ্চার হয়, একঘরে করে তার থেকে মুক্তিই তারা আমায় দিয়েছিল। তাদের আঘাত আমার বাঁধন ছিঁড়েছে, এজন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ! সে বাঁধনে আর আমায় জড়াতে চেয়ো না, বাবা, আমায় যেতেই হবে !

বিজন—যে কাজ আরম্ভ করেছি, আশীর্ব্বাদ করুন শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তা' যেন সুসম্পন্ন ক'র্‌তে পারি।

গঙ্গাচরণ—আশীর্ব্বাদ তো করছিই! শুধু আমি কেন? পল্লীর দীন দরিদ্র সবাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হোক্!—একটা কথা কিন্তু মনে রেখো, বিজন,—সবচেয়ে বড় বাধা ভেতরকার, বাইরের নয়; সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব নিজের সঙ্গে নিজের। প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধঘোষণা করতে চায়, সে সমাজেই হোক্, কিম্বা অন্যত্রই হোক্, ভেতরের বনিয়াদ শক্ত করে নেওয়া তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাইরের বিরোধিতা আজ নীরব হয়ে এসেছে; দেখো বাবা, ভেতর থেকে কোথাও যেন ভাঙ্গন না ধরে! [বিজনের দিকে একান্ত দৃষ্টিতে চাহিতেই সে চক্ষু নত করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া রহিল]

বিজন—আপনার পদধূলিই আমার ভরসা। [পদধূলি লইল; বিপিন ও অমলার প্রবেশ; দু'জনেই গঙ্গাচরণের পদধূলি লইল ও বিজনকে নমস্কার করিয়া আঙ্গিনায় বিছান একখানা মাদুরে বসিল]

বিপিন—আপনি সত্যিই আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন; দাদাঠাকুর? আপনি চলে গেলে আমাদের আর রইল কি?

গঙ্গাচরণ—কেন বিপিন? তোমাদের সবই রইল, এ বুড়ো ছাড়া! বিজন ও আরতি তোমাদের অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, তাদের আশ্রয়ে তোমরা নির্ভয়! আমি তোমাদের জন্য কি আর করেছি?

বিপিন—জামাইবাবু ও দিদি আমাদের নমস্য; তাঁরা স্থান না দিলে কোথায় এতদিনে ভেসে যেতাম—তবে ওঁরাও যে জয়ী হলেন শেষ পর্য্যন্ত, সে তো আপনারই দয়ায়?

গঙ্গাচরণ—তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গাঁয়ে যে ঝড় উঠেছিল, তা' প্রশমিত হয়েছে সুলতার জন্যই—ভবতারণের কন্যা, নিস্তারিণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রিয়শিষ্যা সুলতা!

বিপিন—আপনি যদি এ অধমদের পক্ষ না নিতেন গোড়া থেকে, তবে স্থূলতা কি করত ?

গঙ্গাচরণ—কেউ কিছু করতে পারত না, বিপিন, দয়াময়ের দয়া না হলে ! করার যা তিনিই করেন ; মানুষ উপলক্ষ মাত্র।

বিপিন—যা বলেছেন, দাদাঠাকুর ; [ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম] তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আশীর্ব্বাদ করুন, দাদাঠাকুর, যেন সৎপথে থাকতে পারি।

[অমলা ও বিপিন আবার গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া ও বিজনকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিজন অমলা ও বিপিনের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহারা অদৃশ্য হইল]

বিজন—যতই একে দেখ্ছি মনে হচ্ছে লোকটি সুবিধের নয় ; ভয়ঙ্কর শঠ।

গঙ্গাচরণ—কাচোঽপি কাঞ্চন সঙ্গাদ্ধত্তে মারকতীদ্যুতীঃ। কালো একদিন আলো হয়ে ফুটে উঠ্বে এই তো আমাদের আশা ; আর এই না আমাদের ব্রত ? নিজে ভাল হলে অনেক মন্দের রং বদলে দেওয়া যায়, বাবা !

[আরতি ও বিপুলের প্রবেশ। তাহারা গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া বসিল]

বড়ই খুসী হয়েছি, মা ; গাঁয়ের লোকের মন রাতারাতি ভোজের বাজির মত বদ্লে গেল। এবার তোমরা সত্যিকার কাজে মন দিতে পারবে।

আরতি—আমিও তাই ভেবেছিলাম ; কিন্তু বিপিনবাবু যে রকম করে চুরি কর্‌ছেন, তাতে তাঁকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে না দিলে আসল কাজ করাই শক্ত হবে।

বিপুল—হিসেবপত্র যা একটু দেখেছি, মনে হয় লুট করছে লোকটা।

আরতি—তুমি বিদ্যাপীঠের কাজ ছাড়াও অন্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দিকটার সব ভার নাও।

বিপুল—আমার আপত্তি নেই ; তবে দাদার উপর এ' কাজটা দিলেই ভাল হয়।

বিজন—না বিপুল, ও সব আমার চেয়ে তুইই ভাল পার্‌বি ; আমি একটা কাজ হয় তো ভাল পার্‌ব—সে হল দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সমপর্য্যায়ে

মেলামেশা করে নানা সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা।

আরতি—অর্থাৎ যা কিছু কাজ তোমরা কর, বক্তৃতাটা আমি কর্‌ব! এই তো? তা বেশ!

[নিস্তারিণী ও স্থলতার প্রবেশ; তাহারা গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া বসিল]

গঙ্গাচরণ—যাওয়ার আগে সবাইকে আশীর্ব্বাদ করছি যেন শান্তি পাও!

নিস্তারিণী—তারণকেও সে আশীর্ব্বাদ করুন! তাকে ক্ষমা করুন! লজ্জায় সে এল না!

গঙ্গাচরণ—ক্ষমা করার মালিক তো আমি নই দিদি! তবে ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর্‌ছি তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন; আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি সেও যেন শান্তি পায়!

বিজন—জ্যেঠামশায় আপনাকে এত নির্য্যাতন করেছেন, তবু তাঁর জন্য এ প্রার্থনা কর্‌তে পার্‌লেন, তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লেন?

গঙ্গাচরণ—কেন পার্‌ব না, বাবা! নির্য্যাতন ছিল আমার ললাটলিপি; যারা করেছে তারা নিমিত্ত মাত্র! তাদের সকলকেই তিনি ক্ষমা করুন!

নিস্তারিণী—এ আশীর্ব্বাদ যাদের কর্‌ছেন, তাদের ছেড়ে না গেলেই কি হ'তনা! তারা যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায়, বুঝ্‌তে আর বাকী নেই আপনার! যখন তারা আপনাকে নিগৃহীত করেছে, রাগ করে ছেড়ে যান্‌নি; আজ তাদের প্রতিকূলতা অনুতাপে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে; কেন তবে চলে যাবেন? কেন তাদের আপনার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন?

গঙ্গাচরণ—তোমার কাছে তো এ' প্রশ্ন আশা করিনি, দিদি! এখানে যতদিন আমার কাজ ছিল, গাঁয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিল! সে বন্ধন আজ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ওপারের ডাক কানে অহরহঃ বাজ্‌ছে; তাই সব ছেড়ে চলেছি। আর মায়া বাড়িও না, নিস্তার! এতদিন ছিল আমার বাড়ী, আমার ঘর,

আমার নাত্‌নি, আমার লক্ষ্মীনারায়ণ! বাড়ীঘরের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহও যখন ভস্মসাৎ হ'ল, মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি এ দণ্ড আমার প্রয়োজন ছিল!

নিস্তারিণী—আর বাধা দেব না তবে!—কিন্তু আমি যে কিছুতেই পারছি না এ মেয়েটার বাঁধন ছাড়াতে!

[সুলতাকে কাছে টানিতেই সুলতা পিসিমার বুকে মুখ লুকাইল]

গঙ্গাচরণ—সময় যখন আস্‌বে, বাঁধন আপনি ছিঁড়ে যাবে; তখন আর ভাব্‌তে হবে না।

[সরলার প্রবেশ; কাঁদিয়া সে চোখ-মুখ ফুলাইয়াছে]

সরলা—দাদু, আসন হ'য়েছে! এসো এবার!

গঙ্গাচরণ—কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়েছিস্‌ দিদি; ছিঃ কাঁদে না আর।

[উঠিয়া সরলার মাথায় হাত বুলাইতেই সরলা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল]

তোর চোখের জলে আমার যাত্রাপথ এমন পিচ্ছিল করে দিলি, দিদি?

সরলা—যাবেই যদি দাদু, আমায় কেন ফেলে রেখে যাও?

গঙ্গাচরণ—একদিন তো যেতেই হবে, তবে আজ কেন নয়?—আমায় যারা ফেলে চলে গিয়েছিল, তাদেরও ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম; কোন জবাব পাইনি। এর কি কোন জবাব আছেরে পাগ্‌লী! [যমুনার ভাঙ্গন-শব্দ কানে আসিতেই] শুন্‌ছো, বিজন, যমুনার তরঙ্গ-ভঙ্গে তার তটভূমি কেমন ভাঙ্গছে, শুন্‌ছো তো! ও ভাঙ্গ্‌বে, আরও ভাঙ্গ্‌বে! বহু শতাব্দীর কৃপণ সঞ্চয়ের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা ওর উদ্দাম স্রোতের মুখে ঐরাবতের মতই ভেসে চলেছে! ভয়ঙ্কর, অথচ কি সুন্দর! —আরতি, সুলতা, নিস্তার, বিজন, বিপুল, কাছে এসো! যে কঠোর সাধনায় তোমরা ব্রতী হয়েছ, যমুনার মতই তাও-যে নবসৃষ্টির সাধনা—একদিকে সে ভাঙ্গ্‌ছে, আর একদিকে গড়ে তুল্‌ছে! ভাঙ্গন দেখে ভয়

পেয়ে পিছু হঠ্‌লে চল্‌বে না ; মনে রাখ্‌তে হবে আমরা অমৃতের সন্ততি, ভাঙ্গাগড়ার, সুখদুঃখের উর্দ্ধে ! দেখ্‌ছ না যমুনা কেমন করে ভালমন্দ, পবিত্র অপবিত্র যা কিছু পাচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে তারই থেকে নূতন সৃষ্টির উপাদান রচনা ক'রছে ! তার কাছে ভাল মন্দ বিচার নেই ; সবই সৃষ্টির উপকরণ মাত্র ! এ সৃষ্টি মানুষের জড়তার সঙ্গে তার চিৎশক্তির সংগ্রাম। এ সংগ্রামে মনুষ্যত্বের অনুকূলেই আত্মনিয়োগ করো ! মনে রেখো, সমাজ মানুষের সৃষ্টি, মানুষ ভগবানের ! মানুষের যে সাধনা, তার অনুপ্রেরণাও তাঁরই ! দেখো যেন অন্তরের দুর্ব্বলতায় সে প্রেরণা কখনো আচ্ছন্ন হ'য়ে না পড়ে ! মনের আকাশ স্বচ্ছ রেখো সবাই, স্বচ্ছ রেখো ! [সকলে পদধূলি লইল ; গঙ্গাচরণ তাহাদের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল ; তার পরে সরলার কাঁধে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল ; অন্য সকলেরও প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাতৃ-সদনের অফিস ঘর ; অমলা ও মেট্রন ; অনতিদূরে প্রসূতি-কক্ষ হইতে জনৈক নবজাত শিশুর কান্না থাকিয়া থাকিয়া শোনা যাইতেছে ; নার্স গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিয়া তাহাকে শান্ত করার চেষ্টা করিতেছে।]

মেট্রন—আপনাকে তা'হলে এখন থেকে হাসপাতালে কিম্বা শিশুসদনে আর যেতে হবে না !

অমলা—দিদি অবশ্য জেদ্‌ ধরেছিলেন ; কিন্তু আমার স্বামী চান্‌ না যে আমি কেবল এই নিয়েই থাকি। তিন তিনটের দেখাশোনা করা আমারও পুষিয়ে উঠ্‌ছিল না। বুঝ্‌তেই পারছেন কি ঝামেলা পোয়াতে হয় দিন রাত !

মেট্রন—(মুচ্‌কি হাসিয়া) তা' বটে !

অমলা—আঃ—ছেলেটা বড় জ্বালাতন ক'র্‌ছে ! দেখুন দেখি একবার থামানো যায় কি-না ! [মেট্রন চলিয়া গেলে অমলা দেরাজ হইতে একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল : পড়া শেষ হইলে] এখন থেকে তা হলে তিনটে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খাদ্য একজায়গায় সরবরাহ হবে বিপুলবাবুর নিজের তত্ত্বাবধানে। আমরা বেশ গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, তা আর করতে দিলে না ! তা দেবেই বা কেন ? আমার টাকা হলে আমিই কি দিতাম ? অসুবিধা হয় তো আমাদের হবে, কিন্তু উপায় কি ? আঃ, ছেলেটা যে বড়ই জ্বালাতন করলে ! মরে না কেন ! আঃ ! [সহসা বাহির হইয়া গেল ; পাশের কক্ষ হইতে জোরে চড় মারার শব্দ ও শিশুর দ্বিগুণিত চীৎকার শোনা গেল]

মেট্রন (নেপথ্যে)—এ আপনি কি করছেন রাগের মাথায় ? শিশু কাঁদলেই এম্‌নি ক'রে মারবেন ?

অমলা (নেপথ্যে)—মারবো আমার ইচ্ছা ! জানো, আমি এখানকার কর্ত্রী ? আর তুমি আমার অধীনে ?

মেট্রন (নেপথ্যে)—না জেনে উপায় আছে কই ! অধীনে হই বা না হই এটুকু আপনাকে বলে রাখ্‌ছি, এখানে এ জিনিষ চলবে না ! [সহসা শিশুর কান্না ব্যতীত সমস্ত থামিয়া গেল ; আরতি (নেপথ্যে)—"অমলা, আমার সঙ্গে এস !" [আরতি ও অমলার প্রবেশ]

আরতি—মেট্রন ঠিকই বলেছে অমলা, এখানে এ জিনিষ চলবে না ; বসো।

[দু'জনে দু' চেয়ারে মুখোমুখি বসিল]

অমলা—তা' হলে আমায় ছুটি দাও, দিদি !

আরতি—তা' দিতে হবে বৈ কি ! দিলেও যে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে, মনে হয় না !

অমলা—বিশ্বাস করছো না? দেখতেই পাচ্ছি, এ অবস্থায় এখানে কাজ করা চলে না। পার যদি, আমায় এ' মুহূর্ত্তেই ছুটি দাও।

আরতি—আজ ছুটি চাওয়াটা তোমার পক্ষে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে; দু' বছর আগে এত সহজ ছিল না; তখন অভাব ছিল নিদারুণ; সমাজের কাছে পেতে নির্ম্মম অবজ্ঞা! আজ অভাবও নেই; সামাজিক নিগ্রহ থেমে গিয়েছে, দিদিকে দিয়ে তোমার আর কিই-বা প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার আছে? তাই যেতে চাইছ, না?—তা' বেশ, এখ্খুনি চ'লে যাও!—কি ভাব্ছ, অমলা? মনে করো না, তোমায় ছাড়া আমার চলবে না! —যাও, যাও বলছি!

অমলা—[কাঁদিয়া ফেলিল] সত্যিই তবে তাড়িয়ে দেবে দিদি?

আরতি—নিজেই যখন যেতে চাইছ, রাখব কেমন করে?

অমলা—[পায়ে পড়িয়া] আমায় ক্ষমা করো দিদি; রাগের মাথায় অন্যায় করেছি! আমায় দূর করে দিও না!

আরতি—কেন অমলা? ব্যাঙ্কে তো বেশ জমেছে শুনছি: দিদিকে আর কিসের প্রয়োজন তোমাব?

অমলা—মিছে বলবো না, দিদি, যা' জমিয়েছি তাতে দিন হয় তো চলে যাবে, হয় তো খাওয়া পরার জন্য ভাবতে হবে না; কিন্তু তাই কি সব? তুমি কেমন করে জানবে তুমি আমার কে! চাকুরী থেকে ছাড়িয়ে দাও, আপত্তি নেই, কিন্তু আমায় তোমার কাছ ছাড়া হতে দিও না দিদি! মাপ কর আমায়!

আরতি—করব, কিন্তু মেজাজটা সামলাতে হবে; স্বভাবটাও শোধরাতে হবে, তবে তো!

অমলা—মনে করি করব; কিন্তু পারি কৈ? মাপ করেছ তা'হলে?

আরতি—না করে করি কি বলতো? মানুষেব উপর রেগে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে বোন?

অমলা—[পদধূলি লইল] বাঁচালে আমায় দিদি! উপরির লোভে আসল খোয়াতে বসেছিলাম, তবু মনে করতাম আমার মত বুদ্ধিমতী কে? এ বোকা বোনটাকে তুমি যেমন ক'রে পার শুধরে নিও, তবু পায়ে পড়ি দিদি, তোমার সঙ্গ ছাড়া আমায় করো না! [আরতি অশ্রুসিক্ত চোখে অমলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল; অলক্ষ্যে বিজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল]

বিজন—তোমাদের বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটালাম দেখছি! [অমলা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল; বিজনের চক্ষু তাহার অশ্রুসিক্ত চোখে পড়িতেই সে চোখ নত করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া লইল]

আরতি—তুমি এখানে হঠাৎ?

বিজন—হঠাৎ এলাম বলেই না চক্ষুকর্ণ সার্থক করার এমন সুযোগ মিলল?

আরতি—আশা করি ঈর্ষ্যা করবে না!

বিজন—জয় করেই চলেছ আরতি; দেখে ঈর্ষ্যা হয় বৈ কি!

আরতি—তবে নাও না, তোমারই কণ্ঠে পরিয়ে দিই আমার এ বিজয়ের মালাখানি। মানাবে ভাল; কি বল অমলা? [অমলার নষ্টামিপূর্ণ সজল চক্ষু বিজনের সলজ্জ চক্ষুর উপর পড়িতেই বিজন চক্ষু নত করিল; পরে বলিল]

বিজন—অয়ি বিজয়িনি, এতে তোমার বিজয়শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও বিজিতার মর্য্যাদা কমবে বই বাড়বে না! [অমলা বিজনের দিকে সস্মিত কটাক্ষপাত করিয়া আরতির দিকে চাহিতেই]

আরতি—যাঁকে দিলাম, তাঁর মর্য্যাদা বাড়লেই হল; কেমন?

বিজন—দানের মাল্যকে জয়মাল্য মনে করে গর্ব্ব অনুভব করার মত নির্ব্বোধ আমি নই আশা করি।

আরতি—নিজেই না হয় জয় করার চেষ্টা করে দেখো না! কি বলিস, অমলা?
[অমলা কিছু না বলিয়া একবার আরতির দিকে আর একবার বিজনের দিকে চাহিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল]

বিজন—জয়ের আনন্দেই মেতে থাকবে, না, ঘুরে একবার দেখাবে আমায় কোন্ কোন্ জায়গায় নূতন ঘর তোলা দরকার ?

আরতি—দেখবে ? চল না ! [উভয়ের প্রস্থান ; অমলা একান্ত দৃষ্টিতে বিজনের দিকে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বিজন ও বিপুলের পৈতৃক ভদ্রাসনে এখন পাকাবাড়ী উঠিয়াছে ; তাহারই একটি সুসজ্জিত কক্ষে বিজন ও আরতি]

বিজন—সুলতা ও সরলার দিকে তাকালে সত্যিই অবাক হয়ে যাই ! এমন করে জনসেবায় এরা আত্মোৎসর্গ করতে পারবে, কোনদিন কল্পনাও করি নি ! প্রকৃতই সোণার কাঠি ছুঁইয়ে এ গাঁয়ে তুমি প্রাণ সঞ্চার করেছ, আরতি ! ধন্য তুমি !

আরতি—রাখ এখন তোমার স্তাবকতা। সবই আমি করলাম, মশায় নিজে কিছুই করেন নি, না ? ভুলে গেলে, বাবার শিষ্য ছিলে তুমি ; আর তোমার শিষ্যা আমি ?

বিজন—না, রতি, না ! দু'জনেই আমরা এক গুরুর শিষ্য ; বরং তুমিই ছিলে তাঁর প্রধান শিষ্যা, তাঁর মানস কন্যা ! তাই না তোমার কর্ম্মজীবনে তাঁর আদর্শ এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ! আমি তাঁর সঙ্গ লাভ করেছিলাম মাত্র সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বছরের জন্য !

আরতি—লতা আর সরলা কারও কাছ থেকে এ আদর্শের প্রেরণা পায় নি ; তবু দেখতেই পাচ্ছ কেমন করে ধীরে ধীরে অক্লান্ত সেবায় নিজেদের ডুবিয়ে রেখে নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁকা জায়গা অভিনব সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে নিচ্ছে। বৈধব্য নারীজীবনের ব্যর্থতা, এ যে আমাদের কত বড় ভুল, প্রথমে

উপলব্ধি হল এ' দুটি নারীর প্রাণঢালা সেবার নীরব ঔৎসুক্য দেখে! সব চেয়ে প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়েই কি ভগবান্ এদের বুঝিয়ে দিলেন, পৃথিবীতে সবাই ওদের আপন? তাই না ওরা আজ এ প্রতিষ্ঠানগুলির যথার্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবী?

বিজন—(হাসিয়া) আর তুমি?

আরতি—আমি? কেমন করে ওদের মত নিজেকে আমি বিলিয়ে দেব বলো তো? মশায়ের অংশে তাহলে শূন্য পড়ে যাবে যে? তাঁর কি তা' সইবে?—অমলা কেন পারলে না নিজেকে মানিয়ে নিতে?

বিজন—(হঠাৎ চমকিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল) কি যে বল তুমি! অমলার সঙ্গে করছ নিজের তুলনা?

আরতি—কেন দোষটা কোথায়? আমারই মত তারও একটি পোষা পাখী আছে যে! এটা অবশ্য আমার স্বীকার করতেই হবে যে সে আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী!

বিজন—(অন্যমনস্ক ভাবে) তাই না কি?

আরতি—কি মহাপুরুষ! ওদিকে লক্ষ্যই নেই যে মোটে! সেদিন না মশায়ের বেশ খানিকটা হিংসে হয়েছিল তাকে নিজে জয় না করে আমি করেছি বলে? এরই মধ্যে ভুলে নিশ্চয়ই যাননি। তা' ওর কথা মনে না হলেও লতার—"সেই মুখখানি কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।"

[গানের লাইনটি গানের সুরে বলিল]

বিজন—[হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে করিতে] এ তোমার একান্তই অন্যায়, আরতি!

আরতি—(মলিন মুখে) ছিঃ, ঠাট্টাও বোঝ না?

বিজন—সংসারের সব কিছু নিয়েই ঠাট্টা চলে না!

আরতি—তাই না-কি? ঘাট হ'য়েছে, মশায়, নিজগুণে এবার দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। [গললগ্নীকৃত-বাসা হইয়া পদধূলি লওয়ার অভিনয়;

বিজন তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল ; পরে তাহার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল]

বিজন—(গম্ভীর ভাবে) আমাকে তোমার কি মনে হয়, আরতি ?

আরতি—(কৃত্রিম গম্ভীরতার সহিত) কেন ? আপনি মহাশয় অতিশয় সদাশয় ! সজ্জন এহেন মিলে কি কখন ? ভুলেও পরিহাস করিতে নাহি আশ ; জানেন না চাতুরী, কেমন বাহাদুরী !

বিজন—[মুখে চাপা দিয়া] থাক্, থাক্ এখন ! হাসি-ঠাট্টা দিয়েই জীবনের সমস্ত ফাটল ঢেকে রাখতে চাও ?

আরতি—হেঁয়ালী ছাড় না এখন ; ফাটল আবার কোথায় দেখলে ? [স্বামীর গা ঘেঁসিয়া] সত্যি ব'লছি তোমায়, আমার মত আজ সুখী কে ? তোমার গাঁয়ে আসা আজ সার্থক ব'লে মনে ক'রছে গাঁয়ের লোক : আমাদের সকল ব্যথা আজ ফুল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তোমার শুভ প্রচেষ্টায় ! আজ প্রকৃতই আমি রাজরাণী ! ওগো তুমি যে আজ জয়ী !

বিজন—বুঝতে পারছি না—আমি জয়ী না পরাজিত।

আরতি—তুমি জয়ী, তুমি জয়ী ! নইলে সমাজের খাতিরে যে ভাই তোমায় ছেড়েছিল একদিন, সে আজ ফিরে এল কেন ? সমাজের রক্তচক্ষুর রক্তাভা আজ নেই কেন ? স্নুলু আজ আমাদের প্রধানা সহকর্ম্মিণী কেন ?

বিজন—বাইরের জয় পরাজয়ের কথা ভাব্ছিনে, আরতি,—ভাবছি—

[বিপুল বাহির হইতে দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া]

বিপুল—একবার আস্বে বৌদি ? জরুরী কথা আছে।

আরতি—আস্‌ছি, ভাই। [প্রস্থান ; আরতি চলিয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে পদচারণা করিতে করিতে বিজন বলিতে লাগিল ; "জানেন্ না চাতুরী" এ কথা কয়টি তোমার কত বড় অদৃষ্টের পরিহাস, যদি জান্‌তে আরতি, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে। জয় ?—জয় কোথায় আমার ? পরাজয়েই যার প্রারম্ভ পরিণতি তার কোথায় কে জানে ? [হঠাৎ

কক্ষান্তরে আরতির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ; একটা জানালা নীরবে আংশিকভাবে খুলিয়া বিজন দেখিল বিপুল শুইয়া আছে ; আরতি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহার কপালে হাত বুলাইতেছে ; জানালা সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া বিজন উৎকর্ণ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল]

আরতি (নেপথ্যে) : আমার এত সাধের নারী-সদন এমনি করেই ভেঙ্গে যাবে ? তা' হতে দেবোনা, ঠাকুরপো ! যেমন করেই হোক্ মেয়েটিকে ফেরাতেই হবে। যে ভালবাসার ছলনায় ভুলে সে ঐ পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়েছে পতিতার জীবনের সেই তো প্রথম অধ্যায় ! এ আমার হাজার হাজার বোনের ইতিহাস ! দুঃখ এই, অভাগীরা তবু বোঝে না, চল ভাই, যেমন করেই হোক, ওকে ফেরাতেই হবে। [কথা থামিল ; আরতি ও বিপুল বাহির হইয়া যাওয়ার শব্দ হইল।]

বিজন—আবার সেই পুরোণ কথা ! আবার সেই বিভীষিকা ! আবার সেই অতীতের ছায়া ! আরতি, আরতি, চল, সব ছেড়ে দুরে চলে যাই, যেখানে মানুষ নেই, সমাজ নেই, আছে শুধু বনের পশু-পাখী। [নদীর ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল ; বিজন উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিল ; কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[নদীতীর ; বারোয়ারী গঙ্গাপূজা হইয়া গিয়াছে ; গঙ্গামূর্ত্তি আংশিকভাবে দেখা যাইতেছে। পূজা-প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন চলিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। শ্রোতৃবর্গ একমনে শুনিতেছে ; কেহ বা সহানুভূতিসূচক মুখভঙ্গী করিতেছে। ভবতারণ লাঠি ভর করিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছে]

প্রধান গায়ক—কোশলের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজ্যশ্রী অকস্মাৎ একদিন কাল কপিলের শাপানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল ; দেশের উপর তার অভিসম্পাত এনে দিল

দীর্ঘরাত্রি; মানুষের মন অসাড় হয়ে রইল কালনিদ্রায়। কেমন করে এ কালনিদ্রা ভাঙ্গবে, কেমন করে জন্মভূমি আবার ফিরে পাবে তার হারান মাণিক, এ হয়ে দাঁড়াল কুমারের দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। অবশেষে একদিন মায়ের কাছে বিদায় চাইলেন কুমার!

গান

(১)

ফিরায়ে আনিতে হারানো রতন মাগো মোরে যেতে হবে,
অতীতের মায়া-পুরী হতে শোন্ আমারে ডাকিছে সবে।
এবার বিদায় দেগো;
আমি পতিত-পাবনী প্রাণ-সুরধুনী আনিব অবনী তলে,
নিসোতার বুকে জমেছে যে গ্লানি ভেসে যাবে তার জলে।
গড়িয়া তুলিব নবীন মানব ধরণীর ধূলি হতে,
তারা নবীন যুগের শঙ্খ বাজায়ে বাহিরিবে পথে পথে;
নয়নে তাদের দিব্য স্বপন, কণ্ঠে চলার গান,
জড়িমা মুক্ত অন্তরে নিতি জাগ্রত ভগবান;
তারা মরণ মথিয়া জিনিবে অমিয়া ভাঙ্গিবে তিমির কারা,
পোহাবে জননী এ কাল রজনী দেখা দেবে শুক তারা।
মাগো রজনী পোহায়ে যাবে,
মোর অভিযান উষার তোরণে, রজনী পোহায়ে যাবে।

(২)

আমায় যেতে দে এবার যেতে দে জননী পদধূলি মোরে দেগো,
তোর কোলের মায়ায় বাঁধিসনে আর রাজপথে ছেড়ে দেগো।

আমি ভিখারীর দেশে ভিখারীর রাজা মোরে ভিখারীর বেশ সাজে,
শোন বুকে মোর অনাদি ভিখারী শিবের ডমরু বাজে ;
আমায় সাজিয়ে দে মা,
ভিখারীর সাজে আপন ভুলালে, নিজেই এবার সাজিয়ে দে মা।
আমি অন্তরে বাহিরে হইব ভিখারী, সব সঁপি তাঁর পায়,
যাঁর নৃত্য-চপল চরণ ছন্দে জীবন-মরণ ধায়।
যুগে যুগে যার জটিল জটায় ত্রিপথগা পথ হারা,
ডাকে মানবেরে "পথ কেটে দেরে, নামিবে অমৃতধারা"।
সে ধারা আনিতে পুনঃ এ মহীতে চলেছে মানব যাত্রী,
সে পথের শেষ কোথায় কে জানে, সমুখে অসীম রাত্রি ;
তাই বলে থামা চলবে না মা,
মোরে পার হয়ে রাত নবীন প্রভাত ধরায় আনিতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য।

[আরতির কাছারী বাড়ীর কক্ষ ; বিজন ও বিপিন মুখোমুখি দুইখানি কেদারায় উপবিষ্ট ; সম্মুখে একটা টেবিলের উপর একটা হিসাবের খাতা খোলা ও অন্য কয়েকটা বাঁধান খাতা সাজান আছে।]

বিপিন—খরচটা আমার হাতে হয় নামেই মাত্র ! আগে দিদি নিজেই ক'র্‌তেন ; এখন করেন বিপুল বাবু ; দায়িত্ব যদিও সম্পূর্ণই আমার, ক্ষমতা কিছুই নেই ! আগে দিদির আর এখন বিপুলবাবুর কথা মত হিসেব লিখ্‌ছি। যখন যে টাকা দিদি কিম্বা বিপুলবাবু চান্ তাঁদেরই হাতে দিই ; যে দফায় তাঁরা লিখতে বলেন, সেই দফায়ই খরচ লিখি। হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল ক'রে যাই। বিপুলবাবু দিদিকে যা' বোঝান, তিনিও তাই বোঝেন। এতে আমায় কি করতে বলেন ?

বিজন—এ অনুপাতে খরচ হ'তে থাক্‌লে এমন একদিন আস্‌বেই যখন টাকার অভাবেই সবগুলি প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবে। এত টাকা আস্‌বে কোথা থেকে ?

বিপিন—দিদিকে তাও যে না ব'লেছি তা' নয়! বিপুল বাবু বলেন, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ?—অথচ ব'ল্‌তে গেলে তিনিই কোন কালে আদার ব্যাপারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথার উপর কথা ব'লে দিদির অপ্রীতিভাজন হব সে সাহস আমার নেই। তবে আপনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করেন কিনা, তাই না ব'লেও পারছি না। আমার অপরাধ মার্জ্জনীয়।

বিজন—কিন্তু,—এসব যার অক্লান্ত চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে, তার কখনই এ ইচ্ছে হ'তে পারে না, অর্থাভাবে এদের ধ্বংস হোক্! আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে সম্পত্তির আয় থেকেই এগুলির যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া উচিত।

বিপিন—হিসেব ক'রে ক'র্‌লে উচিত বৈ কি ? কিন্তু—

বিজন—কিন্তু কি ?

বিপিন—ব'ল্‌তে সাহস হয় না, অথচ না ব'ল্‌লেও নয়! বিপুল বাবু সত্যিই কি চান্ যে এ জিনিষগুলি বেশীদিন টিকে থাকে ?

বিজন—কেন ? আপনার এ সন্দেহের কারণ ? আমি তো দেখ্‌ছি বিপুল কোন অংশেই তার বৌদির চেয়ে কম পরিশ্রম করে না এ' সব ব্যাপার নিয়ে। ভুল বুঝেছেন আপনি, বিপিন বাবু, বিপুল আমার তেমন ভাই নয় একটু একগুঁয়ে, এই যা দোষ! আপনি হাস্‌ছেন ?

বিপিন—আমায় মাফ্ করুন ; আপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চাই নে!

বিজন—স্বপ্ন ? কিসের স্বপ্ন ?

বিপিন—ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে ক্ষেপিয়ে তোলা আমার স্বভাব নয় ; মাফ্ ক'র্‌বেন। যেটুকু বলেছি, নিতান্তই কর্ত্তব্যানুরোধে!

বিজন—(চেয়ার হইতে উঠিল, বিপিনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল) ন্যাকামি রাখুন! বলুন কি ব'ল্‌তে চান্‌!

বিপিন—(মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে) মাফ্‌ ক'র্‌বেন। কিছুতেই ব'ল্‌তে পার্‌বো না লোকে যা'—

বিজন—লোকে কি বলে!

বিপিন—নানারকম সন্দেহ করে ; বলে—আজ্ঞে আর ব'ল্‌তে পার্‌বোনা, মেরে ফেল্‌লেও না!

বিজন—[বিপিনকে ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল ; বিপিন উঠিল] মিথ্যাবাদী, পথের ভিক্ষুক, এরই জন্য তোমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'রে দিয়েছিলাম একদিন? এরই জন্য তোমাদের হ'য়ে সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম? উঃ—কি কালসাপই দুধ দিয়ে পুষেছিলাম?

বিপিন—(অশ্রুগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে) আমার কি অপরাধ হুজুর? আমি তো নিজের ইচ্ছায় বলিনি ; আপনিই জোর ক'রে আমায় বলালেন আবার আপনিই মার্‌লেন?

বিজন—ন্যাকামি? আবার ন্যাকামি? যাও—চোখের সাম্‌নে থেকে স'রে যাও। নইলে লাথি খাবে।

বিপিন—যাচ্ছি [টেবিলের ড্রয়ার হইতে আরতির নামীয় একখানা সমন বিজনের হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে] আজই জারি হ'ল এ সমন খানা। (প্রস্থান)

বিজন—[সমনখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ; আবার পড়িল] তাই তো?—কিন্তু আর্‌জি কই?—বিপিন বাবু, বিপিন বাবু!

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বিপিনের বাড়ীর আঙ্গিনা ; বিপিন ও অমলা ; বিপিন বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ; হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আঙ্গিনার এক পাশে ঘরের দরজা খোলা]

বিপিন—[হাসি মুখে] কেন যাচ্ছি ক'ল্‌কাতায় ঠিক্ সময়ে জান্‌তে পারবি। এখন এইটুকুই জেনে রাখ যে এ কাগজখানা থেকে সোনা ফ'ল্‌বে। —সোনা-সোনা-সোনা ! আরে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? দেওর-ভাই-বৌ মিলে না পয়সা উবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক'র্‌লে ? কিচ্ছু ভাবিস্ নে, অম্লি, কিচ্ছু ভাবিস্‌নে ! মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

অমলা—ভাব্‌বো কেন আবার ! যা' ভাব্‌বার তুমিই ভাব্‌বে, কিন্তু ঐ কাগজে কি আছে ব'ল্‌বে না ?

বিপিন—ওহো না ! একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক্ না ক'দিন ; খবর ভাল হ'লে হাউই ফুট্‌বে, তখন দেখিস্ ! আসি তবে ! [প্রস্থান]

অমলা—[অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া] কে জানে কাগজখানায় কি আছে ! টাকা রোজগারের কোন নূতন ফিকির নিশ্চয়ই। কোন্ দিন যে হাতে হাতকড়া পড়বে ! [ঘরে ঢুকিয়া খোলা দরজা বন্ধ করিয়া দিল ; খানিকটা পরে গায়ে জল ঢালার শব্দ শোনা গেল ; বিজনের প্রবেশ]

বিজন—বিপিন বাবু ? বিপিন বাবু বাড়ী আছেন ? [কোন জবাব না পাইয়া উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল ; হঠাৎ আসিয়া জোরে কয়েকবার দরজায় কড়া নাড়িল। দরজা খুলিয়া সিক্তবসনা অমলার প্রবেশ ; বিজন তাহাকে দেখিয়া কেমন যেন হইয়া গেল ; কিন্তু একান্ত দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতে লাগিল]

অমলা—(মুচ্‌কি হাসিয়া) জামাইবাবু, গিলে ফেল্‌তে চান্ যে একেবারে ?

বিজন—না,—তা—মানে ?

অমলা—মানেটা পরে হবে এখন। দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবেন ? আসুন না ঘরের মধ্যে একটু বসুন। কতকটা ভদ্রস্থ হয়ে আসি। নইলে—(চটুল কটাক্ষপাতে বিজনকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল)।

বিজন—[অমলার প্রস্থানের পরেও এক দৃষ্টিতে তাহার পথের দিকে চাহিয়া রহিল—তার পরে নিজ মনে বলিতে লাগিল] "উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা"—কিন্তু এ কি হল আমার ? [চঞ্চলভাবে পদচারণা করিতে লাগিল ; অমলাও কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিল ; বিজন তাহাকে দেখিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

অমলা—একি এরি মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে ? গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেনই যদি, একটু মিষ্টিমুখ করে না গেলে গেরস্তের অকল্যাণ হবে না ?

বিজন—[এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে] গেরস্ত কোথায় ? তারই খোঁজে এসেছিলাম।

অমলা—তিনি কিছুক্ষণ আগেই জরুরী কাজে কলকাতা গেলেন। একটা ছুটির দরখাস্ত রেখে গেলেন। এখানেই পেশ করতে পারি কি ?

বিজন—ছুটির দরখাস্ত ছাড়া কোন দলিল রেখে গেছেন কি ?

অমলা—না তো ! যাওয়ার সময় একখানা কাগজ তাঁর হাতে ছিল ; সঙ্গেই নিয়ে গেলেন। ওকি ? মুখখানা হঠাৎ অমন কালো হয়ে গেল যে, জামাইবাবু !

বিজন—না, বিশেষ কিছু নয়। তবে আমার একখানা জরুরী দলিল খুঁজে পাচ্ছিনে। এখন বুঝলাম বিপিনবাবুর কাছেই আছে। এখন আসি. তবে [অমলা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল]

অমলা—একটু মিষ্টিমুখ না করে আপনাকে যেতে দিচ্ছিনে। দেরী হবে না। [ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া একখানা কাঁসার প্লেটে কয়েকটি সন্দেশ

ও একগ্লাস জল নিয়া আসিয়া বিজনের হাতে দিল] নিন্, খেয়ে নিন্ দেখি।

বিজন—(খাইতে খাইতে) বাঃ, খাসা সন্দেশ ! নিশ্চয়ই আপনার হাতের তৈরী।

অমলা—শুনলে নিশ্চয়ই একটু বেশী মিষ্টি লাগবে, না ? [বিজন শেষ সন্দেশটি মুখে দিয়া জল পান করিল] পান অভ্যাস আছে তো ?

বিজন—অভ্যাস ঠিক নেই, তবে নূতন করে অভ্যাস করতে আপত্তি নেই।

অমলা—[মুচকি হাসিয়া] তবে দাঁড়ান একটু ; নিয়ে আস্‌ছি। [আবার ছুটিয়া ঘরে গেল ও দুটি পান আনিয়া হাতে দিল]

বিজন—[পান মুখে দিয়া খাইতে খাইতে] যার খোঁজে এসেছিলাম, তার দেখা মিল্‌লো না ; দেখা মিল্‌লো আপনার। একি লাভ হল, না লোক্‌সান হল, বুঝে উঠতে পারছিনে।

অমলা—[খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল] বুঝতে খানিকটা সময় লাগবে, জামাইবাবু ! একে তো পড়েছেন দোটানায় ; তার পরে—থাক্, আর নাই বললাম।

বিজন—(থামিয়া) কেন ?

অমলা—হয়তো লাভও নয়, লোকসানও নয়।

বিজন—লাভ ক্ষতির বাইরে পলাতক একটি নিমেষের আল্‌তা-রাঙ্গা পদ-চিহ্ন, তাওতো লাভই বটে !

অমলা—নিত্য নূতন পায়ের চিহ্ন ! টাট্‌কা চিহ্ন বাসি চিহ্নকে মুছে ফেলে, সে কি কেবলই লাভ, জামাইবাবু ?

বিজন—(যেন নিজের মনে মনে) মানুষের প্রাণ ঠিক জলের মত নয়। তার কোন ছাপই কোনদিন মুছে যায় না ; ঢাকা পড়ে থাকে মাত্র। যেতে যেতে এক একটি মুহূর্ত্ত তাকে যা দিয়ে যায়, তার সবটুকুই তার লাভ। (প্রস্থান)

অমলা—[বিজনের পথের দিকে চাহিয়া রহিল] দিদি, তুমি ভাগ্যবতী ! [ঘরের মধ্যে গিয়া দরজায় খিল দিল ; দূরে যমুনার ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল]

সপ্তম দৃশ্য

[ভবতারণের বহির্ব্বাটি ; স্থলতা ও ভবতারণ]

স্থলতা—এ পল্লী যে আজ তীর্থ-স্থান ; এ ছেড়ে কোথায় যাবে, বাবা ?

ভবতারণ—তীর্থ-স্থান হলেও যমুনা যে একে গ্রাস না করে ফিরে যাবে, এ আশা আর নেই। তখন তো ছাড়তেই হবে।

স্থলতা—যখন হবে, তখন না হয় যাবে। তার আগে কেন ? নিজের চোখেই দেখছ, মানুষ তৈরী করার কি একটা বিরাট্‌ চেষ্টা চলেছে এখানে। যমুনা যদিই বা কোনদিন এ গাঁয়ের মাটি নিঃশেষ করে ভেঙ্গে নিয়ে যায়, এ চেষ্টা—কি তাতেই থেমে যাবে মনে কর ?

ভবতারণ—মানুষের চেষ্টা ! জীবনের সীমান্তে পৌছে একটা নিরর্থক প্রহসন বলেই মনে হচ্ছে ! তা হলে গাঁ ছেড়ে যাওয়া তোর অমত ?

স্থলতা—শুধু আমার কেন ? পিসিমাও সে কথাই বলেন। এ পুরোণ বাড়ী যদি রক্ষা না পায়, একটু দূরে সরে গিয়ে ঘর বাঁধলেই চল্‌বে বাবা ! তুমি, আমি, পিসিমা—এ তিনটি প্রাণীর কতটুকুই বা জায়গার প্রয়োজন ?

ভবতারণ—তিনটিও নয়, দু'টি।—তুই তো হাসপাতালেরই বাসিন্দা হয়ে উঠলি। সেখানে নূতন নূতন ছেলে মেয়ে পেয়ে এ বুড়ো ছেলেটাকে তো ভুল্‌তেই চলেছিস্‌ মা !

স্থলতা—(বাপের গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া) কি যে বল বাবা ? (হাতে হাত দিয়া) এখন তুমি যাও, একটু বিশ্রাম করগে। আজ রাত্রিতে তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের বাকীটা পড়ে শোনাব ! (ভবতারণ লাঠি ভর করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল ; স্থলতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গেল ; আবার ফিরিয়া আসিল ; চিন্তাকুল ভাবে বিজনের প্রবেশ)

বিজন—তোমার কাছেই এসেছিলাম লতা।

সুলতা—আমার কাছে? হঠাৎ এ খোঁজ কেন, বিজুদা?

বিজন—বিশেষ কিছু নয়, এমনি।

সুলতা—আমি কি আর এমনি সময় নষ্ট করতে পারি আজকাল?

বিজন—তবে যাও, সুলতা; আমার জন্য তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে না।

সুলতা—অমনি রেগে বসলে! —তুমি কি যে হচ্ছ দিন দিন?

বিজন—কি যে হচ্ছি, কেন হচ্ছি, কে বুঝবে সুলতা? যাও, তুমি তোমার কাজে যাও; আমিও যাই [কয়েক পা যাইতেই সুলতা ডাকিল]

সুলতা—একটু দাঁড়াও, বিজুদা!

বিজন—না, থাক এখন! কি হবে তোমার সময় নষ্ট করে?

সুলতা—ঐ এক কথা। বলই না কি বলবে!

বিজন—কি যে বলব, তাই তো!—যাঃ ভুলেই গেলাম।

সুলতা—এ তোমার হল কি, বিজুদা! আমায় বলবে না?

বিজন—বলব? বলার কিই বা আছে আর—বালুর চড়ায় যে প্রাসাদ তৈরী করেছিলাম, ভিৎ তার হঠাৎ নড়ে উঠেছে।

সুলতা—হেঁয়ালী ছাড়্‌ইনা একবার? সোজা ভাষায় না বল্‌লে বুঝব কেমন করে?

বিজন—বুঝে কি হবে আর সুলতা? যখন বুঝবে, জানবে, বিজুদার স্মৃতি মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইবে। [ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

সুলতা—(একান্ত দৃষ্টিতে বিজনের পথের দিকে চাহিয়া রহিল; দুইবিন্দু অশ্রু চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেই বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছিয়া) আবার?—নাঃ—কিন্তু বিজুদার এ কি হল? (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

[বিজনের শয়নকক্ষ; পার্শ্বে আরতির শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ। ঘরের অন্যান্য দরজা জানালাও সবই বন্ধ। বিজন একটি কেদারায় বসিয়া আছে; পাশে একটি টিপয়ের উপর মদের বোতল, গ্লাস, সোডা, সাইফন। গ্লাসে খানিকটা মদ ও সোডা ঢালিয়া পান করিল; তারপরে অতি সন্তর্পণে ঘরের এককোণে একটি রাইটিং টেবিলের গোপন দেরাজ হইতে একটি বাঁধান খাতা বাহির করিল। আবার বসিয়া উপর্য্যুপরি দুই গ্লাস মদ পান করিল।]

বিজন—[খাতাখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে] তোমায় দেরাজে বন্ধ করে রেখেছি, পাছে কেউ দেখে ফেলে! নিজে কিন্তু বার বার ছুটে এসেছি তোমার পাতায় পাতায় যে অসহ স্মৃতির ব্যথা জড়ান, তাতে গোপনে অবগাহন করতে! কে জানে কি মোহ তোমার প্রতি ছত্রে! মর্ম্মের পরতে পরতে তার ছাপ পড়ে গেছে যে আমার!—গোড়ায় ভেবেছিলুম পুড়িয়ে ফেলি; পারলুম না। তালা চাবি বন্ধ করলুম, ভাবলুম, সত্যের টুঁটি চাপা দিলুম! আজ দেখছি, ওটা একটা প্রকাণ্ড ভুল! ভুল-ভুল-ভুল। ৺উমাশঙ্কর রায় যখন আমার কাছে তাঁর জীবনের এ বুকভাঙ্গা কাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন, বলেছিলেন, সত্যকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা মূর্খতা, ছাইচাপা আগুনের মত একদিন না একদিন সে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেই; আর যখন সে জ্বলে উঠবে, তোমার সারা জীবনের সযত্ন-রক্ষিত সুখের নীড় মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে! তাঁর সে অমূল্য উপদেশ মেনে চলিনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আরতির প্রকৃত পরিচয় গোপনের সুযোগ দিয়ে আমায় প্রলুব্ধ করেছে; একটা কথা মুছে ফেলে তাঁর উইলে হস্তক্ষেপ করেছি; আদালতকে প্রবঞ্চনা করেছি; যাকে ফাঁকি দিয়েছি, আরতিকে প্রতারণা করেছি। আজ আমার সে ফাঁকির রাজত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে এল।

[পুনরায় মদ্য পান] আরতি, স্থলতা—যখনই জানতে পারবে, কোন রকমেই আর ক্ষমা করতে পারবে না ! কেমন করেই বা পারবে ?—কেউ কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছে, দেশহিতৈষণার আড়ালে এত বড় প্রকাণ্ড একটা প্রবঞ্চনা লুকোন ছিল ?—কিন্তু—প্রবঞ্চনা কি আমি একাই করেছি ? বিপুল, আরতি, তারা কি—? না, না, না ! মিছেই তাদের সন্দেহ করছি। কোথায় তারা—আর কোথায় আমি ? আমার পৃথিবীতে আমি একা !—একা ? না—আছে অমলা ! হা—হা—হা ! এ কার অট্টহাসি ? কার কণ্ঠস্বর ? [আবার মদ্যপান : হঠাৎ কে দরজায় ঘা দিল ; দু'তিনবার ঘা দেওয়ার পরই বিজন অতি সন্তর্পণে খাতাখানা দেরাজে বন্ধ করিয়া চাবিটি পকেটে ফেলিয়া কক্ষের বহির্দ্বার খুলিয়া দিতেই দেখিল আরতি ও স্থলতা] কে ? আরতি ? লতা ? কি চাও ? [আরতি ও স্থলতা ঘরের মধ্যে আসিল]

স্থলতা—বিজুদা, তুমি মদ খাচ্ছ ?

আরতি—তাই তো, মদ আবার কবে ধরলে ? এ তোমার হল কি ? আমি এখুনি সব ফেলে দিচ্ছি। [মদের বোতল, গ্লাস, সোডা, সাইফন সব ছুঁড়িয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিল ; দিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

বিজন—[কেদারায় হেলান দিয়া আরতির দিকে মুখ তুলিয়া] বড় ধাক্কা লেগেছে, না আরতি ? লাগবেই তো ? মায়া-মরীচিকা সৃষ্টি করে তারই পেছনে ছুটেছিলাম ; একটা কাল্পনিক সুখের সুরায় মাতাল হয়েছিলাম ! মরীচিকা কোথায় মিলিয়ে গেল !—তাই,—তাই এবার শেষটায় খাঁটি মদ ধ'র্লাম ! ব'ল্তে পার, আরতি, কোন্‌টা ভাল—কে ভাল ? মদের মাতাল না যারা মদ না ছুঁয়ে মাতাল ?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নদীতীর, যমুনা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নন্দীগ্রামের অধিকাংশই গ্রাস করিয়াছে। ভবতারণ একা একা লাঠি ভর করিয়া পায়চারি করিতেছে। অনতিদূরে স্মৃতিরত্ন ও নিরঞ্জন কথা বলিতেছে। গাঁজার কৃপায় নিরঞ্জনের চক্ষু লাল। বারোয়ারী গঙ্গামূর্ত্তি অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; রংও অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি এখন একেবারে নদীর কিনারে দাঁড়াইয়া আছে]

নিরঞ্জন—আপনিও তবে একই কথা শুনেছেন? কার কাছে শুন্‌লেন? হা,—যত সব—

স্মৃতিরত্ন—এ সব খবর বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তাই শুন্‌লাম।

নিরঞ্জন—বিপিন হালদার হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল? যত সব—

স্মৃতিরত্ন—কে জানে কোথায় গেল? টাকা দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, তাই বা কে জানে?

নিরঞ্জন—এ রকম যে একটা কিছু হবে, এ শর্ম্মার আগেই জানা ছিল! একে তো খেম্‌টাওলীর মেয়ে, সোমত্ত বয়েস, তায় আবার পরমা সুন্দরী! রায় মশায়ের কাণ্ড! তখন গাঁ থেকে বের করে দিলেই হ'ত! এদিকে স্বয়ং জুট্‌লেন গিয়ে সেই মেয়েটাব সঙ্গে, আর বৌটি জুট্‌লেন গিয়ে ভাই-এর সঙ্গে! এত পাপ কি সয়, রতন মশাই?—যত সব—

ভবতারণ—(নিজের মনে মনে) সয় না,—সয় না, গুরুদাস, এত পাপ কি সয়?

[প্রস্থান; হঠাৎ গঙ্গামূর্ত্তি পাড় ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া তলাইয়া গেল]

স্মৃতিরত্ন—হায়, হায়, হায়, হায়!—মা গঙ্গা নিজেই তলিয়ে গেলেন, এ গাঁ কি আর থাকে? হা ভগবান, এত পুরোণ বামুন পণ্ডিত, ভদ্রকায়েতের

দেশ, সবই ভেঙ্গে নিয়ে গেলে? আর ভাঙ্গবেই বা না কেন? এত পাপ কি সয়?

নিরঞ্জন—ভগবান্ আছেন তা' হ'লে—থাকবেনই তো! আজও চন্দ্রসূর্য্য উঠ্ছে! তবে—যত সব—

স্মৃতিরত্ন—পাপ কি একদিনের? ঐ যে রায় মশায়, উনিও কি কম করেছেন? গুরুদাস, বিজনের বাপ ছিল তাঁর পরম বন্ধু, নিজের ভদ্রাসন রায় মশায়ের নামে বেনামী করে রেখেছিল একটা রেহানী দলিল করে। দলিলখানাও কোন বিশেষ কারণে রায় মশায়ের কাছেই রেখে দিয়েছিল। আর যাবে কোথায়? ভাগ্যিস্ স্বলতা ছিল, নইলে তো ওবাড়ী হাতছাড়া হয়েই ছিল আর কি!

নিরঞ্জন—আর ঐ লোকটাকেই কি না আপনারা ঠাউরে ছিলেন সমাজের নেতা! যত সব—

স্মৃতিরত্ন—শুধু আমরাই? বাড়ী দখল নেওয়ার সময় তুমিই না ছিলে রায় মশায়ের ডান হাত?

নিরঞ্জন—ছিলামই তো! কিন্তু সে তো আপনাদের দেখাদেখি! আপনাদের বলিহারি, রতন মশাই! এই ভাঙ্গা ভেলায় সাগর পার হতে গিয়েই না মাঝ দরিয়ায় ডুবলেন? আর বিপিন হালদারের বেশ্যা স্ত্রীটা সমাজে উঠ্ল? আর উঠবি তো উঠবি, একেবারে জমিদারের ঘাড়েই গিয়ে উঠলি?—হা—যতসব—

স্মৃতিরত্ন—আস্তে, আস্তে, আস্তে ভায়া! ঐ যে সেই আদর্শবাদী মহাপুরুষ আসছেন! শত হ'লেও গাঁয়ের জমিদার তো! একদিন না হয় রায় মশায়ের জোরে লড়তে গিয়েছিলে, এখন আর কার জোরে লড়বে?

নিরঞ্জন—তাইতো রতন মশাই, আমি তা' হলে চল্লাম! [প্রস্থান; বিপরীত দিক দিয়া বিজনের প্রবেশ; তাহার চক্ষু লাল, মুখ রক্তাভ, মনে হয় মদ খাইয়াছে]

স্মৃতিরত্ন—এ গাঁ আর টিঁক্‌লো না, বিজন !

বিজন—তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি !

স্মৃতিরত্ন—কি ক'রেই বা টিঁক্‌বে, বাবা ? এত পাপ কি সয় ?

বিজন—কিসের পাপ আবার ?

স্মৃতিরত্ন—গাঁয়ের লোকের জন্য কি না তোমরা ক'রেছ; আর বল্‌তে গেলে কয়দিন হাজতবাসও তো ঐ হতভাগাদের জন্যই। মনে মনে বন্ধু ভাবাপন্ন হ'য়েও প্রকাশ্যে আমিও একদিন তোমাদের শত্রুতা ক'রেছি, কারণ না ক'রে উপায় ছিল না। তবে আমার বিবেকের কাছে আমি অপরাধী নই; আমি জানি শেষ পর্য্যন্ত যে গাঁয়ের দলাদলি থেমে গেল, তা' প্রধানতঃ আমারই চেষ্টায়। তবে দেখ, গাঁয়ের লোকগুলি প্রায়ই খারাপ; প্রকাশ্যে শত্রুতা করা ছেড়ে দিলে, কারণ তার বিপদ আছে জানে; তারপর সুরু ক'রলে পেছন থেকে ছুরি মারার কাজ অর্থাৎ গোপনে কুৎসা প্রচার !

বিজন—কুৎসা ? কিসের কুৎসা ? কার নামে ?

স্মৃতিরত্ন—শোননি তা হ'লে ! ভালই হ'ল ! তা হলে আর বলে লাভ নেই ! —কিন্তু, তোমাকে না জানিয়ে দেওয়াও সমীচীন হবে না। গাঁয়ের লোক যে কতটা নিমকহারাম হতে পারে তা তোমার জানা উচিত।

বিজন—(ঈষৎ রুক্ষভাবে) অতটা ভূমিকার প্রয়োজন কি ? বল'তে যা চাইছেন, বলেই ফেলুন না।

স্মৃতিরত্ন—তোমার লক্ষ্মী-সমা পত্নী, লক্ষ্মণ-সম ভ্রাতা; এ দু'জনের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে যে অশ্রাব্য অপবাদ রটনা হচ্ছে, তা রটনাকারীদের কদর্য্য মনেরই প্রতিচ্ছবি ! তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যেওনা, বাবা ! স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার যে সীতা, তাঁর নামেই কি দুর্জ্জন লোক কম কুৎসা প্রচার করেছিল ?

বিজন—গাঁয়ের লোক যদি ভেবে থাকে বিজন মিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁরই মত স্ত্রীকে নির্ব্বাসন দেবে, এটা তাদের ভুল—এ কথাটা তাদের বুঝিয়ে

দেবেন। যত শীঘ্র সে ভুল তারা বুঝতে পারে, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

স্মৃতিরত্ন—যা বলেছ, ঠিক! তবে কি না—দেখ বিজন, সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে! মূর্খ লোক আপাতদৃষ্টিতে যা' দেখতে পায়, তা' থেকেই একটা ধারণা করে বসে, আর সে ধারণাই তারা গেয়ে বেড়ায়। কোনো কিছু তলিয়ে দেখা তাদের অভ্যেস নেই। এই ধর না কেন—তোমার বিয়ের পর থেকেই তো যে কোনও কারণেই হোক্, বিপুল তফাৎ হয়ে রইল; যাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল, যত্দিন্ তুমি জেলের বাইরে ছিলে, তোমার সঙ্গে মিল্বার নামটিও করলে না। কিন্তু যেম্নি তুমি হাজতে গেলে, অম্নি সে—[নদীগর্ভে আবার তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার শব্দে চমকিত হইয়া বিজন কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল; স্মৃতিরত্ন একটা ক্রূর কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকেই অনুসরণ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিপিন হালদারের বাড়ীর একটি কক্ষ, বাইরের দিকে দরজা বন্ধ কিন্তু একটি জানালা খোলা। অমলা গুন্‌গুন্ করিয়া একটি গানের সুর ভাঁজিতেছে ও উলের জামা বুনিতেছে। সহসা সে গাহিয়া উঠিল]

গান

ভালবাসা সুধার তৃষা বোবা মাটির অন্তরে,
মেটে কি হায় চাঁদের ছোঁয়ায়, মধু-নিশার মন্তরে!
যৌবনেরি মহুয়া বনে গন্ধ মাতাল হাওয়ায়,
মৌ-পিয়াসীর গুঞ্জরণে মদির চোখের চাওয়ায়,
লাগে প্রাণের পরশ মেশা রক্তে রঙীন সুরার নেশা

শিরায় শিরায় গরল সম অনল শিখা সঞ্চরে !
ভেবেছিলাম সে অনলে পুড়বে সকল কালো,
জ্বলার যা' তা' যাবে জ্বলে জীবন হবে আলো ;
পুড়ল সবই, তবু কোথায়,
প্রাণ পেয়ালা ভরল সুধায় ?
পাঁপড়ি ঝরার অশ্রু কেবল,
বুকের তলে মর্ম্মরে।

[বিজন পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া গান শুনিল ; গান থামিলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

বিজন—শুনে ফেল্‌লাম অমলা।

অমলা—[কৃত্রিম কোপ সহকারে] আড়াল থেকে গান শুনে খুবই বাহাদুরি করেছ। কিন্তু বড় ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করলে যে ? গেরস্ত বাড়ী নেই ; তার অনুপস্থিতিতে চোরের মত আসা-যাওয়া একি ভাল ? লোকে কি ভাবে বলতো ?

বিজন—কেন আসি যাই, ভাল করেই জান, তবু প্রশ্ন করছ ?

অমলা—কেমন করে জান্‌ব বল ! আমি তো আর যাদু জানিনে ?

বিজন—[উত্তেজিত ভাবে] যাদুকরি, যাদু জান না ? মিছে কথা ! (হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল)

অমলা—ছিঃ ছিঃ, এ কি কর্‌ছ ? ছাড়ো আমায় ! নিজেকে এত সস্তা করে ফেলোনা জামাইবাবু ! [হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল]

বিজন—ক্ষমা করো অমলা ; সত্যিই আমি অপরাধী। আমার এ আত্মবিস্মরণ অমার্জ্জনীয়। যাই এখন, তোমার কাছে থেকে অপরাধের মাত্রা আর বাড়াতে চাইনে। [প্রস্থানোদ্যত]

অমলা—চললেই তা হলে ?

বিজল—হাঁ ! [কয়েক পা অগ্রসর হইতেই অমলা তাহার হাত ধরিল]

অমলা—যাবে যদি, বলে যাও, রাগ করোনি।

বিজন—(ফিরিয়া) না। (হাত ছাড়াইয়া পিছন ফিরিল)।

অমলা—আচ্ছা, তুমি কি? [বিজন চলিয়া গেল; বাহিরের জানালা দিয়া বিপিন দেখিল বিজন অমলার হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল; সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বা-রে অম্লি, বেশ এক হাত খেলে নিলি তো। টাকা পয়সাও বেশ রোজগার হল নিশ্চয়ই এতদিনে।" বলিয়া সে ঘুরিয়া ভিতরের খোলা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিল]

অমলা—কি? কি বলছ তুমি?

বিপিন—কচি খুকীটি আর কি? কিছুই বোঝেন না। এখন বল দেখিনি বাবুর কাছে কত পেলি কয়দিনে?

অমলা—কি আবার পাব? এসেছিলেন তোমার খোঁজে!

বিপিন—(অমলার কথা ব্যঙ্গ করিয়া) এসেছিলেন তোমার খোঁজে! আমি হাতে ধরে তাকে বুঝিয়ে দিলাম তিনি বাড়ী নেই। অম্নি তিনি সুবোধ বালকের মত চলে গেলেন; না-রে অম্লি?—এ রূপকথা হজম করার মত কাঁচা ছেলে আমি নই। টাকা দেয়নি বলেই তো হাত ধরে টান্‌ছিলি?

অমলা—চোরের মত তাও দেখেছ? তবে শোন,—জীবনে একমাত্র জিনিষ তুমি চিনেছ, সে হচ্ছে টাকা—টাকা—টাকা! বুঝ্‌তে বাকী নেই আমার যে আমায় বিয়েও করেছ আমার টাকা কয়টি হাত করার জন্য,—তোমার কথায় টাকার জন্য জঘন্যভাবে নিমকহারামি ক'রেছি; যাঁর দয়ায় অন্নসংস্থান হলো, সমাজে ঠাঁই পেলাম, তাঁরই ভাঁড়ার লুঠ করেছি! আবার ভাব্‌ছ, বাবু টাকা দেন্‌নি বলে তাঁর হাত ধরে টান্‌ছিলাম! এত কদর্য্য তোমার মন? ছিঃ!—

বিপিন—[বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে] ছিঃ! জানি অভিনয় করতে পারিস্, ঐটে তোদের মজ্জাগত? যে রক্ত তোর নাড়ীতে, তাতে—

অমলা—(উত্তেজিত ভাবে) তাতে আমার শরীরটা মানুষের নয়, প্রাণটাও নয়? এই তো? এই তো বলতে চাও?

বিপিন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস? তোরা আবার মানুষ?

অমলা—তবে শোন, ওটা তোমার ভুল! আমিও মানুষ, অন্য সবারই মত— থাক্! তোমায় বলে লাভ নেই, তুমি বুঝ্বেনা, তোমার প্রাণ— মানুষের নয়। হ্যাঁ, তবে এইটুকু বলে রাখি, দেইনি কিছু, চাইনিও কিছু, পাইনিও কিছু! বিশ্বাস ক'রবে?

বিপিন—সত্যি, অম্লি? এযে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা।

অমলা—জানি, তোমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব!

বিপিন—তবে হাত ধরে টান্ছিলি কেন?

অমলা—সে সাহস যে কিসের জোরে আমার হল, কেন হ'ল, নিজেই জানি না; তোমায় বোঝাব কেমন করে?

বিপিন—(নরম স্বরে) অম্লি, একেবারে মরেছিস্ নাকি? সত্যিই শেষটায় রূপকথার রাজকন্যে হয়ে দাঁড়ালি যে?

অমলা—সে কপাল নিয়ে জন্মাইনি! তবে যে নীরন্ধ্র অন্ধকারে প্রথম চোখ মেলেছিলাম, তোমারই দয়ায় সেখান থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষের জগতে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার রৌদ্রছায়া, ঝড়বৃষ্টি, হাসিকান্না, পরীর পাখায় উড়িয়ে আমায় রূপকথার রাজ্যে নিয়ে চলেছে; সেখানে আছে সাপের ফণার ছায়ায় ঘুমিয়ে শুধু এক রাজকুমারী আর সোনার কাঠি রূপার কাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে এক রাজকুমার তার দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে আছে।

বিপিন—ত্যাখ্, এ রাজকুমারটি তোর জামাইবাবু না হ'য়ে আমিও তো হতে পারি?

অমলা—একদিন হয়তো পারতে! কিন্তু আজ আর হয় না! আমার রূপকথার রাজকুমার আজও রক্তমাংসের শরীরে রূপ নেয়নি! সে শুধু স্বপ্ন! সে আমার স্বপ্নই থাক্! [দু'বিন্দু অশ্রু মুছিল]

বিপিন—তুই যে আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লি, অম্লি! কদিনেই তোর একি পরিবর্ত্তন?—আমি তো ভেবেছিলাম এর পর বিনে পরিশ্রমে, চাক্‌রী না করে, চোখ রাঙ্গিয়ে টাকা উপার্জ্জন করব—আর রাজার হালে নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাব। শোন্‌ কানে কানে [কানে কানে বলিল]

অমলা—না—না—না; মিথ্যা কথা, বিশ্বাস করি না।

বিপিন—আদালতে প্রমাণ হবে।

অমলা—হোক্‌! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মুখে অমন কথা এনো না; দিদির কানে ওকথা যেন কোন রকমেই না যায়। তুমি যা চাও, যত টাকা চাও, যেমন করে পারি, তোমায় এনে দেব।

বিপিন—দূর পাগ্‌লী! এমন সোজা উপায়ে টাকা আস্‌বে—এ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কোন্‌ বোকা?

অমলা—ত্যাখো, ভগবান আছেন; তিনি সইবেন না, এমন নিমকহারামি কখনও সইবেন না। টাকা চাইছ, আমি তোমায় টাকা দেব।

বিপিন—(নরম স্বরে) আচ্ছা, তাই দিস্‌।

অমলা—কাউকে ও কথা বলবে না তা হলে?

বিপিন—দেখা যাবে। [বিজনের প্রবেশ]

বিজন—বিপিনবাবু, আপনি যে সমনখানা দিলেন, তার সঙ্গে আরজির নকল নিশ্চয়ই ছিল; সে খানা দেন্‌ নি তো?

বিপিন—ভুলে আমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিল।

বিজন—ভুলে নয়; ইচ্ছে ক'রে খাঁটি খবর সংগ্রহ করার জন্যই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার মতলব?

বিপিন—মতলব বিশেষ কিছুই নয়; নিরাসক্ত ভাবে সত্যের সন্ধান!

বিজন—সত্যের সন্ধানে গিয়ে অনেকেই প্রায় মিথ্যা কুড়িয়ে আনে! আশা করি আপনি তা করেন নি!

বিপিন—সত্য কুড়িয়ে আন্‌লাম কি মিথ্যা সংবাদই নিয়ে এলাম, আপনি নিজেই তা' ভাল জানেন। তবে যতটা বুঝ্‌লাম, ৺উমাশঙ্কর রায়ের ভাইপো মাম্‌লার জন্য দলিলগত প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন ?

বিজন—মাম্‌লার ফলাফল যা' হয় হবে; কিন্তু আমি চাইনে এরকম একটা মিথ্যা আরতির কানে আদৌ পৌঁছায় ? আশাকরি, আপনার বিবেচনা-শক্তি ও বিশ্বস্ততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'র্‌তে পারি !

বিপিন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বিজন—এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌লে কখনো অনুতাপ কার্‌তে হবে না। এই নিন্। [পাঁচখানি একশো টাকার নোট্ হাতে দিয়া প্রস্থান করিল]

অমলা—এই তোমার নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান ?

বিপিন—আমি কি টাকা চেয়েছিলাম, অম্লি! যাঁরটা খেয়ে-প'রে বেঁচে আছি, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে আমি অস্বীকার করি কোন্ মুখে ? তবে হ্যাঁ, বিনা শ্রমে টাকা উপার্জ্জনের একটা নূতন পথ হ'ল বটে ! ভগবান্, সত্যিই তুমি আছ ! [উদ্দেশে প্রণাম] মানুষ ভাবে এক, হয় আর ! দেওর ভাই-বৌ মিলে আমায় তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রেছ, কেমন তাড়াও এখন দেখে নেব ! অম্লি, কি মজা, কি মজা !—একটা শনি-পূজোর ব্যবস্থা কর্ ভাল ক'রে ! সমস্ত গাঁয়ের লোকের নিমন্ত্রণ, বুঝ্‌লি ?—এ মাসের শেষ শনিবারেই, মনে থাকে যেন ! [প্রস্থান]

অমলা—জামাইবাবুকে এ অর্থপিশাচের হাত থেকে বাঁচাই কি করে ? [ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[বিজনের বাড়ীর একটি কক্ষ ; আরতি ও রামসদয়]

রামসদয়—না দিদি, এবারকার মত আমার কথাটি রাখ ; নায়েব বাবুকে সরাও, উনি যে কি চিজ, টের পাওনি আজও ; তাই ওকে বহাল রেখেছ ?

আরতি—আমিও ভাব্‌ছিলাম তুলে দেব ; কিন্তু তুলে দিলেই বা ওদের চল্‌বে কেমন করে ? অমলা উপোস করে থাক্‌বে আর আমি খাব, তা কি হয়, রামসদয় ? সে যে আমায় নিজের দিদির মতই ভালবাসে, ভক্তি করে।

রামসদয়—তা করুক ; কিন্তু ওর স্বামীটি ঠিক দু'মুখো সাপ। সে যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, তা এতই কদর্য্য যে তোমায় খুলে বলতে পারব না। তাকে তাড়াতেই হবে !—নইলে—

আরতি—নইলে কি, রামসদয় ?

রামসদয়—আমায় তুমি যে শাস্তি দিতে চাও দিও, আমি ওর কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দেব।

[উত্তেজিত ভাবে বিপুলের প্রবেশ]

বিপুল—বৌদি, শুনেছ ?

আরতি—কি হয়েছে, ঠাকুর পো ?

বিপুল—বিপিনবাবু যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে গাঁ থেকে অবিলম্বে তাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আরতি—কি বলে বেড়াচ্ছে ?

বিপুল—[বসিয়া পড়িল ; রাগে তাহার মুখ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে] তোমায় তা' মুখ ফুটে বলতে পারবো না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, কত জঘন্য, কত মিথ্যা সে কথা !

আরতি—(ঈষৎ হাসিয়া) তুমি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, ঠাকুর পো। যা কল্পনাও করতে পারিনে, যা আমার জানাও নেই, এরকম অভিযোগে বিপিনবাবুকে কর্ম্মচ্যুত করবো কেমন করে বলতো! তা অন্যায় হবে না কি? [কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অমলার প্রবেশ]

অমলা—কিছুমাত্র অন্যায় হবে না দিদি! এই নাও, আমার ও আমার স্বামী মহাশয়ের চুরির অকাট্য প্রমাণ। এ অপরাধেই তাকে বরখাস্ত করে দাও; তারপরে তাঁকে গাঁয়ের বার করে দাও। [আরতিকে কাগজগুলি দিলে আরতি বিপুলের হাতে দিল; বিপুল সেগুলি পড়িয়া দেখিতে লাগিল]

আরতি—[অমলার দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল] অমলা—বুঝে উঠতে পারছিনে তুমি কেন নিজের পায়ে কুড়োল মারছ, স্বামীকে ধরিয়ে দিচ্ছ?

অমলা—পায়ে কুড়োল মারছিনে দিদি, পায়ের বেড়ী ছিঁড়ে ফেলতে চলেছি। স্বামী হলেও এ পিশাচকে নিয়ে আর ঘর করা চলে না, এতই কদর্য্য ওর মন। তুমি আমায় জান দিদি; অনেক পাপ করেছি, মনে মনেও অনেক পাপ জমা হয়েছে; কিন্তু আমিও আর একে বরদাস্ত করতে পারছিনে! এর একটা বিহিত তোমায় করতেই হবে।

আরতি—তোমরা সবাই মিলে বিপিনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ; কিন্তু অভিযোগটা যে ঠিক কি, তা আমি কখনও বুঝে উঠতে পারলুম না তো!

অমলা—বিপুলবাবুর নামের সঙ্গে অতি কুৎসিত ভাবে সে জড়িয়েছে তোমার নাম দিদি, তোমার নাম।

আরতি—(শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল) সে কি, অমলা?

অমলা—বিশ্বাস হচ্ছে না, দিদি; হবেই বা কেমন করে?—গাঁয়ের সবাই একথা শুনেছে!

আরতি—সত্যি, ঠাকুর পো।

বিপুল—সত্যি, বৌদি।

আরতি—রামসদয়, বিপিনবাবুকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয় তো (রামসদয়ের দ্রুত প্রস্থান)

অমলা—কাগজপত্রগুলো যেন ওর চোখে না পড়ে ; খোঁজ করলে বলব হারিয়ে গেছে। যাই তবে দিদি ! ওর কথায় যেন গলে যেও না [প্রস্থান]

আরতি—ঠাকুর পো, লজ্জিত হয়েছ ? যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এমন মিথ্যা অপবাদে মনে কোনও সঙ্কোচ আসতে দিও না ভাই ! আমার ভাই নেই, তোমায় পেয়েছি ; বোন নেই, লতাকে পেয়েছি, সরলাকে পেয়েছি, অমলাকে পেয়েছি। তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার স্নেহ-প্রীতির যে ক্ষুদ্ররাজ্য আমি গড়ে তুলেছি, তা কি একটা কুৎসিত মিথ্যার আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে ?

বিপুল—তা' কেন হবে বৌদি ? আমি চিরকালই তোমার ছোট ভাইটিই থাকব। এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আমার আর কিছু নেই। [পদধূলি লইল]

আরতি—[অন্যমনস্কভাবে] ভাবছি বিপিনবাবু হঠাৎ আমাদের পেছনে লাগতে গেলেন কেন ? তাঁর উপকার ছাড়া অপকার কখনো করেছি বলে তো মনে হয় না।

বিপুল—কারণ সুস্পষ্ট ! তুমি আমি তার চুরি বন্ধ করতে গিয়েছিলাম, করেও ছিলাম। স্বার্থে হাত না পড়লে হয়তো এসব করতো না ; আর স্বার্থে হাত পড়েছে বলেই এসব রটনা করে দাদার মন বিষিয়ে দিতে চাইছে।

আরতি—তবে কি এর জন্যেই তিনি মদ ধরলেন—ঠাকুর পো বলতো ভাই এর কি উপায় করা যায় ? [বিপিনের প্রবেশ]

বিপিন—ডেকেছো দিদি ?

বিপুল—ওরে ভণ্ড, আর দিদি ডাকের অপমান করিসনে। ইচ্ছে হয়, তোকে এখুনি লাথি মেরে তাড়াই।

বিপিন—ছোট বাবু, আমি আপনার মাইনের চাকর নই। মুখ সামলে কথা বলবেন! [বিপুল তাহার ঘাড়ে ধরিল]

আরতি—এ কি করছ ঠাকুর পো? থাম। [বিপুল লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল] বিপিন বাবু, আপনি আজ থেকেই ঠাকুর পোর কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করুন ; এক সপ্তাহের মধ্যে সব চুকিয়ে যে বাড়ীতে আছেন, তা ছেড়ে দেবেন। এ আমার আদেশ! যান! ঠাকুর পো, তুমি এর কাছ থেকে হিসেবটা বুঝে নিও।

বিপিন—এ কি খুব সুবিচার হল, দিদি?

আরতি—হল কি না জানেন আপনি আর জানেন ভগবান্! আমি যতটুকু জানি তাতে অবিচার মোটেই হয়নি! যান!

বিপিন—যাচ্ছি—কিন্তু, চাকা একদিন ঘুরবে—ধর্ম্মের চাকা। সে দিনের দিকেই আমি তাকিয়ে রইলাম [সদর্পে প্রস্থান]

বিপুল—দেখলে তো! ভণ্ডামি, দুঃসাহস—দুটোরই সীমা ছাড়িয়েছে লোকটা, ইচ্ছে হচ্ছিল মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিই।

আরতি—না, অমন কাজ করতে নেই। যাও হিসেবটি বুঝে নাও গিয়ে।
[বিজনের প্রবেশ]

বিজন—[সুরাজড়িত কণ্ঠে] শুনলাম আরতি, বিপিনবাবুকে জবাব দিয়ে দিলে!

আরতি—হ্যাঁ, দিয়েছি—অন্য উপায় ছিল না।

বিজন—কিন্তু আমি বলছি তাকে জবাব দেবার উপায় নেই। তোমায় সে হুকুম রদ করতেই হবে, রদ করতেই হবে। [বসিয়া পড়িল]

আরতি—[একখানা পাখা তুলিয়া বাতাস করিতে করিতে] সে কথা পরে হবে এখন, আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও।

বিজন—সুস্থ হব?—কেন কার জন্য? কিসের জন্য?—বিপিনবাবুর অপরাধ?

বিপুল—তার অপরাধের গুরুত্ব, কদর্য্যতা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, দাদা, সে এমনি কৃতঘ্ন!

বিজন—কিন্তু সে যা বলছে, তা যদি সত্যি হয় ? [বিপুল রাগে ও ঘৃণায় চক্ষু কুঞ্চিত করিল]

আরতি—[চমকিত হইয়া] তুমিও তাহলে বিশ্বাস করছ ? বল, বল আমায়, সত্যি করে বল ! [বিজন মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল] কেমন করে তোমায় বোঝাব, সবই ভুল, সবই মিছে।

বিজন—সবই মিছে ? কি বললে আরতি ? সবই মিছে ? সত্যি ? না, না, না, না ! ওসব শুধু মুখের কথা, মনের নয় ! কে যেন গেয়েছিল একদিন "সুধার তৃষ্ণা বোবা মাটির অন্তরে ?" কোথায় মাটি, কোথায় সুধা ? হা-হা-হা-হা।

বিপুল—বৌদি, চল যাই এখান থেকে। দাদা প্রকৃতিস্থ নন্; মাতালের হাতে লাঞ্ছিত হবে শেষটায় ?

আরতি—[বিপুলের দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া] তুমি যাও, ঠাকুর পো !

বিজন—[উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া] মাতালের হাতে লাঞ্ছনা কেন সইবে আরতি ? মাতাল যারা নয়, তারাতো তোমায় একদিন যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিল ! কিন্তু সে হল পুরোণ কথা। আজ মাতাল স্বামী তোমার চোখের কাছে। বিপুল, ওকে নিয়ে যা'না ভাই !

আরতি—[বিজনের পায়ে ধরিয়া] আমি যাব না, তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। ভেবে দেখো দেখি, কি ছিলে আর কি হয়েছ ?

বিজন—কি ছিলাম ? কে জানে ছিলাম কি না ? কি হয়েছি ? কে জানে আছি কি না ? কি আর দেখ্ছ আরতি ? জানোই তো মানুষ একবার ম'লে আর বাঁচে না। [বলিতে বলিতে মেজের উপর শুইয়া পড়িল ; আরতি তাহার মাথা কোলে লইয়া বাতাস করিতে লাগিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[বিজনের শয়ন কক্ষ; ঘরে একটি টাইমপিস্-এ ১২টা বাজিয়াছে, দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। বিজন ঘুমাইয়াছিল; আস্তে আস্তে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়া বসিল; পরে যন্ত্রচালিতবৎ টেবিলের কাছে আসিয়া দেরাজ খুলিয়া বাঁধান একখানা খাতা বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বিছানার উপর আসিয়া বসিল]

বিজন—একি কালির লেখা? এযে বুকের রক্ত—৺উমাশঙ্কর রায়ের বুকের রক্ত, জ্বল জ্বল করছে! কেমন করে এ লেখা আমি মুছে ফেল্‌ব? [পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে] যদি মুছে ফেলতে না পারি, আরতিও জেনে যাবে যে!—এই যে—"প্যারি থেকে নন্দা, চন্দ্রহাস যেদিন উধাও হ'ল, কক্ষচ্যুত উপগ্রহের মত সমস্ত ইউরোপ তাদের সন্ধানে ঘুরেছি; তিন বছর পরে নন্দাকে পেলাম তার মৃত্যুশয্যায়; শুন্‌লাম চন্দ্রহাসও বেঁচে নেই, রেখে গেছে ফুলের মত একটি শিশু। নন্দার হাত থেকে যখন সে দেবশিশুটি গ্রহণ করলাম, মনে হল আমার অর্থহারা জীবন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সার্থকতা খুঁজে পেল। জীবনকে অস্বীকার করে তাকে একদিন জয় কবতে চেয়েছিলাম; মুমূর্ষু নন্দার মুখপানে চেয়ে সেদিন নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করলাম; নতমস্তকে আমার দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করে শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। নেমে এল প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি! দেশে ফিরলাম। তার আধো আধো কথায়, তার চোখের ভাষায় কি যে পেলাম জানি না; ধীরে ধীরে রিক্ত জীবন যেন আবার পূর্ণ হয়ে উঠল। তার দেহমন আমারই চোখের আলোকে দিনের পর দিন ফুলের কলির মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাকে গড়ে তুলেছি, এ আমার পরম গর্ব্ব। আমি যদি তার পিতা হওয়ার অধিকারী নই, তবে কার সে অধিকার?—চন্দ্রহাসের? না, না, না"। [পাতা

উল্টাইয়া] "কলঙ্ক ?—সে কলঙ্ক তার মায়ের, আমার স্ত্রী নন্দার, বন্ধু চন্দ্রহাসের ! আর কারও নয় ! তাদের মনে যে কলঙ্কের জন্ম, তাদেরই মনে অনুতাপের আগুনে তার বিলয়। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই ; থাকলেও অনায়াসেই ভাবতে পারতুম, অন্য সবারই মত তারাও নিষ্কলুষ।" [আবার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে] "বাইরের নীরব, নির্দ্দয় বিদ্রূপ সইতে হবে তোকে নিজের মনের জোরে। কখনও ভুলে যাস্‌নে মা, শরতের শিশির ধোওয়া শেফালির মতই তুই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক। দুনিয়া যদি কোন কুসংস্কারের বশে তোর ঘাড়ে অন্যের অপরাধ চাপিয়ে দিতে চায়, তুই তা মেনে নিবি কেন ? তা হলে যে তোর দেবতার পরাজয় হবে সমাজের অপদেবতার কাছে ? এ দুয়ের লড়াই অহর্নিশ চলছেই ; তোদের জীবনেও চল্‌বে।" [আবার পাতা উল্টাইল] "যে ভ্রান্তির চতুর্দ্দিকে প্রত্যহের স্নেহ ভালবাসার নীড় রচনা করে চলেছিলি, হঠাৎ একদিন রূঢ় সত্যের আঘাতে যখন তা ভেঙ্গে যাবে, মনে হবে তোর চন্দ্রসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হল। একদিন আমারও এম্‌নি হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মন গতিশীল ; সে যদি কোন এক জায়গায় অকস্মাৎ থেমে যেত, তা হ'লে তার বাঁচা হ'ত না। সেখানে সুখে দুঃখে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়ার খেলা চল্‌ছে বলেই সে বেঁচে থাকে। এর ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে মানুষকে কত দুঃখই না পেতে হয় ? কিন্তু সে দুঃখ যে সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সহচর ! অন্তর্য্যামী যে তারই মধ্য দিয়ে পলে পলে, তিলে তিলে মানুষকে সৃষ্টি করে চলেছেন ! তার দুঃখ বেদনা শুধু ভাঙ্গেই না, চোখের আড়ালে গড়েও তোলে। যেদিন থেকে সুখ ভাঙ্গেনা, আর দুঃখ গড়ে তুলতে পারে না, সেদিন থেকে মৃত্যুর কাছে হয় জীবনের পরাজয়। সুখ তখন রচনা করে শুধুই পুতুল, আর দুঃখও ভেঙ্গে নিয়ে যায় শুধু মাটির ঢেলা।" [আবার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে] "সৃষ্টি প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলো জ্ব'লে উঠ্‌ছে নিভ্‌ছে আবার

জ্বল্‌ছে ; বাতাস বইছে কখনও মৃদুমন্দ, কখনও সংহারিণী ঝঞ্ঝা মূর্ত্তিতে ; থেমে যায় না তাই কখনও বিষাক্ত হয় না ; চলার গতিতে বাইরের গরল থেকে সুধা নিংড়ে নিয়ে পাবনী শক্তি তাদের বেড়েই চলে। মানুষের মনও ঠিক্ তেমনিই। গতি হারালেই সেখানে জ'মে ওঠে বিষ, আর গতিশীলতা সে বিষকে সুধায় রূপান্তরিত ক'রে নেয়। প্রলয়ঙ্কর কালকূট জীর্ণ ক'রতে না পার্‌লে নীলকণ্ঠের শিবত্ব কি পূর্ণতা পেত ?"—[খাতাটি উঁচু করিয়া ধরিয়া] তালাচাবি বন্ধ ক'রে তোমায় আর ক'দিন রাখব মনে মনে ? তোমার রক্তরাঙ্গা প্রতি অক্ষরটি যে আগুনের মত দাউদাউ ক'রে এ বুকে জ্ব'ল্‌ছে। উঃ—! [বিজন যখন খাতা খুলিয়া তাহা হইতে যেন পড়িতেছে, এরকম ভাবে কথা বলিতেছিল, আরতি তখন অতি সন্তর্পণে তাহার কক্ষের দরজা ঈষৎ খুলিয়া দরজার পাশে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতসারে তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। সচকিত ঘুমন্ত বিজন আবার যন্ত্রচালিতবৎ খাতাখানি তালাবন্ধ করিয়া উঠিয়া গিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল ; কিছুক্ষণ পরে আরতি আস্তে আস্তে চাবিটি তুলিয়া দেরাজ খুলিল এবং খাতাখানি লইয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[বিজনের শয়ন কক্ষ—ঘড়িতে ৪॥ টা বাজিয়াছে। বিজন শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছে। আরতিও শয্যার একধারে বসিয়াছে। টেবিলের উপর সেই বাঁধান খাতাখানি]

আরতি—কেন এ রহস্য এতদিন গোপন ক'রে রেখেছিলে, এ প্রশ্ন ক'রে আজ আর তোমায় বিব্রত কর্‌তে চাইনা। শুধু এ'টুকু তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি যাঁকে আমি পিতা ব'লে জেনেছিলাম এতদিন, যাঁর শেষের কয়েকটা কথা

আমার কাছে এতদিন অবোধ্য ছিল, তাঁর শেখান আদর্শ থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হব না। সত্যকে তালাবদ্ধ ক'রে মিথ্যার পোষাক পরিয়ে নিজের দৈন্য আমি লুকোতে চাইব না, ফলাফল যাই হোক্ ?

বিজন—তা হ'লে কি ক'র্‌তে চাও, আরতি ?

আরতি—আমার একমাত্র কর্ত্তব্য সর্ব্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—আমি জারজ কন্যা !

বিজন—ব'ল্‌তে পার্‌বে ?

আরতি—কেন পারব না ? সত্য যা, তা পীড়াদায়ক হ'লেও তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে।

বিজন—তার সঙ্গে যদি আরও কিছু মাথা পেতে নিতে হয় ?

আরতি—তবু পারব। পারতেই হবে আমায়, মূল্য তার যাই হোক্ !

বিজন—জান না কি ব'ল্‌ছ। ৺উমাশঙ্কর রায়ের কন্যা ব'লেই তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'য়েছ। এ কথা রাষ্ট্র হ'য়ে গেলে এ সম্পদে তোমার কোন দাবী থাকবে না। পথে দাঁড়াতে হবে তাদেরই মত, যারা তোমারই এ সম্পদের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে। তবুও পারবে ?

আরতি—কেন পারব না ? সম্পত্তি যদি ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আমার প্রাপ্য না হয়, তাহলে তাতে আমার কোন লোভ নেই, এও কি তোমায় আজ ব'লে বোঝাতে হবে ? সে যে চুরি, সে যে প্রতারণা !

বিজন—সম্পত্তির নিজস্ব মূল্য তোমার কাছে কিছু নেই জানি ; কিন্তু একবার ভেবে দেখো আরতি, প্রধানতঃ তার আয়ে এবং নিজের অক্লান্ত সাধনায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছ, তাও অর্থাভাবেই ভেঙ্গে যাবে। তবু পারবে ?

আরতি—ব্যথা পাব,—তবু—তবু আমায় পারতেই হবে। যা সত্যিই আমার নয়, তা ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক আঁকড়ে থাকব, তা পারবো না ! প্রাণ গেলেও নয়। পরকে ঠকিয়ে যে সম্পদ—তার

আয় থেকে যদি এসব প্রতিষ্ঠান পুষ্টিলাভ করতে থাকে, তবে কি মিথ্যার অর্ঘ্য সাজিয়েই আমরা সত্যের উপাসনায় রত থাকব না? অন্তর্য্যামী এ প্রবঞ্চনা কখনই মার্জ্জনা করবেন না; আপাতদৃষ্টিতে যা শুভ বলে সবাই জান্‌বে, তার অন্তরালে সর্ব্বগ্রাসী অমঙ্গল শক্তি সংগ্রহ করতে করতে যখন দুর্জ্জয় হয়ে দেখা দেবে, তখন সে দুর্ব্বিপাক থেকে কে এসব প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করবে? আর যদিই বা রক্ষা পায়, তোমার আরতি তা চায়না—চায়না। তার চেয়ে বরং নিজ হাতে এ মিথ্যার প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে যাব, যদিও তাতে বুক ভেঙ্গে যায়।

বিজন—কেন যেচে এ বেদনা বরণ করে নেবে আরতি? এখনো সময় আছে; এখনো চেষ্টা করলে এ সত্য গোপন রাখতে পারি। তা হলে সব দিক বজায় থাকে।—আরতি, সত্য-মিথ্যা, আলো-ছায়া, দুটো মিলিয়েই জীবন; দু'টোর সমন্বয় করতে না পারলে বেঁচে থাকাই যে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আরতি—[সবিস্ময়ে] ওঃ, বুঝেছি তুমি কি চাও, কি চেয়েছ এতদিন! উঃ, কি ভুলই করেছিলাম! [উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিজন হাত ধরিয়া থামাইল]

বিজন—অধীর হয়ে পড়ো না, আরতি। স্থির চিত্তে সমস্ত বিবেচনা করে ছাখো। হঠাৎ কিছু করে ফেলো না।

আরতি—(বিরক্তির সহিত) কি বলতে চাও তুমি? ৺উমাশঙ্কর রায়ের প্রিয় শিষ্য, তাঁর আদর্শের একনিষ্ঠ পূজারী, যার হাতে তিনি আমায় সঁপে দিয়েছিলেন, তুমি কি সেই? উমাশঙ্কর-স্মৃতি-দেবায়তনের দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে গান রচনা করেছিলে—"সত্য মন্ত্র, সত্য তন্ত্র, সত্যই শুধু সাধনা"। তুমি কি সেই? বার বার আজ প্রশ্ন জাগছে তুমি কি সেই?—না, আমরা ভুল করেছিলাম, তোমায় বুঝতে পারিনি?

বিজন—(উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) ভুল ? সত্যিই ভুল করেছ ; সত্যিই আমায় বুঝতে পারোনি। কিন্তু ভুল তুমি একাই করোনি আরতি ; ভুল আমিও করেছি। আমিও কি তোমায় বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন ?

আরতি—তাই তো দেখছি। তুমি চাও আমি সত্যে জলাঞ্জলি দিয়ে সব দিক বজায় রাখব ; নিজের আসনের উচ্চতা এবং নিরাপত্তা ক্রয় করব। আমি কিন্তু কিছুতেই পারবো না। যে মহাপুরুষের স্মৃতি আজ আমার জীবনের একমাত্র পাথেয়, তাঁর অসম্মান আমি করতে পারব না, করব না। আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি কেমন করে এমন একটা ভুল আমার সম্বন্ধে তুমি করতে পারলে।

বিজন—ঐটেই যদি আমার একমাত্র ভুল হতো !—

আরতি—তা হলে আমার সম্বন্ধে আরও ভুল তুমি করেছ ?

বিজন—আর প্রশ্ন করো না আরতি, আর জানতে চেয়ো না।

আরতি—কেন ?

বিজন—জেনে কোন লাভ নেই।

আরতি—লাভ লোকসান খতিয়ে তোমার আমার সম্বন্ধ আজ বিচার করতে সুরু করেছ যখন, বলার আমার কিছুই নেই। বলতে চাও না, তাই প্রশ্নও আর করব না ; কি সে ভুল আমার সম্বন্ধে করে বসে আছ যা ভেঙ্গে দিতে কোন রকমেই আমি পারব না। দুঃখ শুধু আমার এই, কয়েকটা ভুল তোমার আমার মাঝখানে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে আমাদের জীবনে তাই চরম সত্য হয়ে রইল ; ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগও আমার মিল্‌ল না।

বিজন—ভুলের দেওয়াল ভুল ভাঙ্গলেই ধসে পড়ে ; কিন্তু সত্য যে প্রাচীর রচনা করেছে, তা ভাঙ্গতে হলে তোমার আমার জীবনের কতখানি যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, তা কি একবারও ভেবে দেখবে না, আরতি ?

আরতি—শুধু সেটুকু ধূলিসাৎ হবে যেটুকু আমাদের জীবনে সত্য নয়, একান্তই মিথ্যা! সত্যকে চাপা দিতে চেয়ো না; তার নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ হতে দাও, ব্যবধান ঘুচে যাবে; যে বাঁধনে তুমি আমি বাঁধা তা দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়াবে।

বিজন—তা হয়না আরতি।—একজন মহাপুরুষের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে গাঁয়ে এসেছিলাম; কিন্তু সত্যের কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নের প্রদোষালোকে পরস্পরের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাও আজ মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে এ ছিন্নসূত্র আর জোড়া দেবে বল? চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না।

আরতি—সত্যকে বীরের মত মেনে নাও; গোঁজামিল দিলে চলবে না।—তোমার রতি তোমার সমস্ত গ্লানি, সব অসম্মান ধুইয়ে দেবে নিজের চোখের জলে। তার সে ন্যায্য অধিকার তাকে দাও।

বিজন—নিজকে প্রশ্ন কর আরতি, কেমন করে তা হতে পারে!

আরতি—কেন হতে পারে না, সে প্রশ্নের জবাবটাই আগে দাও না!

বিজন—নিতান্তই শুনবে, আরতি!—তবে শোন! তুমি ভুল করেছিলে একটা নিতান্ত স্বার্থপর, দৈন্য-ভীরু, প্রতারককে আদর্শনিষ্ঠ, পরোপকারী দেশসেবক ভেবে; আর আমি!—আমি ভুল করেছিলাম—তোমার রক্তধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ, একটি বারও তার কথা না ভেবে!

আরতি—[বিজনের শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র বজ্রাহতের মত উঠিয়া পড়িল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পমান; দুইচোখে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; পরে কি যেন একটা অন্যমনস্কতার ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল] "রক্ত ধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ!" [বলিতে বলিতে দুই কক্ষের মধ্যের দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইল] কলুষিত নির্দ্দেশ! রক্তধারায়!—তাই তো! [হঠাৎ দুই হাতে বুক চাপিয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল; নেপথ্যে পতনের শব্দ, শব্দ শুনিয়া

বিজনও ছুটিয়া গেল ; নেপথ্যে সারেঙ্গী বাজাইয়া এক বাউল গাহিয়া চলিয়াছে]

গান

ওরে ঘর ছাড়া পাগল, এবার চল্ ফিরে চল্ ঘরে ;
হেথায় খেলা চুকে গেল, সাঁঝ হ'য়ে এল, আগল পড়িল দ্বারে।
তবে আর কেন পরবাসে ?
চেয়ে দেখ পিছে অই প'ড়ে আছে দগ্ধ জীবন মরু,
কোথা বারি হোথা কুঞ্জ বীথিকা পুষ্পিত ছায়া তরু।
শুধু তপ্ত বালুকা শিহরিয়া ওঠে, ভাঙা স্বপনের শ্বাসে,
কেঁদে কেঁদে যায় নিশীথের বায়, দিনের ব্যথার পরে।
কোন্ মায়াবীর মোহন ছলে,
ফেলি নিজ নীড় বেদন নিবিড়, গেলিরে আকাশে উড়ে,
পেলিনে তো সুখ, ভেঙ্গে গেল বুক, সুখ আসে ঘুরে ঘুরে ;
শুধু দিনের অনল পাখা পুড়ে দিল পড়িলি ধরণী তলে,
অই এলরে আঁধার কি দেখিস্ আর, নে তারে জীবনে ব'রে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আরতির কক্ষ ; অমলা ও আরতি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরতি চোখমুখ ফুলাইয়াছে ; চোখের কোণে কালো রেখা দেখা দিয়াছে। আলুলায়িত কেশ ; আলুথালু বেশ। অমলা আরতির অবিন্যস্ত কেশপাশ আঁচড়াইতেছে।]

আরতি—একদিন না তোকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম ?

অমলা—তুমি তাড়ালেই যেন এ অভাগী তোমায় ছাড়্‌ত। ওঠো এখন, দুটো খেতে হবে তো।

আরতি—খাব এখন ; তুই বাড়ী যা-না, অমলা।

অমলা—ওমা, না খেয়েই বাড়ী যাব ভেবেছ ? জানো না বুঝি কদিন থেকে পেটে কিছু পড়ুক বা না পড়ুক্, পিঠে বেত বেশ পড়ে। এই গ্যাখ !
[পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইল বেতের দাগ]

আরতি—[উঠিয়া দাঁড়াইল, পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া] শেষটায় এও বরদাস্ত ক'র্‌তে হ'চ্ছে ?

অমলা—[হাসিয়া] না ক'রে করি কি দিদি বল। তোমায় ছেড়ে যেতে যখন পার্‌বই না, তখন বেত যদি পিঠে পড়ে, পিঠকে তা' সইতেই হবে।

আরতি—[জড়াইয়া ধরিয়া]—অমলা, বল্‌তো বোন, আমি তোর কে যে আমার জন্য স্বামীর এ অত্যাচার সয়ে চ'লেছিস্ ?

অমলা—তুমি আমার কেউ নও, অথচ কি যে নও, তাও কি ছাই জানি ! দিদি, প্রাণঢালা স্নেহ যদি কোথাও পেয়ে থাকি, সে তোমারই কাছে ; তুমিই আমার সব ! তুমি ছাড়া আমার আর কেই-বা আছে !

আরতি—অমলা, পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলি বল্ তো ?

অমলা—হয় তো দাসী বাঁদী,—আর নয় তো—সতীন্।

আরতি—(বিস্মিত হইয়া) সতীন ?

অমলা—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, সতীন্ ! বিশ্বাস হয় না ? তা হবেই বা কেমন ক'রে ? —তোমার বরটি কিন্তু বড়ই ঠুন্‌কো, দিদি ! নাড়াচাড়া ক'র্‌তে সাবধান। নইলে একদিন দেখবে তোমার মুঠোর মধ্যেই তিনি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেলেন। এমন পল্‌কা সৌখীন মাল নিয়ে তোমার চল্‌লেও আমার চলে না। তাই মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলাম। এখন বুঝলে ?

আরতি—যাঃ, তুই বড়ই বেহায়া।

অমলা—সে কথা যেন কোনদিন অস্বীকার ক'রেছি ! কিন্তু বেহায়া ব'লেই বেঁচে আছি দিদি, এত ঝড়-ঝাপ্‌টায়ও ভেঙ্গে পড়িনি আজও, হয়তো তোমার আশীর্ব্বাদে পড়বও না। তোমার বরটির বিষয়ে যা' ব'লেছি, দিদি, নিছক সত্যি ; মনে রেখো, নইলে ঠকতেই হবে।

আরতি—নিজে ঠকি' আপত্তি নেই ! গাঁয়ের লোককেও ঠকিয়েছি যে। আর জানিস, তোর জামাইবাবু—[কাঁদিয়া ফেলিল]

অমলা—(চোখ মুছাইতে মুছাইতে, নিজের চোখও মুছিয়া) সবই জানি দিদি। এ অনর্থ যে ঘ'টবে, তাও বুঝতে পেরেছিলাম। স্বামী যেদিন ক'লকাতা থেকে এ খবর নিয়ে এল, তার মতলব যেদিন বুঝতে পার্‌লাম, সেদিন থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তার চুরি ধরিয়ে দিয়ে এ গাঁ থেকে তাকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু পেরে উঠলাম কৈ ? আর পেরে উঠলাম না বলেই না বেত খেয়েও তোমার কাছছাড়া হতে পারলাম না। সবাই তোমায় ছাড়লেও অমলা তোমায় ছাড়বে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

আরতি—(কাঁদিতে কাঁদিতে) অমলা, বোন, এত ভালবাসিস্ আমায় ! কিন্তু কেন বল তো !

অমলা—জানি না কেন!

আরতি—ভালই হল, অমলা। তোর হয়ে একদিন সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে মনে মনে হয়তো কতকটা দেমাক হয়েছিল; আজ সে দেমাকের মূল উপড়ে ফেলে বিধাতা তোর আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা দূর করে দিলেন; আজ তুই আর আমি একই পর্য্যায়ে, ভদ্র সমাজে অচল। অমলা, সত্যি আমায় কোনদিন তুই ছেড়ে যাস্‌নে, তা হ'লে বাঁচবো না।

অমলা—তুমিই তবে আমায় আশ্রয় দাও দিদি। স্বামীর বাড়ী আমি আর যেতে চাইনে।

আরতি—আশ্রয়! কে আজ কাকে আশ্রয় দেবে! আজ আমি নিজেই যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, বোন।

অমলা—এ আবার কি বলছ?

আরতি—সবই যদি জানিস্, কেন এ প্রশ্ন করছিস? আমার রক্তধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ স্বামীর চোখ এড়াতে পারেনি, তার সংস্পর্শে এ প্রতিষ্ঠান গুলির পবিত্র আবেষ্টনী আমি কলুষিত হতে দেব ভেবেছিস?

অমলা—তোমার সংস্পর্শে হবে কলুষিত, আর তার সংস্পর্শে হবে পবিত্র। হায়রে কপাল, একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। দিদি, জামাইবাবুর কথা তুমি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই এনো না; কত কথা উনি বলেন, অর্দ্ধেকটার হয়তো কোন মানে হয়, বাকীটা একেবারেই অর্থহীন।

আরতি—না, অমলা, আমার জন্মরহস্যই তাঁর মনে এ সংশয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে; লোকের কথা সেখানে বীজবপন করেছে আর অবস্থার চাপে আজ তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। এখানে আর আমার কি অধিকার আছে? [উত্তেজিতভাবে বিপুলের প্রবেশ]

বিপুল—বৌদি! বৌদি!

আরতি—ঠাকুরপো [কাঁদিয়া ফেলিল] আমার কাছে আর এসোনা, ভাই। আমি তোমাদের প্রতারণা করেছি। আমি ৺উমাশঙ্কর রায়ের কন্যা

নই ; আর আমার রক্তধারায় আছে একটা কলুষিত নির্দ্দেশ ! আমায় আর দু'একটা দিন মাত্র অবসর দাও, আমি চলে যাব। কোথায় যাব, জানিনে, কিন্তু যাব, যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে।

বিপুল—প্রতারণা তুমি করনি বৌদি ! কে যে করেছে, তাও জানি। আর তুমিও জান, আমিও জানি, একান্ত মিথ্যা এ অভিযোগ। তুমি তো দুর্ব্বল নও, কেন এ মিথ্যা অপবাদে বিচলিত হয়ে পড়েছ ?

অমলা—দিদি, কোথায় সে মহীয়সী তেজোমূর্ত্তি তোমার, যার কাছে পল্লীর বিদ্রোহ একদিন মাথা নত করেছিল ? কেন তুমি আজ এরকম ভেঙ্গে পড়েছ ?

[অদূরে নদীতে মাটি ধসিয়া পড়ার শব্দ শোনা গেল]

আরতি—অমলা শুন্‌ছিস ? শুন্‌ছো ঠাকুরপো, যমুনা কেমন ভেঙ্গেছে ? ওর এ ভাঙ্গার খেলা কি আর ফুরোবে না ? কি চায় সে ? কেন এ রাগ ওর ? কার উপর ?

বিপুল—ঠাকুর মহাশয়ের বিদায় মুহূর্ত্তে কথাগুলি আমার মনে পড়েছে। তীরে তীরে ওর যা কিছু জড়, নিশ্চল, অসার, তারই বিরুদ্ধে যমুনার এ অভিযান।

আরতি—তাই কি ? কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম, একটা বিরাটাকার দৈত্য নদী থেকে উঠে এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে "আমায় ফাঁকি দিবি ! দিলিনে ! ঐ ছাখ, ঐখানে আমার বাস ; তোকেও একদিন যেতে হবে।" বলতে বলতে যমুনার জল দু'ভাগ হয়ে গেল ; দৈত্যটা তার মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। যমুনা আবার গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। অজানা আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে গেল ; সহসা শুনলাম তোমার দাদা বিড়-বিড় করে ঘুমের মধ্যেই কি বক্‌ছেন। উঠে দরজা ফাঁক করে যা দেখলাম, যা শুন্‌লাম তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল, আমি ৺উমাশঙ্কর রায়ের কন্যা নই।

তার পর সকালবেলায় যখন স্পষ্ট ভাষায় শুনতে পেলাম আমার রক্ত-ধারায় আছে কলুষিত নির্দ্দেশ মনে হল যমুনার আক্রোশ আমারই উপর, ওর ভাঙ্গন কূল আমারই জীবনের প্রতীক আর স্বপ্নের সে দৈত্য আমারই অলঙ্ঘ্য নিয়তি। যথার্থই আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলাম; আমার সে ফাঁকির খেলা সে ধরে ফেলেছে। এবার আমার জীবনের ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি সব নিয়ে চলেছি তার সম্মুখীন হতে। আমায় যেতে দাও ভাই!

বিপুল—(চোখ মুছিতে মুছিতে) তোমারই মন্ত্রে, তোমারই হাতে এ গাঁয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তা ছেড়ে আজ কোথায় যাবে, বৌদি? এসব অনাথ ছেলেমেয়েগুলিকে ফেলে চলেই যদি যাবে, তবে এই মরা গাঁয়ের আনাচে কানাচে প্রাণের সাড়া জাগিয়েছিলে কেন? তুমি তো নিষ্ঠুর নও, বৌদি!

আরতি—কেমন করে আজ বোঝাব এ সব ছেড়ে যেতে কি ব্যথা প্রাণে বাজ্‌ছে? কিন্তু যেতেই হবে। আগে বুঝ্‌তে পারিনি; এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছি, কেন তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ, কেন মা এত মমতাময়ী হয়েও এ অভাগিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও তাতে যে ব্যথা নিজে পেলেন, তা আর সাম্‌লাতে পারলেন না। কেমন করে ভুলে যাব তোমাদের পরিবারে ধূমকেতুর মতই একদিন এ সর্ব্বনাশীর উদয় হয়েছিল?

বিপুল—নিজেকে অযথা অপরাধী করছ। দাদা নিজেই একদিন তোমায় বে' করার আগে মাকে ও আমাকে সমস্ত খুলে বলেছিলেন। শুনে মা ঐ বিয়েতে অমত প্রকাশ করেন। জানিনা, দাদা ৺উমাশঙ্কর রায়কে সে কথা খুলে বলেন কিনা। পরে ৺উমাশঙ্কর রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক্, দাদা মাকে বোঝাতে চান আগে যা বলেছিলেন সবই ভুল, বিচারে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে! সে কথায় মা কিংবা আমি নির্ভর করতে পারিনি। এখন শুন্‌ছি এক তরফা ছিল

সে বিচার, এখন আবার নূতন করে এর বিচার হবে।—বৌদি, তখন তোমার একটি মাত্র পরিচয় আমাদের জানা ছিল এবং সেটি এই যে তুমি তোমার মায়ের মেয়ে।

আরতি—তোমার দাদার কাছেও সে পরিচয়টাই আজ আমার সম্বন্ধে চরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কেমন করে তবে আশা করব যে অন্য কোন পরিচয় দেওয়ার সামর্থ্য আমার আছে, আর থাক্‌লেও গাঁয়ের লোক তা মেনে নেবে ?

অমলা—নেবেনা ? নিশ্চয় নেবে ? কি চোখে তারা তোমায় দেখে, নিজে জাননা, তাই এ কথা বল্‌ছ। যদি যেতেই চাও দিদি, তাদের না বলে গোপনে তোমার যাওয়া হবে না। যদি যাবে, রাজরাণীর মতই যাবে, শত সহস্রের আঁখিজলের অভিষেক সর্ব্বাঙ্গে বহন করে !

বিপুল—দাদা তোমার উপর নিতান্তই অবিচার করেছেন ; তাই বলে তুমি যদি তাঁকে ছেড়ে চলে যাও, জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দাও, এ ছিন্ন সূত্র জোড়া লাগার সম্ভাবনা আর রইল কোথায় ? তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, ছোট ভাইয়ের কথাটা রাখ, এ চরম পন্থা অবলম্বন করার কথা ভুলে যাও।

আরতি—তাও কি আর সম্ভব ? ভগবান্ পৃথিবীতে যাকে পাঠালেন সমাজ-ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিদ্রোহরূপে, সমাজে তার স্থান আজও হয়নি ; কোনকালে হবে কিনা জানি না। আজ মনে হয়, অমলাকে আমরা গায়ের জোরেই ঠাঁই দিয়েছিলাম। আর যদিই বা এখানকার সমাজে অমলার মত, আমার মত জীবের ঠাঁই মিলে, আমার তো কোন রকমেই এখানে থাকা হতে পারে না।

বিপুল—কেন ?

আরতি—শুনে কি হবে, ভাই ? শুধু ব্যথাই পাবে।

বিপুল—দাদা যে বড়ই নিঃসহায়, একবারও ভাব্‌ছনা, বৌদি ?

আরতি—জানি,—কিন্তু তার চেয়েও নিঃসহায় আজ এ দুর্ভাগিনী বৌদি তোমার। এমন একদিন ছিল, নিজেকে এক মহিমময়ী সাম্রাজ্ঞী বলে কল্পনা করতাম। হয় তো খানিকটা গর্ব্ব, খানিকটা আত্মপ্রসাদ তাতে মেশান ছিল। এক নিমেষে আমার সে অহমিকার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়েছে; মর্ম্মে মর্ম্মে আজ উপলব্ধি ক'রছি নিজের অসীম দৈন্য। মনের জোর আর একটুও নেই, এ পরিবেশে কোনদিন যে হবে, সে কথা আজ যেন ভাবতেও পারছিনে। এ অবস্থায় এখানে থাক্‌তে হলে তোমার দাদার বোঝা হয়েই থাক্‌তে হবে, যেমন আজও আছি। এ বোঝা ক্রমশই তাকে নীচের দিকে টান্‌বে, যেমন আজও টান্‌ছে। তাই যেতে হবে ভাই, নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা তোমার দাদারই জন্য যাওয়ার বেলায় তাঁকে দিয়ে গেলাম সুলতা ও তোমার হাতে; তোমরাই তাঁকে দেখ্‌বে।

অমলা—রাখো এখন, এত দাতাগিরি নাই ফলালে!

আরতি—আমার নিজস্ব এমন কি আছে, অমলা, যে দাতাগিরি ক'রব? যাওয়ার বেলায় যাদের জিনিষ, তাদেরই হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। হয়তো যেমনটি পেয়েছিলাম, তেমনটি আর নেই। সে আমার দুর্ভাগ্য, অপরাধ নাও হতে পারে।

অমলা—তুমি কি যে বল, দিদি! তোমার তিনি কেউ নন্? মন্ত্র পড়ে সাত পাক ঘুরে ছিলেন কেন?

আরতি—মন্ত্র পড়ে সাতপাক ঘুরলেই যদি পরস্পর অধিকারের সৃষ্টি হত, দুটো মানুষ মনে মনে এক হয়ে যেত, তবে তোর পিঠে আজ বেতের ঘা কেন? প্রাণমন তৈরী থাকলেই তবে মন্ত্র সেখানে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়; সে অঙ্কুর একদিন ফুলেফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পায় তখনই, যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যথাসময়ে আলোহাওয়া লাগিয়ে, জলসেচন করে তা বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

বিপুল—সবই বুঝি ; তবু বলছি বৌদি, যেওনা।

আরতি—বলতে পার, ঠাকুর পো, কিসের জোরে আজ এখানে দাঁড়াব ?

বিপুল—দাঁড়াবে নিজ মনুষ্যত্বের জোরে।

আরতি—তাও ভেবে দেখেছি।—কিন্তু যার জীবনে মনুষ্যত্বের দাবীর চেয়েও বৃহত্তর অধিকারের জোরে স্থান পেয়েছিলাম, দিনের আলোতে যখন দেখা গেল সে অধিকার নিতান্তই কাল্পনিক, তখন শুনতে পেলাম সে স্বর্গ থেকে আমায় নির্ব্বাসনের নির্ম্মম দণ্ড উচ্চারিত হ'ল। মাথা পেতে সে দণ্ড আমায় নিতেই হবে। তোমাদের ঘরে তো শুধু মানুষ হিসেবে আসিনি, ভাই, এসেছি তোমার দাদার সহধর্ম্মিণীরূপে। সে সম্পর্ক আজ তাঁর গলার ফাঁসি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; তাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যই ক'রছি, স্বেচ্ছায় সে বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে তাঁকে মুক্ত ক'রতে চ'লেছি !

বিপুল—নিজের ভবিষ্যৎ কি, কোথায় যাবে, কি ক'রবে, একবারও ভেবেছ বৌদি ?

আরতি—না, ঠাকুরপো, ভাবিনি ! তার প্রয়োজন নেই। নিজের কথা ভাবতে বাবা,—না, আর তাঁকে বাবা ব'লে ডাকবার অধিকার নেই—আমায় কখনো শেখান্ নি ; বিয়ের আগে তিনিই ভাবতেন ; বিয়ের পর স্বামীর হাতেই সে ভার তিনি দিয়ে যান্। আর আজ স্বামীর হাত থেকে সে দায়িত্ব আমার ভাগ্যদেবতা নিজেই গ্রহণ করলেন। তাঁর ভাবনা, তিনিই ভাববেন !

অমলা—তুমি তো ভাগ্যদেবতার ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে খালাস ; আমি কিন্তু তা পারবোনা, দিদি, আগেই বলে রাখছি !

আরতি—(ঈষৎ হাসিয়া) দেবতা হয়তো তোরই ঘাড়ে আবার সে বোঝা চাপিয়ে দেবেন, অমলা ! পারবি বইতে ?

অমলা—এমন দুর্দ্দিন যদি আসেই দিদি, দেবতার নাম আর মুখে এনো না।

বিপুল—কোন কিছুই ঠিক না ক'রে, কেবলি ভাগ্য দেবতার উপর নির্ভর করে তুমি নিজেকে ভাসিয়ে দেবে, তা আমি হতে দেব না, বৌদি! তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমায় তুমি নিষেধ করতে পারবে না।

আরতি—(বিপুলের হাত ধরিয়া) না ভাই, তা হয় না। নিজের দুর্ভাগ্যের আবর্ত্তে আবার তোমায় টান্‌ব কেন? কেন তুমি যেচে বৌদির জীবনের কালিমা নিজের গায়ে মাখাবে? তাহলে আমার বোঝা যে আরও ভারী হয়ে যাবে, ঠাকুরপো!

বিপুল—তাই বলে কেমন করে একা তোমায় একটা অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেব, বৌদি?

আরতি—নদীর যেদিক্‌টায় ছিল আসলি জমি, বহুদিনের পরীক্ষিত নিশ্চয়তা, আমার জীবনের সে দিকেও যখন নন্দীগ্রামের মতই ভাঙ্গন ধরেছে, তখন না হয় একবার ওপারের দিক্‌চক্রহীন অনিশ্চয়তার মধ্যেই গিয়ে দেখিনা কেন সেখানে আমার জন্য কোন রকমের ক্ষুদ্র একটু আশ্রয়ও গড়ে উঠেছে কি না।

বিপুল—বৌদি, তবে সত্যিই চলে যাবে?

আরতি—যাবো না? এসেছিলাম নিজের প্রকৃত পরিচয় না জেনে, চলে যাচ্ছি সে পরিচয়ের দুঃসহ বেদনা বহন করে। এ অভাগীর রক্তের অণুতে অণুতে যে বিষ, সমাজে তা ছড়িয়ে গেলে তার সকল বাঁধন শিথিল হয়ে যাবে? সে মহা সর্ব্বনাশ থেকে সমাজকে অব্যাহতি দিয়ে গেলাম। ভুল বুঝো না আমায়, মনে করো না কারও ওপর কোন বিদ্বেষ নিয়ে যাচ্ছি।

বিপুল—তা জানি। কিন্তু দাদা যে অন্যায় করলেন, তাঁকে তা বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার আছে।

অমলা—নিশ্চয়। এ যে কত বড় অন্যায়, জামাইবাবুকে স্পষ্ট করে তা না বুঝিয়ে তোমার যাওয়া কোন রকমেই হবে না, হতে পারে না। নীরবে এ অন্যায় কেন সইবে, দিদি?

আরতি—তুইও বল্‌ছিস্ অমলা? পিঠে যখন বেত পড়েছিল, কার কাছে নালিশ জানিয়েছিলি, বোন্?—অমলা, তুইও তো আমারই মত সর্ব্বহারা? চল্ বোন্, দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ি। তুইও চল্‌না আমার সঙ্গে?

অমলা—চল্‌বো কেন, দিদি? থাক্‌ব, এখানেই থাক্‌ব তোমার সঙ্গে। মাটীর জীব, মাটী কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌ব। মিছে সন্দেহ করলেই তা সত্য হয়ে যাবে?

আরতি—বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, অমলা। যে মিথ্যার শিকড় বেরিয়েছে অপ্রকাশিত কোন সত্যের থেকে, তাকে সহজেই মানুষ সত্য ব'লে মেনে নেবে, আজ না হোক্, দু'দিন পরে যখন সে সত্য আত্মপ্রকাশ ক'র্‌বে! আজ বুঝিয়ে দাও সে মিথ্যা; কাল আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে যখন সে এসে দেখা দেবে, তখন তাকে স্বীকার ক'রে নিতে কারও কোন দ্বিধা হবে না।

অমলা—তবে কি এ অবিচারের প্রতিকার নেই?

আরতি—এ অবিচার মানুষের নয়, ভগবানের, সমাজের নয়, প্রকৃতির! কি ক'রবে? নিজের জীবনে কখনো অনুভব করিস্ নি, অমলা, এর কোন প্রতিকার নেই!

বিপুল—যে ব্যথা নিয়ে চলেছ, তার বোঝা একাই বইবে, বৌদি?

আরতি—যা একা আমারই প্রাপ্য, তার ভাগী আবার কাকে জোটাব ভাই? এ কয়টা বছর ধ'রে জীবনের খাতায় কেবলই যে লাভের অঙ্ক প'ড়েছিল, আজ বুঝেছি, তা' দাবী করার অধিকার কোন রকমেই আমার ছিল না তো! ভুল ক'রে অদৃষ্টদেবতা একদিন যা দিয়েছিলেন, কড়ায় গণ্ডায় যখন তিনি তা' কেড়ে নিলেন, মানুষ মাত্রেরই দুঃখ হতো, আমারও হয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ যে আমার ন্যায্য পাওনা! যে অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী বলে নিজেকে একদিন মনে ক'রেছিলাম, তারই স্মৃতি আজ আমার সারাজীবনের একমাত্র পাথেয়। তাই সম্বল ক'রে চ'লেছি বিশ্বের

অশ্রুসমুদ্রে নিজের দু' ফোঁটা অশ্রু মেশাতে। ঠাকুরপো, আর আমায় বাধা দিও না। আমায় যেতেই হবে। [হাত ধরিয়া] তোমার দাদাকে দেখো; তাঁর উপরে রেগে থেকোনা ; সত্যিই বড় নিঃসহায় তিনি। [আরতি কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল ; অমলা চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার অনুসরণ করিল। বিপুল হতবুদ্ধির মত একান্ত-দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা অন্তর্হিত হওয়া মাত্র দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে দু'হাতে চোখ চাপিয়া বসিয়া পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নন্দীগ্রামের ভাঙ্গনকূল, অনতিদূরে একখানি নৌকা বাঁধা ; ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি-সেবায়তনের নাটমন্দিরের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৺উমাশঙ্করের মর্ম্মর মূর্ত্তি এখন ঠিক নদীর কিনারে। আরতি মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদমূলে বাঁধানো বেদীর উপরে দণ্ডায়মানা ; বেদীর নীচে তাহাকে ঘিরিয়া সরলা অমলা, বিপুল, নিস্তারিণী ও সুলতা। ভবতারণ তাহাদের পশ্চাতে লাঠিভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকার নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর বিস্তৃত বিরাট জনতা। তাহাদের বিক্ষুব্ধ উত্তেজনা আরতির মুখের দিকে তাকাইয়া যেন নিস্তব্ধ হইয়া আছে। জনতা ও ভবতারণের মধ্যে একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ ও নিরঞ্জন]

আরতি—যিনি নিজ হাতে আমায় গড়ে তুলেছেন, তাঁরই মর্ম্মরমূর্ত্তির পাদমূলে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে গেলাম আমার যথার্থ পরিচয়। জানি এতে গ্লানি আছে, লজ্জা আছে ; কিন্তু, সত্যগোপনের গ্লানির তুলনায় তা কিছুই নয়। আজ বিদায় নেওয়ার আগে বার বার করজোড়ে আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য।

ভবতারণ—[আরতির দিকে অগ্রসর হইয়া] অপরাধী তুমি নও বৌ, আমি বল্‌ছি, অপরাধী তোমার স্বামী, অপরাধী আমরা যারা তোমায় চিন্‌তে পারিনি। বৌ, এ অপরাধীদের তুমি ক্ষমা কর, চলে যেও না।

নিস্তারিণী—[চোখ মুছিতে মুছিতে] স্থলু, সত্যকাম জাবালের কাহিনী চোখের উপর আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে-রে। নন্দীগ্রাম, তোমার এ দেবীপ্রতিমা আজ এম্‌নি করে বিসর্জ্জন দিয়ে যাবে ? না, না, না ! ওরে শোন্ তোরা, পায়ে ধরে হলেও বৌকে ফিরিয়ে নিয়ে চল্ ! [সে উদ্বেল জনসমুদ্র হইতে কাতর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল "যেওনা, যেওনা মা, যেও না"] চীৎকার করিতে করিতে জনতা ক্রমশঃ আরতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ; অগ্রবর্ত্তীদের মধ্যে মাণিক মোড়ল ও মামুদ সর্দ্দারকে দেখা গেল। বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে মনে করিয়া ভয়ে স্মৃতিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যার্ণব ও নিরঞ্জন বিব্রত হইয়া উঠিল। জনতা যখন প্রায় বেদীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, ভবতারণ লাঠিতে ভর করিয়া সোজা হইয়া একবার তাহার দিকে শান্ত গম্ভীরভাবে চাহিল এবং হাত দিয়া তাহাদিগকে থামিতে নির্দ্দেশ দিল। জনতা কিছুদূরে নিশ্চল হইয়া রহিল। মামুদ সর্দ্দার ও মাণিক মোড়ল "যেতে দেবো না, মা যেও না" বলিতে বলিতে জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেদীমূলে আরতির কাছে উপস্থিত হইল। আরতি বেদী হইতে নামিয়া তাহাদের নিকটে আসিল ; তাহার দুই চোখে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিতেছে]

আরতি—মোড়ল, ক্ষমা করো আমায়।—যেতেই যখন হবে, আর বাধা দিও না। তোমাদের সবাইকে ছেড়ে যেতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তবু আমায় যেতেই হবে।

মাণিক—যদি যেতেই হয় মা, আমাদেরও সাথে নিয়ে চল না। তুমি মা, মা যেখানে যাবে, ছেলে মেয়েরাও সেখানেই যাবে।

আরতি—তা হয় না, মোড়ল। এখানকার মেয়াদ আমার ফুরিয়েছে; এখানে আমার স্থান নেই আর। তা বলে তোমরা কেন ঘর বাড়ী ছেড়ে আমার এ অনির্দ্দেশ যাত্রার দুঃখ বরণ করে নেবে? মা চাও? এক মায়ের বদলে আমি তোমাদের দুটি মায়ের কাছে রেখে যাচ্ছি! [সরলা ও স্নুলতার কাছে গিয়া দু'হাত দু'জনের গলায় রাখিয়া] এ দু'টি মায়ের পরিচয় তোমরা পেয়েছ; রোগে, শোকে, দৈন্যে এ দু'টি কোমল প্রাণের স্পর্শ তোমরা অনুভব করেছ; আজ হতে এরাই তোমাদের মা; এরাই তোমাদের দেখবে। স্নুলু, সরলা, এ দুঃখী ছেলে-মেয়েদের ভার তোদেরই হাতে দিয়ে আমরা গেলাম। ঠাকুরপো, [বিপুল অশ্রুসিক্ত চোখে কাছে আসিল] এরাই তোমার দুঃখিনী বৌদির স্মৃতি; এদের দেখো, ভাই! [বিপুল মাথা নত করিয়া রহিল] এবার আমায় বিদায় দাও! [বিপুল আরতির দিকে চাহিতে পারিল না] জ্যেঠামশায়, [ভবতারণ আরতির মাথায় হাত রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; আরতি উঠিয়া নিস্তারিণীকে প্রণাম করিতেই নিস্তারিণী তাহাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুসজল চোখে বলিল]

নিস্তারিণী—এসেছিলি যেদিন বৌ, বাইরের শত বাধা সত্ত্বেও এসেছিলি; আর চলে যখন যাচ্ছিস্, তখনও সহস্র স্নেহের বাঁধন ছিঁড়েও চলে যাবি। তোদের জাতই আলাদা, তা আমি জানি। সুখ তোদের ধাতে সয় না, দুঃখ তোদের জন্মসাথী। তাই আর তোকে বাধা দেব না। যদি কোনদিন অকারণেও তোর নীড়-হারা ক্লান্ত প্রাণ কোথাও আবার স্নেহের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, এ অভাগা পল্লীর কথা স্মরণ করিস্। এ যে তোরই সৃষ্টি, আরতি। কেমন করে তোকে বোঝাব মা, এখানে তোর অধিকার মায়ের অধিকারের মতই স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বত।

আরতি—আশীর্ব্বাদ কর, পিসিমা [প্রণাম করিল] অমলা, চল বোন্! [জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হাতজোড় করিল। বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি অশ্রুনেত্রা আরতির

মুখের দিকে তাকাইয়া জনতা বিচলিত হইয়া উঠিল ; তাহাদের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত 'মা' 'মা' ধ্বনির মধ্যে আরতি অমলার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিল। সুলতা, সরলা, বিপুল, নিস্তারিণী নৌকা পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিল। নৌকায় উঠিয়া আরতি বলিল, "সুলু, তোর দাদাকে দেখিস বোন্। ঠাকুরপো, ওর উপরে রাগ করে থেকো না ভাই।" চোখ মুছিতে মুছিতে "রামসদয়" ! রামসদয় নৌকার অন্যদিক হইতে উত্তর দিল "দিদি !" নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল]

মাণিক—মা চলেই গেলেনরে, চলেই গেলেন। পারলাম না, মাকে রাখতে পারলাম না। হায়, হায়, এমন কপাল নিয়েই সব জন্মেছি। এমন মা কি কারও হয় ? [বৃদ্ধ মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল ; মামুদ সর্দ্দারও তাহার পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল—জনতার মধ্যেও বহু লোক বসিয়া পড়িয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মত্তাবস্থায় বিজনের প্রবেশ]

বিজন—আরতি ! রতি ! কোথায় সে ? চলে গেল ? আরতি চলে গেল ?

নিস্তারিণী—[বিজনের কাছে আসিয়া] যাবে না ? একান্ত কাছে যখন পেয়েছিলি, চিন্‌তে পারিস্‌নি ; অনাদরে দূর করে দিলি। মূর্খ তুই, বিজু, মিথ্যার ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলি, সুখের প্রাসাদ রচনা করতে গিয়েছিলি। অন্ধ তুই, আপন অন্তরের কালোছায়ায় যে পাপের জন্ম, তা আরোপ করেছিস্ তার প্রাণে। একদিন এ আত্মবিড়ম্বনা নিজের কাছে ধরা পড়বে ; তখন হয়তো যে রত্ন আজ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিলি, তাকে আর ফিরে পাবিনে। নিজের প্রাণে মনে কুসংস্কারের ডালি বয়ে গাঁয়ে এসেছিলি গাঁয়ের লোকের কুসংস্কারের সঙ্গে যুঝতে ! তাদের কুসংস্কার শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত মানুষের কাছে মাথা নোয়াল ; আর তোর কুসংস্কার যে সেই মানুষটিকেই পল্লী থেকে নির্ব্বাসিত করলে ! তাদের

মিথ্যা বাইরের আবর্জ্জনার মত তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করলেও ভেতর থেকে তাকে বিষিয়ে তোলেনি ; আর যে মিথ্যায় তোর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল, তার উদ্ভব তোরই অন্তরে ; তাই সেখানে আরতির স্থান কোনরকমেই হল না। কেঁদে নে, অভাগা, কেঁদে কেঁদে মনের পুঞ্জীভূত ক্লেদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে জীবনের বিরাম-বিহীন জয়যাত্রায় আবার যোগ দিবি চল্। [কিছুক্ষণ থামিয়া একদৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল ; পরে বলিতে লাগিল] এ জয়যাত্রা তোর আমার জন্য থেমে থাকবে না, বিজু! আরতির সত্যনিষ্ঠা ধ্রুবতারার মত অসত্যের অন্ধকারে এ অভিযানের দিঙ্‌নিয়ন্ত্রণ করবে। পারিস্ যদি, ঐ দেবীর যোগ্য হতে চেষ্টা কর। হয়তো একদিন তাকে ফিরে পাবি ; বাইরে না পেলেও অন্তরে অন্তরে পাবি। ওরে সে পাওয়াই যে বড় পাওয়া, বাবা! [নিস্তারিণী আঁচলে চোখ মুছিলেন। বিজন তাঁহার পায়ে দুহাত রাখিয়া নতমস্তকে জড়িত কণ্ঠে বলিল,] পিসীমা, আশীর্বাদ কর, যেন তাই হয়, যেন এখনও—আরতির যোগ্য হতে পারি।" [নিস্তারিণী বিজনের মাথায় ডান হাত রাখিল। বিজন সে অবস্থায় আস্তে আস্তে উমাশঙ্কর রায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তির দিকে ঘুরিয়া নতজানু হইয়া নতশিরে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। দেখা গেল গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। ধরা গলায় করপুটে মূর্ত্তির উদ্দেশে সে বলিল—"আজও নয়, গুরুদেব, আজও নয়। ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি তুমিও আজই আমায় ক্ষমা করতে পারবে না। নিজের বুকে মশাল জ্বেলে আরতি তার আলোকে আমায় আমার মুখোসটা দেখিয়ে দিয়ে গেল ; বুঝিয়ে দিল তোমার আদর্শ আমার কাছে অপমানিত হয়েছে ; তাই তোমার সাধের নন্দীগ্রাম, তোমার স্মৃতি-দেবায়তন যমুনা গ্রাস করে চলেছে। আর তাইতো তোমার মানসকন্যা তোমার আদর্শচ্যুত অযোগ্য শিষ্যকে ছেড়ে চলে গেল—হে সত্য-সাধক মহাপুরুষ, তোমার এ দুর্ভাগা সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর আমার যা কিছু মলিন, যা কিছু কুৎসিত, যা

কিছু অশুচি, যমুনার ভাঙ্গন আজ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক, তারপরে দূর দূরান্তরের পাহাড় হতে বয়ে আনা পলিমাটিতে আমার এ বুকের কূলে গড়ে উঠুক সত্য, শিব সুন্দরের নাম-না-জানা মহাপীঠস্থান।" বিজন থামিল ; জনতার চিত্ত মথিত করিয়া একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন নদীর ঢেউয়ে মিলাইয়া গেল। ধীরে দৃশ্যটির উপরে অন্ধকার নামিয়া আসিল ও সে অন্ধকারে অলৌকিক একটি আলোর কেন্দ্রে শেষ পর্য্যন্ত শুধু উমাশঙ্করের মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখ দেখা যাইতে লাগিল আর শোনা গেল নদীর ঢেউ ও তীরের মাটি ধসিয়া পড়ার শব্দ। আরও শোনা গেল দূর হইতে সমবেত কণ্ঠে কোথায় যেন গাহিতেছে উমাশঙ্করের স্বপ্নে শোনা গানের শেষ কলিটি

গান

বেঁধে বাসা নদীর কূলে ভেবেছিনু মনের ভুলে
এ ঘর মোদের চিরদিনের, রইব তারই ছায়ে ;
বাণের টানে ভাঙ্গল মাটি ভাঙ্গল পুরাণ বাসা বাটি,
অকূলে তাই তরী ভাসাই, কূল পেতে তাঁর পায়ে,
ভাঙ্গা গড়ার অন্তরে যে চির অচঞ্চল।

যবনিকা